সত সাহেব
সদগুরুদেব স্বামী রামদেবানন্দ জী মহারাজের জয়।

{এই পুস্তকটি মানব সমাজের জন্যে একটি বরদান স্বরূপ।}
{পরমেশ্বর কবীর জীর দয়া}

ধরিত্রীর উপর স্বর্গ

"যে জগৎ জন তথা ভক্ত/ভক্তিমতিরা এই পবিত্র পুস্তকটি পড়বেন-শুনবেন, তাঁরা পরমেশ্বর এর কৃপাপাত্র/ পাত্রী হবেন। যাঁরা পড়বেন না-শুনবেন না, তাঁরা পাপের ভাগীদার হবেন। পরম্পরাগত মিথ্যা জ্ঞানের নীচে চাপা পড়ে মরতে থাকবেন।"

-সন্ত রামপাল দাস

জীব আমাদের জাতি, মানব ধর্ম আমাদের।
হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই পৃথক কোন ধর্ম নয়।।

সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান
প্রাপ্ত করার জন্য
Sant Rampal Ji Maharaj
অ্যাপ প্লে স্টোর থেকে
ডাউনলোড করুন।

GET IT ON
Google Play

"গীতা তোমার জ্ঞান অমৃত" অথবা
"জীবনের পথ" - পুস্তক সম্পূর্ণ বিনামূল্যে
প্রাপ্ত করার জন্য এই নম্বরে মিসকল করুন।

81 93 81 93 81

সন্ত রামপাল জী মহারাজের মঙ্গল প্রবচন
অবশ্যই দেখুন প্রতিদিন সাধনা চ্যানেলে
।।সাধনা।।
7:30 PM to 8:30 PM

SPIRITUAL LEADER SAINT RAMPAL JI
@SAINTRAMPALJIM
SANT RAMPAL JI MAHARAJ
SUPREMEGOD.ORG

প্রথম সংস্করণ (মার্চ সন্ ২০১৪) = পাঁচ হাজার (৫০০০)
দ্বিতীয় সংস্করণ (সেপ্টেম্বর সন্ ২০১৪) = পনেরো হাজার (১৫০০০)
তৃতীয় সংস্করণ (মার্চ সন্ ২০২২) = পনেরো হাজার (১৫০০০)

লেখক :- সন্ত রামপাল দাস
সঞ্চালক :- সতলোক আশ্রম, বরবালা জিলা-হিসার (হরিয়াণা)

মুদ্রক :- কবীর প্রিন্টার
C-117, সেক্টর 3, ববানা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, নয়া দিল্লি।

প্রিন্টিং খরচ :- ১০ /-

প্রকাশক :- প্রচার প্রসার সমিতি তথা সর্ব সঙ্গত
সতলোক আশ্রম, হিসার-টোহানা রোড বরবালা
জেলা-হিসার, রাজ্য-হরিয়ানা, ভারত।

সম্পর্ক সূত্র ঃ ৮২২২৮৮০৫৪১, ৮২২২৮৮০৫৪২, ৮২২২৮৮০৫৪৩
৮২২২৮৮০৫৪৪, ৮২২২৮৮০৫৪৫

বাংলায় কথা বলার জন্য এই নং যোগাযোগ করুন : +৯১ ৮৮৮ ২৯১ ৪৯ ১১, ৬২৯৫৯১৭৬৩৬,
৮৪৫০০৩০৮৭৮

e-mail : jagatgururampalji@yahoo.com
Visit us at : www.jagatgururampalji.org

ধরিত্রীর উপর স্বর্গ

(হে মানব! পড়ুন এই অমূল্য বচন তথা অমৃত কথা, তৈরি হবে পৃথিবীর উপর স্বর্গ।)

মানব (স্ত্রী-পুরুষ) জন্ম ভাগ্যবান আত্মাদেরই প্রাপ্ত হয় যা পূর্বজন্মের শুভ বা অশুভ কর্ম অর্থাৎ পাপ বা পুণ্যের উপর নির্ভর ক'রে, যাকে প্রারব্ধ বলা হয়। এই কথা সকলে বিশ্বাস করেন যে, কর্মের দ্বারাই 'সুখ' এবং কর্মের দ্বারাই 'দুঃখ' হয়ে থাকে। 'সুখ' নামটি স্বর্গের প্রতীক এবং 'দুঃখ' নামটি নরকের প্রতীক। যে ঘরে 'সুখ' বিরাজ করে তাকে সবাই বলে "আপনার ঘর তো স্বর্গ"। যে ঘরে 'দুঃখ' বাস করে, সেই ঘর তো নরকে পরিনত হয়েছে।

সর্বপ্রথম সেই সকল দুঃখ গুলির উপর আলোকপাত করি, যেগুলি আমরা নিজেরাই কিছু অনাবশ্যক রীতি-নীতির ও নিয়মের কারণে নিজেদের ওপর চাপিয়ে রেখেছি এবং নেশায় আসক্ত হয়ে ঘর নরকের সমান বানিয়ে রেখেছি, যা ভাগ্যে লেখা থাকে না।

আমাদের (সন্ত রামপাল দাস এবং তাঁর সকল অনুগামী ভক্তজনের) উদ্দেশ্য পৃথিবীকে স্বর্গের সমান তৈরি করা বা পৃথিবীকে স্বর্গের মতো বানানো।

❖ **বিবাহের কর্ম যেগুলি দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে :-** সন্তান বা ছেলে-মেয়েদের (একে অপরের সাথে) সংস্কার পরমাত্মা তৈরি করেই রেখেছেন। সেই সংস্কারবশত দুটি ছেলেমেয়ের বিবাহ সংযোগ ঘটে। একে অপরের সাথে এই বিবাহ সংযোগ আগে থেকেই ভাগ্যে পূর্ব নির্ধারিত থাকে। এই বিবাহ অনুষ্ঠানের কার্যক্রমে যে সকল সামাজিক রীতি-নীতি তৈরি করা হয়েছে সেগুলি হল :-

১. যৌতুক/পণ দেওয়া বা নেওয়া, ২.গান-বাজনা, DJ বাজিয়ে বিবাহ করা। **৩. আত্মীয় পরিজন বেষ্টিত হয়ে মদের আসর বসিয়ে বিবাহের জৌলুস ও আভিজাত্যের প্রকাশ ঘটানো, কেননা** মদের স্বাদ না পেলে তো অনুষ্ঠান বৃথা।

❖ আপনাদেরকে (বিশেষ করে হিন্দু সমাজকে) বলতে চাই যে, আপনারা শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু এবং শ্রী শিব ও মাতা দুর্গাকে বিশ্বাস করেন? আপনি কি জানেন, মাতা দুর্গা নিজের তিন পুত্রের বিবাহ কিভাবে করিয়ে ছিলেন? প্রমাণ সহিত পড়ুন :-

প্রমাণ :- শ্রীদেবী পুরাণ স্কন্দ ৩ অধ্যায় ৪-৫ এ লেখা আছে যে শ্রীদেবী (অষ্টাঙ্গী দেবী অর্থাৎ দেবী দুর্গা) নিজের বচন শক্তি দ্বারা তিনটি মেয়ে উৎপন্ন করলেন। ১. শ্রী সাবিত্রী (মহাসরস্বতী) ২. শ্রীলক্ষ্মী (মহালক্ষ্মী) ৩. শ্রী পার্বতী (মহাকালী-গৌরী)

প্রথমে শ্রীব্রহ্মাকে ডেকে বললেন, "পুত্র! এই মেয়েটির নাম সাবিত্রী, একে নিজের স্ত্রীর রূপে রাখো, যাও নিজের ঘর সংসার করো।" শ্রী ব্রহ্মা ও শ্রী সাবিত্রী মাতাকে প্রণাম করে ব্রহ্মলোকে নিজ বাসস্থানে চলে গেলেন। বিবাহ সম্পন্ন হল।

তারপর, দ্বিতীয় পুত্র শ্রী বিষ্ণুকে ডেকে বললেন, "পুত্র! এই মেয়েটির নাম/কন্যার নাম লক্ষ্মী, একে নিজের স্ত্রী/পত্নী রূপে রাখো। যাও নিজের ঘর সংসার করো।" তাঁরা দুজনে মাতাকে প্রণাম ক'রে বিষ্ণুলোকে প্রস্থান করলেন। বিবাহ সম্পন্ন হল।

সবশেষে, তৃতীয় পুত্র শ্রী শিবকে ডাকলেন ও বললেন, "পুত্র, বাবা শিব! এই কন্যার নাম পার্বতী (উমা), একে নিজের স্ত্রী/পত্নী রূপে রাখো। যাও নিজের ঘর সংসার পাতো।" দুজনে মাতাকে প্রণাম ক'রে শিব লোকে চলে গেলেন। বিবাহ সম্পন্ন হল।

<u>আসুন বিচার করা যাক</u> :- না বরযাত্রী ছিল, না কন্যা যাত্রী ছিল, না কোন রান্না-বান্না হল, না কোন মিষ্টি-মুখ হলো, না গান-বাজনা হল বা DJ বাজানো হল, আর না কোনও পণ বা যৌতুক নেওয়া

দেওয়া হল। আর বর্তমানে হিন্দু সমাজের বিবাহ কিভাবে হয়ে থাকে?

এটা অবশ্য বলার প্রয়োজন নেই, কারণ আপনাদের সকলের'ই তা জানা আছে। আমরা কি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের থেকেও বড় হয়ে গেলাম যে, মনমর্জী ব্যর্থ কিছু কিছু রীতিনীতি, নিয়ম তৈরি করে একে অপরের ঘাড়ে অনাবশ্যক ভারের বোঝা চাপিয়ে নিলাম!

❖ **আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টি-ভঙ্গি দিয়ে দেখা যাক :-** এই জগৎ সংসারে আমাদের এক মুহূর্তেরও ভরসা নেই, কখন কি দুর্ঘটনা ঘটে যায়? তাই, আমরা এই বিষয়টির ওপর বিশেষ নজর রেখে নিজেদের জীবন যাপন করি অর্থাৎ শুধুমাত্র শাস্ত্রমতে ধার্মিক বা সামাজিক ক্রিয়া-কলাপ করে থাকি। ধর্মীয় শাস্ত্র স্বয়ং পরমাত্মার তৈরি সংবিধান (Constitution), যে ব্যাক্তি সংবিধানের উলঙ্ঘন করবে, সে দণ্ডিত হবে! তার না কোনো 'সুখ প্রাপ্তি' হয়, আর না কোনো কার্যসিদ্ধি হয়, না 'মোক্ষ (গতি) প্রাপ্তি' হয়।

প্রমাণ :- গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩-২৪ এ বলা আছে।

শ্লোক ২৩ :- হে অর্জুন! যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে নিজের মনমর্জী আচরণ করে, তার না সুখ প্রাপ্তি হয়, না সিদ্ধি প্রাপ্তি হয় (যার দ্বারা কার্যসিদ্ধি হয়ে থাকে) অর্থাৎ না তার মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।

শ্লোক ২৪ :- এর থেকে, তোর জন্য কর্তব্য (ধার্মিক বা সামাজিক কার্যগুলি করার বিধি) ও অকর্তব্য (যে ধার্মিক বা সামাজিক কার্যগুলি করা নিষেধ) এর ব্যবস্থায় শাস্ত্রই প্রমাণ। সেই জন্যে তুই শাস্ত্রে বলা কর্ম কর।

এবার আপনারা প্রমাণের জন্য দেখুন শ্রীমদ্ভগবদ গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩-২৪ এর ফটোকপি :-

(গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩ এর ফটোকপি)

যঃ, শাস্ত্রবিধিম্, উৎসৃজ্য, বর্ততে, কামকারতঃ,
ন, সঃ, সিদ্ধিম্, অবাপ্নোতি, ন, সুখম্, ন, পরাম্, গতিম্॥ ২৩॥

এবং –

যঃ	=	যে সব পুরুষ/ব্যক্তি	অবাপ্নোতি	=	প্রাপ্ত হয়,
শাস্ত্রবিধিম্	=	শাস্ত্রবিধিকে	ন	=	না
উৎসৃজ্য	=	পরিত্যাগ করে	পরাম্	=	পরম–
কামকারতঃ	=	স্বেচ্ছাচারী হয়ে	গতিম্	=	গতি
বর্ততে	=	আচরণ করে,	ন	=	না
সঃ, ন সিদ্ধিম	=	তারা	যাতি	=	অর্থাৎ আমাকে (প্রাপ্ত হয়)।
ন	=	না			
সিদ্ধিম্	=	সিদ্ধিকে			

(গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৪ এর ফটোকপি)

তস্মাৎ, শাস্ত্রম্, প্রমাণম্, তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ,
জ্ঞাত্বা, শাস্ত্রবিধানোক্তম্, কর্ম, কর্তুম্, ইহ, অর্হসি॥ ২৪॥

তস্মাৎ	=	সেইজন্য	(এবম্)	=	এইরকম
তে	=	তোমাকে	জ্ঞাত্বা	=	জেনে (তুমি)
হই	=	এই	শাস্ত্রবিধা-নোক্তম্	=	শাস্ত্রবিধি দ্বারা নিয়ত
কার্যাকার্য-ব্যবস্থিতৌ	=	কর্তব্য এবং অকর্ত-ব্যের ব্যবস্থাতে	কর্ম	=	কর্ম
শাস্ত্রম্	=	শাস্ত্র (ই)	কর্তুম্	=	করার
প্রমাণম্	=	প্রমাণ (মান্য করা উচিত)	অর্হসি	=	যোগ্য রয়েছো।

এবার দেখুন, শ্রী দেবী মহাপুরাণ (শ্রীমদ্ দেবীভাগবত) এর স্কন্দ ৩ অধ্যায় ৪-৫ এর ফটোকপি, যার মধ্যে তিন দেবতাদের বিবাহের প্রকরণ দেওয়া আছে :-

संक्षिप्त

श्रीमद्देवीभागवत

[सचित्र, मोटा टाइप, केवल हिन्दी]

प्रकाशक एवं मुद्रक—
गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५
(गोबिन्दभवन-कार्यालय, कोलकाता का संस्थान)
फोन : (०५५१) २३३४७२१, २३३१२५०; फैक्स : (०५५१) २३३६९९७
web : gitapress.org e-mail : booksales@gitapress.org
गीताप्रेस प्रकाशन gitapressbookshop.in से online खरीदें।

अब अपने घर-द्वारका निर्माण करके वहीं रहो और अपने-अपने कर्तव्यका पालन करो। ब्रह्माजी! इस शक्तिको तुम अपनी स्त्री बनाओ। यह अनुपमा सुन्दरी है। इसका मुख सदा मुसकानसे भरा रहता है। 'महासरस्वती' नामसे विख्यात इस श्रेष्ठ देवीमें सभी रजोगुण विद्यमान हैं। इसका दिव्य शरीर स्वच्छ वस्त्रोंसे सुशोभित है। अलौकिक आभूषण इसकी छवि बढ़ा रहे हैं। यह उत्तम सिंहासनपर बैठी हुई है। क्रीडा करनेके लिये तुम्हारी यह सहचरी है। यह सुन्दरी अब सदा तुम्हारी स्त्री होकर रहेगी।

इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर प्रसन्नवदना भगवती जगदम्बाने भगवान् विष्णुसे कहा—''विष्णो! मनको मुग्ध करनेवाली इस 'महालक्ष्मी' को लेकर अब तुम भी पधारो। यह सदा तुम्हारे वक्षःस्थलमें विराजमान रहेगी—इसमें किंचिन्मात्र संदेह नहीं है। यह कल्याणी सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करनेवाली शक्ति है। तुम्हें विनोद करनेके लिये इसे मैंने दिया है। तुम कभी इसका तिरस्कार न करके सदा सत्कार करते रहना। अब मैंने तुम्हें 'लक्ष्मीनारायण' कहलानेकी सुविधा दे दी है। देवताओंकी

देवीने कहा—शंकर! मनको मुग्ध करनेवाली यह 'महाकाली' गौरी-नामसे विख्यात है। तुम इसे पत्नीरूपसे स्वीकार करो। कैलासकी रचना करके वहीं रहो और इसके साथ सुखपूर्वक आनन्द करो।

"<u>বিবাহের কার্যক্রমের উপর আলোকপাত</u>"

<u>আমরা বিবাহ শাস্ত্র অনুসারে ক'রে থাকি</u> :- আমাদের ভক্ত পরিবারে পাত্র-পাত্রী দেখা-শুনার পর দুই পক্ষ রাজী হয়। তারপর দুই পক্ষই তাদের নিকটবর্তী আশ্রমে এই ব্যাপারে জানিয়ে বিবাহের তিথি নির্ধারণের জন্য প্রার্থনা করেন। গুরুজীর দ্বারা তিথি নির্ধারণ হয়। কোনো নক্ষত্র বা কুষ্ঠী ইত্যাদির নাটক দ্বারা নয়! সামান্য তিথি, যে দিন ছুটি বা কোনো সৎসঙ্গ সমাগম থাকে অথবা দুইপক্ষের সুবিধা অনুসারে দিন দেওয়া হয়। সেই নির্ধারিত তিথিতে দুই পক্ষ আশ্রমে অথবা সৎসঙ্গ সমাগম স্থলে অর্থাৎ যে স্থানে আসতে বলা হয়, সেই স্থানে আসেন। সন্ত গরীব দাস জী মহারাজের অমৃত বাণীর মধ্যে 'অসুরনিকন্দন রমৈণী' নামক একটি অধ্যায় রয়েছে, যার মধ্যে বিশ্বের সমস্ত দেব-দেবীকে ও শক্তিদের স্তুতি করা হয়। সেটিকে পাঠ করা হয়, অডিও স্পিকারের মাধ্যমে শোনানো হয়। তা ভক্তদের মুখস্ত থাকে, সকলে মিলে সমবেত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন। এটি আমাদের বিবাহ সংগীত।

বিঃ দ্রঃ :- জগতে বিবাহের জন্য শুভ লগ্ন ব্রাহ্মণ দ্বারা ঠিক করা হয়, যিনি বলেন যে অমুক দিনে অমুক নক্ষত্রে বিবাহ হলে ছেলে-মেয়ের সব সময় মঙ্গল হবে। ছেলে-মেয়ে সদা সুখে থাকবে।

পরমাত্মা কবীর জী বলেন যে, সন্তানদের ভাগ্যে যা লেখা আছে, সেটা তারা অবশ্যই পাবে। এর মধ্যে এই ঠাকুর মশাইয়ের দ্বারা ঠিক করা লগ্ন কোনো কিছু কম-বেশি করতে পারবে না। কবীর জী উদাহরণ দেন :-

কবীর, বশিষ্ঠ মুনি সে ত্রিকালী যোগী, সৌধ কর লগন ধরৈ।
সীতা হরণ মরণ দশরথ কা, বন-বন রাম ফিরৈ।

অর্থাৎ যে সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ মাতা সীতার সাথে হওয়ার ছিল। সেই বিবাহের শুভ লগ্ন তিথি রাজা দশরথের গুরু বশিষ্ঠ ঋষি ঠিক করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "আপনার সন্তান সদা সুখী জীবন যাপন করবে।" কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পর'ই পরিবারের এবং দুই স্বামী-স্ত্রী শ্রীরামচন্দ্র ও সীতা মাতার কি ভীষণ দুর্গতি দেখা দিল। শ্রীরামচন্দ্র ১৪ বছরের জন্য বনবাস গেলেন। সেই দুঃখে রাজা দশরথ নিজের প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রের বনবাস যাত্রা দেখার জন্য একটি উচুঁ বেদীর উপর উঠেন, সেখান থেকে পা পিছলে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। শ্রীরাম ও সীতা বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালেন। মাতা সীতা কে ১২ বছর পর্যন্ত রাবণ নিজের বাগানে বন্দী করে রেখেছিলেন। এমনকি সেখানে তার নিজের থেকে ফল তুলে খাওয়ারও অধিকার পর্যন্ত ছিল না। যেগুলি নিজের থেকে মাটিতে পড়বে, শুধুমাত্র সেগুলি খাওয়ার আদেশ ছিল। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত সেই গাছের নীচেই কাটাতে হয়েছে। কত কষ্টই না পোহাতে হয়েছে! এখানে কি রক্ষা করল সেই (শুভ বা অশুভ) লগ্ন? তাই আমরা খুবই সামান্য নিয়মে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করি। পূর্ণ পরমাত্মকে ইষ্ট রূপে পূজা করি, যার দ্বারা সকল সংকটের নিবারণ হয়।

এক নজরে (কিছু অংশ) পড়ুন, সেই অমর গ্রন্থ অর্থাৎ সূক্ষ্মবেদের বাণী :-

"আমি (লেখক) দেবী-দেবতাদের সম্মান করি।"

আমি ও আমার অনুগামীরা প্রতিদিন বিশ্বের সকল দেবী দেবতাদের স্তুতি করি। প্রমাণের জন্য দেখুন দুপুরের স্তুতির কিছু অংশ :-

সতপুরুষ সমর্থ ওঁমকারা। অদলি পুরুষ কবীর হমারা।১।
আদি যুগাদি দয়াকে সাগর। কাল কর্ম কে মোচন আগর।২।
দু:খ ভঞ্জন দরবেশ দয়ালা। অসুর নিকন্দন করৈ পৈমালা।৩।
আব খাক পাবক ঔর পৌনা। গগন সুন্ন দরিয়াঈ দৌনা।৪।
ধর্মরায় দরবানী চেরা। সুর-অসুরোঁ কা করৈ নবেরা।৫।
সত কা রাজ ধর্মরায় করহীঁ। আপনা কিয়া সবহী দণ্ড ভরহীঁ।৬।
শংকর শেষ রু ব্রহ্মা-বিষ্ণু। নারদ শারদ জা উর রসনম।৭।
গৌরিজ ঔর গণেশ গোসাঁঈ। কারজ সকল সিদ্ধ হো জাহীঁ।৮।
ব্রহ্মা বিষ্ণু রু শম্ভু শেষা। তীন্যু দেব দয়ালু হমেশা।৯।
সাবিত্রী ঔর লক্ষ্মী গৌরা। তিহুঁ দেবা সির কর হৈঁ চৌঁবরা।১০।
নীল নাভ সে ব্রহ্মা আয়ে। আদি ওঁম কে পুত্র কহায়ে।১৬।
শম্ভু মনু ব্রহ্মা কী শাখা। ঋগ যজু সাম অথর্বন ভাষা।১৭।
পীবরত ভয়া উতানাম পাতা। জাকে ধ্রূ হৈঁ আত্ম জ্ঞাতা।১৮।
সনক সনন্দন সনাতন সন্ত কুমারা। চ্যার পুত্র অনুরাগী ধারা।১৯।

তেতীস কোটি কলা বিসতারী। সহন্স অঠাসী মুনিজন ধারী।২০।
কশ্যপ পুত্র সুরজ সুর জ্ঞানী। তীন লোক মেঁ কিরণ সমানী।২১।
সাঠ হজার সঙ্গী বাল্যখেলম্। বীনা রাগী অজব বলেলম্।২২।
তীন কোটি যোদ্ধা সঙ্গ জাকে। সিকবন্ধী হৈ পূর্ণ সাকে।২৩।
হাত খড়গ গলে পুষ্প কী মালা। কশ্যপ সুত হৈ রুপ বিশালা।২৪।
কৌস্তভ মণি জড়য়া বিমান তুম্হারা। সুরনর মুনিজন করত জুহারা।২৫।
চন্দ সুর চকবৈ পৃথ্বী মাঁহী। নিশ-বাসর চরণোঁ চিত্ত লাহীঁ।২৬।
পীঠে সুরজ সন্মুখ চন্দা। কাটে ত্রিলোকী কে ফন্ধা।২৭।
তারায়ন সব স্বর্গ সমূলম্ পখে রহেঁ সতগুরু কে ফুলম্।২৮।
জৈ জৈ ব্রহ্মা সমর্থ স্বামী। যেতী কলা পরম পদ ধামী।২৯।
জৈ জৈ শম্ভু শংকর নাথা। কলা গণেশ অরু গৌরিজ মাতা।৩০।
কোটি কটক পৈমাল করন্তা। ঐসে শম্ভু সমর্থ কন্তা।৩১।
চন্দ লিলাট সুর সঙ্গীতা। যোগী শংকর ধ্যান উদীতা।৩২।
নীল কন্ঠ সোহে গরুড় আসন। শম্ভু যোগী অচল সিংহাসন।৩৩।
গঙ্গ তরঙ্গ ছুটৈ বহু ধারা। অজপা তারী জয়-জয় কারা।৩৪।
রিদ্ধি-সিদ্ধি দাতা শম্ভু গোসাঁঈ। দারিদ্র মোক্ষ সবৈ হোয় জাঁহী।৩৫।
আসন পদম লাগায়ে যোগী। নি:ইচ্ছা নির্বাণী ভোগী।৩৬।
সর্প ভূজঙ্গ গলে রুণ্ড মালা। বৃষভ চঢ়িয়ে দীন দয়ালা।৩৭।
বামে কর ত্রিশূল বিরাজৈ। দহনেঁ কর সুদর্শন সাজৈ।৩৮।
সুন অরদাস দেবন কে দেবা। শম্ভু যোগী অলখ অভেবা।৩৯।
তুঁ পৈমাল করৈ পল মাঁহী। ঐসে সমর্থ শম্ভু সাঁঈ।৪০।
এক লখ যোজন ধ্বজা ফরকৈঁ। পঞ্চ রঙ্গ ঝন্ডে মৌহরে রখৈঁ।৪১।
কাল ভদ্র কৃত দেব বুলাউঁ। শংকর কে দল সবহীঁ ধ্যাউঁ।৪২।
ভৈরব খেত্রপাল পলীতম। ভূত অরু দৈত্য চঢ়ে সঙ্গীতম্।৪৩।
রাক্ষস ভঞ্জন বিরদ তুমহারা। জ্যোঁ লংকা পর পদম অঠারা।৪৪।
কোটয়োঁ গন্ধর্ব কমঁদ চঢ়াবৈঁ। শংকর দল গিনতী নহীঁ আবৈঁ।৪৫।
মারৈঁ হাক দহাক চিংঘারৈঁ। অগ্নি চক্র বানোঁ তন জারৈঁ।৪৬।
কম্প্যা শেষ ধরণি থররানী। জা দিন লংকা ঘালী ঘানী।৪৭।
তুম শম্ভু ঈশন কে ঈশা। বৃষভ চঢ়িয়ে বিসবে বীসা।৪৮।
ইন্দ্র কুবের বরুণ বুলাউঁ। রাপতি সেত সিংহাসন ল্যাউঁ।৪৯।
ইন্দ্র দল বাদল দরিয়াঈ। ছ্যানবৈঁ কোটি কী হুঈ চঢ়াঈ।৫০।
সুরপতি চঢ়ে ইন্দ্র অনুরাগী। অনন্ত পদম গন্ধর্ব বড় ভাগী।৫১।
কৃষ্ণ ভণ্ডারী চঢ়ে কুবেরা। অব দিল্লী মণ্ডল বৌহরয়োঁ ফেরা।৫২।
বরুণ বিনোদ চঢ়ে ব্রহ্মজ্ঞানী। কলা সম্পূর্ণ বারহ বাণী।৫৩।

ধর্মরায় আদি যুগাদি চেরা। চৌদহ্ কোটি কটক দল তেরা।৫৪।
চিত্র-গুপ্ত কে কাগজ মাঁহী। জেতা উপজ্যা সতগুরু সাঁঈ।৫৫।
সাতৌঁ লোক পাল কা রাসা। উর মেঁ ধরিয়ে সাধু দাসা।৫৬।
বিষ্ণুনাথ হৈ অসুর নিকুন্দন। সন্তোঁ কে সব কাটেঁ ফন্ধন।৫৭।
নরসিংহ রূপ ধরে ঘুররায়া। হিরণাঁকুশ কুঁ মারন ধায়া।৫৮।
শঙ্খ চক্র গদা পদম বিরাজৈ। ভাল তিলক জাকৈ উর সাজৈ।৫৯।
বাঁহন গরুড় কৃষ্ণ অসবারা। লক্ষ্মী টৌরৈ চঁমর অপারা।৬০।
রাবণ অহীরাবণ সে মারে। সেতু বাঁধ সেনা দল ত্যারে।৬১।
জরাসিন্ধ ঔর বালী খপায়ে। কংস কেসী চাঁনৌর হরায়ে।৬২।
কালীদহ মেঁ নাগী নাথা। শিশুপাল চক্র সে কাটয়া মাথা।৬৩।
কালয়বন মথুরা পর ধায়ে। অঠারহ কোটি কটক চঢ় আয়ে।৬৪।
মুচকন্দ পর পীতাম্বর ডারয়া। কালয়বন জহাঁ বেগ সংহারা।৬৫।
পরশুরাম বাবন অবতারা। কোঈ ন জানৈঁ ভেব তুম্হারা।৬৬।
সংখাসুর মারে নির্বাণী। বারাহ রূপ ধরে প্রবানী।৬৭।
রাম ঔতার রাবণ কী বেরা। হনুমন্ত হাঁকা সুনী সুমেরা।৬৮।

❖ এই সম্পূর্ণ পাঠের অংশটিতে ১২৫ + ৮ = ১৩৩ টি বাণী রয়েছে। এই অংশটিতে শুধুমাত্র বাণী রয়েছে যা কেবলমাত্র ১৭ মিনিটেই পড়া হয়ে যায়। আমাদের বিবাহে মাত্র ১৭ মিনিট সময় লাগে।

বিবাহ মন্ডপে দেশী ঘি-এর একটি প্রদীপ জ্বালানো হয়, যা যজ্ঞের কাজ করে। বেদের মন্ত্রে এটাই বলা আছে।

প্রমাণ :- ঋকবেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৮৬ মন্ত্র ১০-এ জ্যোতি (একটি শিখা) যজ্ঞের আদেশ তথা প্রমাণ আছে, কাঠ পুড়িয়ে যজ্ঞ করা যাবে না। এটি একটি মনমর্জী আচরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এতে বায়ুদূষণও অধিক হয়।

ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৮৬ মন্ত্র ১০ :-

জ্যোতি যজ্ঞস্য পবতে মধু প্রিয়ম্ পিতা দেবানাম্ জনিতা বিভু বসু:।
দধাতি রত্নম্ স্বধযোরপিচ্যম্ মদিন্তম: মত্সর: ইন্দ্রিয়: রস:।(১০)

যথার্থ অনুবাদ :- (বিভু বসু:) ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সৎলোক, অলখ লোক, অগম লোক এবং অকহ লোক এ নিবাসকারী (প্রিয়ম পিতা) প্রিয় পরম পিতা পরমেশ্বর (দেবানাম জনিতা) সকল আত্মাদের এবং দেব রূপ আত্মাদের উৎপত্তি করেন। তাঁর কাছ থেকে (মধু) সর্বসুখ প্রাপ্তির জন্য (জ্যোতিযজ্ঞস্য) জ্যোতিযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। যা (পবতে) পবিত্র বিধি অর্থাৎ আত্মাকে শুদ্ধ করে।

যে কারণে সাধককে পরমেশ্বর (স্বধযোরপিচ্যম্) এই লোক তথা পরলোকের (মদিন্তম: মৎসর:) পরম শান্তি রূপ পূর্ণ মোক্ষ তথা (ইন্দ্রিয়: রস) ইন্দ্রিয়ের আনন্দ রূপ (রত্নম্) পূর্ণ মোক্ষরূপী অমূল্য রত্ন (দধাতি) প্রদান করেন।

❖ আমাদের যে বিবাহ, তাতে না কোন প্রকারের মালাবদল হয়, না কোন বরযাত্রী বা কন্যাযাত্রীকে

ডাকা হয়, না নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়। যদি দুই পক্ষের পরিবারের সদস্য বা আত্মীয়গণ স্বেচ্ছায় আসতে চান তবে আসতে পারবেন। সমস্ত আগত অতিথিদের ভোজনের খরচপত্র আশ্রমের তরফ থেকে দেওয়া হয়। বিবাহে দুই পক্ষের এক টাকাও খরচ হয় না।

বিঃ দ্রঃ :- ছেলেমেয়ের আশীর্বাদ পর্বের জন্যে এক টাকাও খরচ বা লেনদেন করার প্রয়োজন হয় না। আমরা শ্রীদেবীপুরাণকে পূর্ণরূপে অনুসরণ করি। কমপক্ষে ৪০ হাজার পাত্র-পাত্রীর বিবাহ এই প্রক্রিয়ার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে এবং সকলের ঘরে সুখ শান্তি বিরাজ করছে। বিবাহের পর কন্যা নিজের শশুর বাড়ি চলে যায়। তার না থাকে কোনো চটকদারী ঝলমলে সাজ-সজ্জা, আর না থাকে তার দুই করতলে মেহেন্দীর কারুকার্যে ভরা লোক দেখানো আভিজাত্যের বাহার! সম্পূর্ণ সাধারণ পোশাকেই শ্বশুরালয়ে গমন করেন। কোন প্রকারের পণ বা যৌতুক দেওয়া হয় না। বিবাহে ছেলে-মেয়ে অতি সাধারণ বস্ত্র পরিধান করে। কন্যা নিজের বাপের বাড়ি থেকে কেবলমাত্র চার জোড়া কাপড় সাথে করে নিয়ে যেতে পারে। তারপর, বাকি প্রয়োজনীয় সবকিছুই শ্বশুরবাড়ির লোকই নিজের সন্তান মনে করে দিয়ে থাকে। যেসব সম্প্রদায়ে ‘ভাত প্রথা’ অর্থাৎ বিয়ের সময় পাত্রীর ভাই আর পিতার তরফ থেকে পাত্রপক্ষের সকলকে টাকা পয়সা, গয়না, উপহার ইত্যাদি) দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে, তাদের এই সমস্ত কিছুই করা হয় না। বিবাহের পর মেয়ে, মা-বাবার বাড়িতে আসলে আসবে, কিন্তু তাকে কোনো টাকা-পয়সা, জামা-কাপড় ইত্যাদি দেওয়া হয় না। মেয়ে নিজেই মানা করে দেয় যে, “আমরা দীক্ষিত ভক্ত, এই সমস্ত লেনদেন পরের জন্মের বীজ পুঁতে রাখার মত কাজ করবে, আমি নিতে পারবো না।” সামান্য এক-দুই শো টাকা দিয়ে সারা জীবনের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয়, নিজের আয় দ্বারা সম্ভব! টাকা-পয়সার প্রতি ভালবাসা থাকলে সেখানে ভাই বোনের সম্পর্কে ভালোবাসা থাকে না। ভাই বোনের আত্মিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ মধুর হয়, মাঝখানে টাকা-পয়সার ব্যাপার এলে, আগের মত সুসম্পর্ক থাকে না। যে কোন সময় মনে দোষ চলেই আসে! তাই, আমরা এই সুসম্পর্ককে আরো নির্মল রাখার চেষ্টা করি।

বিঃ দ্রঃ :- মাতা-পিতা তাদের মেয়েকে বা ভাই তার বোনকে সেই সময় যত ইচ্ছা ধন দিয়ে সাহায্য করতে পারবে, যখন তার বড় কোনও সমস্যা দেখা দেবে! যেমন দুধ দেওয়া গরু বা মহিষ মারা গেলে (যাদের গ্রাম্য অঞ্চলে বিবাহ হয় তাদের ক্ষেত্রে), তার জন্য মেয়েকে টাকা দিতে পারে। অতি আবশ্যক ঘরবাড়ি তৈরি করার থাকলে, কিছু সহযোগ করতে পারবেন। মেয়ে যদি কোনও ব্যবসা ইত্যাদি করতে চায়, তাহলে সাহায্য করতে পারবেন। সাহায্য করে সেটি আবার ফেরত নেওয়ার কথা যেন কখনোই না ভাবেন! মাতা পিতা বা ভাইয়ের দেওয়া সমস্ত অর্থ ফেরত দেওয়ার প্রচেষ্টা মেয়ের থাকা দরকার, যদি পরমাত্মা সেই সামর্থ্য দেন! এই প্রকার লেনদেন দুই পক্ষের মধ্যে কারোর ওপর ঋণ রূপে থাকে না, যা পরবর্তী জন্মের কারণ হয় না! পিতার সম্পত্তিতে ছেলে-মেয়ে দু'জনেরই সমান অধিকার থাকে, তবে মেয়ে যেন সেই সম্পত্তি না নেয়। কিন্তু মাতা-পিতা বা ভাই, মেয়ে বা বোনকে সেই দৃষ্টিকোণ দিয়েই দেখে আর উপরোক্ত কারণগুলিতে তাকে সাহায্য করে। সাহায্যের বিষয়টি যেন কাউকে না জানানো হয়, কারণ এটি যেন একটি পরম্পরা তৈরি হয়ে না যায়! তাই ধার রূপে দেওয়া উচিত, কিন্তু ফেরত নেওয়ার ইচ্ছা যেন না থাকে।

<u>এই শাস্ত্র বিধি অনুসারে বিবাহের লাভ</u> :- ১. কন্যা সন্তান নিজের পিতা, ভাই বা বৌদির উপর বোঝা হয়ে থাকে না। **শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে মনমর্জি বিবাহের হানি** :- ১.কন্যা-সন্তান মাতা-পিতার উপর ভার বা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। যা তারা নিজেরাই ভুল রীতি-নীতি দিয়ে ভার তৈরি করে রেখেছে। যার কারণে মেয়ে সন্তানকে গর্ভেই হত্যা করে ফেলা হয়! (বহু স্থানে এইরকম দেখতে পাওয়া যায়)। এইরকম ঘটনা নিজেদের তৈরি করা ভুল রীতি-নীতির ফল।

২. লোক লজ্জার কারণে বিবাহে অহেতুক খরচ করতে হয়, যার কাছে প্রচুর মায়া (ধন দৌলত) আছে,তারাই বিশেষত সমাজে এই বিকার সৃষ্টি করে থাকে। মেয়ের বিবাহে যৌতুক রূপে সোফা সেট, চেয়ার, গদি, বাসনপত্র, মোটরসাইকেল (বাইক), দামী গাড়ি ইত্যাদি পণরূপে দেওয়া। গান-বাজনা, নাচ, ডি.জে. বাজানো, উচ্চস্বরে অশ্লীল গান বাজানো হয়। মদ্যপান করা হয়। মোটা টাকা পণ দেওয়া অথবা দান দেওয়া এগুলি ব্যর্থ ও ফালতু খরচ। বিবাহ কেবল ছেলে মেয়ের হবে, এর মধ্যে যারা নাচ-গান ক'রে খুশি হয়, তারা 'বেকার পাপড়' বেলে! এতে তাদের কি লাভ হয়?

<u>হাস্যকর উদাহরণ</u> :- এক ব্যক্তি (কর্মচারী) ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। তার এক বন্ধুও একই শহরে অন্য এক কলোনিতে ভাড়া বাড়ীতে থাকতেন। বন্ধুর বাড়ির মালিকের ছেলের বিয়ের ঠিক হল এবং সে ভাড়াটে হিসাবে নিমন্ত্রণ পেল। পরিবারের সকলে মালিকের দেওয়া মিষ্টি উপভোগ করল। কর্মচারী ব্যক্তি বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে জানতে পারলো যে তার বন্ধুর বাড়িমালিকের ছেলের বিয়ে খুব শীঘ্রই হতে চলেছে। সে নিজের বন্ধুকে বলল, "বন্ধু! তোর বাড়ির মালিকের ছেলের বিয়ে সামনে।" বন্ধু পাঞ্জাবী ভাষী ছিল। সে বলল, "মৈঁনু কী?" অর্থাৎ বাড়ির মালিকের ছেলের বিয়ে তাতে আমার কি? এতে আমার কি যায় আসে? হচ্ছে হোক। ব্যক্তিটি বলল, "আরে বন্ধু! তুই ব্যাপারটা বুঝলি না, তোর নিমন্ত্রণ আছে, মিষ্টি খেতে পাবি আরো কত কিছু খেতে পাবি।" বন্ধু বলল, "তেনু কি?" অর্থাৎ 'মিষ্টি খাব আমি তাতে তোর কি, তুই এত চিন্তা করছিস কেন?' একই প্রকারে ছেলে মেয়ে বিয়ে করবে, ছেলে নিজের স্ত্রী পাবে ঘর সংসার পাতবে। আর সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে যারা নাচ-গান ক'রে ডিজে বাজিয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেড়ায়, তাদের কি?

● মায়ায় মেতে থাকা লোকেরাই সমাজকে পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়েছে। এটি একটি পরম্পরায় দাঁড়িয়ে গিয়েছে। বিয়েতে চেয়ার, গদি বাইক, সবার জন্য জামা কাপড় ইত্যাদি দেওয়া, বিয়ের পর সন্তান হলে তার অনুষ্ঠানে মেয়ের পিতা উপহার ইত্যাদি উল্টোপাল্টা জিনিস পত্রের ভার মাথায় নিয়ে বেড়ায়।

আমাদের এখানে যে বিবাহ হয়, তাতে এইসব কিছুই করা হয় না :-

এক ভক্ত আমাদের এই মিশনে যুক্ত হওয়ার আগেই নিজের একটি মেয়ের বিবাহ দিয়েছিল। সে জানালো যে, তার প্রতিবেশী এক ব্যক্তি তার মেয়ের বিবাহ দিল এবং বিয়েতে সোফা সেট, বাসনপত্র, বাইক, মোটামুটি কাজ চালানোর মতো খুব ভালো নয় এমন প্রচুর জামা কাপড় দিল। গান বাজানা, ডিজের ধুম দেখালো! সারা গ্রামে তাকে নিয়ে চর্চা হতে লাগলো যে, অমুক ব্যক্তি সবার উপরে হাত তুলে দিয়েছে অর্থাৎ সবার উপরে বা সবার চেয়ে অধিক খরচ করেছে!

আমার মেয়েও তখন আইবুড়ো যুবতী ছিল। আমিও তার জন্য পাত্র খুঁজছিলাম। সেই প্রতিবেশীর বিয়েতে আমার মেয়েও গিয়েছিল। মেয়ে তার মা কে বলল, "সুমনের (বিবাহিত মেয়ের নাম) বাবা বিয়েতে চেয়ার, গদি, সোফা সেট, বাইক বাসনপত্র এত এত জামা কাপড় দিয়েছে, সারা গ্রাম তার সুনাম করছিল। মা! আমার বাবার এত করার জন্য তো কিছুই নেই। আমরা তো গরিব!" এই বলে সে চোখের জল ফেলতে লাগলো ও উঠে নিজের ঘরে চলে গেল। মেয়ে অনেকক্ষণ কাঁদতে থাকে। মা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল, "মামনি! কারো সাথে পাল্লা দিয়ে সবকিছু করা যায় নাকি?" মেয়ের মা আমাকে (মেয়ের পিতাকে) এই বিষয়ে বলল, "মেয়ে প্রতিবেশী সুমনের বিয়েতে গিয়েছিল, এসে এই সমস্ত কিছু বলতে লাগলো আর কাঁদতে লাগলো।" আমারও শুনে চোখে জল চলে এলো! সারারাত ঘুম এলো না। চিন্তা করলাম কিছু একটা করতেই হবে, মেয়ের মনে যেন কোনও কষ্ট না হয়! মেয়ের

বিয়ে ঠিক হয়ে গেল, আমার পৌনে একর জমি বিক্রি করে দিলাম। লোক লজ্জার কারণে সোফা সেট, চেয়ার, গদি, বাইক, প্রচুর জামা কাপড় সব দিলাম। মেয়ে খুব খুশি হল। মেয়ে শ্বশুর বাড়ি চলে গেল। বিয়ের পর মেয়ের ভাই তাকে নিতে তার শ্বশুর বাড়ি গিয়ে দেখলো বোনের তিনটে জা এবং হৃষ্টপুষ্ট একটি পরিবার। তাদের আনা জিনিসপত্র ও আমার মেয়ের জিনিসপত্র সমস্ত সোফা, চেয়ার, সবকিছু একই ঘরে একটির উপর আরেকটি চাপিয়ে রেখেছে। ঠিকমতো রাখার জায়গাও সেখানে ছিল না। পুরো একটা জঞ্জালখানা বানিয়ে রেখেছিল! **নাম দীক্ষা নেওয়ার পরে দুটি মেয়ের বিবাহ দিই। এক পয়সাও খরচ হয়নি এবং মেয়েরা দু'জনেই সুখে আছে**। যদি আগেই এই বিষয়ে জ্ঞান হয়ে যেত, তবে জমি বিক্রি কি করতাম? যার কাছে বিক্রি করার জমি নেই, সেও মনমর্জি আচরন করে চলেছে। বিবাহ কার্যের জন্য কারো কাছ থেকে সুদে টাকা ধার নিয়ে নেয়, তারপর ঋণের বোঝার নীচে চাপা পড়ে থাকে! দিনের শান্তি, রাতের ঘুম শেষ হয়ে যায়! এই বোঝা বইতে বইতেই মারা যায়! এখানে সারা জীবন নরকে পরিনত হয়।

এক সত্য বার্তা :- এক আর্মি ম্যানের সাথে দাসের (লেখকের) জ্ঞান চর্চা হচ্ছিল। সে আমাদের এক ভক্তেরই আত্মীয় ছিল এবং তার অনুরোধেই আমার কাছে এসেছিল। সে আর্মি রিটায়ার ক'রে পুলিশে হাবলদারের চাকরি করছিল (সরকারী)। জ্ঞান চর্চা করার সময় বিবাহের প্রসঙ্গেও অবশ্য চর্চা হয়। যে ভক্ত তাকে নিয়ে এসেছিল, সে জানালো যে হাবলদার সাহেব একমাস আগে বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। ২১ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। বলল, "তার তিন সন্তান, বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে, তারপর মেজ ছেলে ও ছোট মেয়ে রয়েছে।" দাস (লেখক) আমি বললাম, "যা কিছু আর্মি থেকে পেয়েছিলেন সবই তো বিবাহে খরচ করে ফেললেন। কুড়ি বছরের আয় সব দিয়ে দিলেন। এখন আপনার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, ছোট মেয়ের জন্য এত টাকা কোথায় পাবেন?" হাবলদার সাহেব বললেন, "শুধু আর্মির টাকাতে কাজ হয়নি। তার সাথে লোনও নিতে হয়েছে"। আমি বললাম, "দেখুন এত খরচ করাটা ঠিক না। নিজের ক্ষমতা দেখে / বুঝে খরচ করা উচিত।" সে বলল, "ছেলে (জামাই) ব্যাংকে চাকরি করে, আমার মেয়েও উচ্চশিক্ষিত। অন্তত মেয়েটা সুখে থাকবে। আমাদের ব্যাপার পরে দেখা যাবে।" আমি বললাম, "মেয়ের কপালে যদি সুখ লেখা থাকে তবে সে সুখী হবে,আর দুঃখ লেখা থাকলে টাকা দিয়ে সেই সুখ কেনা যায় না। দাস (আমি লেখক) একটি উদাহরণ দিলাম - হাবলদার সাহেব কিছু বলার আগেই আমি বলা শুরু করে দিলাম। আমি (লেখক) বললাম, "J.E.(জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার) পদে কৃষি বিভাগে চাকরি করতাম। আমাদের এক এম ডি (I.A.S.) আধিকারিক, সেই সময় রিটায়ারমেন্টের খুব কাছে ছিলেন। তিনি নিজের মেয়ের বিয়েতে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন। ১৯৮৮ সালে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা মানে বর্তমানের প্রায় এক কোটির সমান। রিটায়ারমেন্ট হল। বিবাহের এক বছর পরই মেয়ের ডিভোর্স হয়ে গেল। আধিকারিক চিন্তায় পড়ে গেলেন। সব সময় একটা চিন্তায় থাকতে লাগলেন যে, তার সারা জীবনের আয় টুকু বিয়েতে ঢেলে দিয়েছেন, মেয়ে সুখে থাকবে বলে! এখন না মেয়ে সুখে থাকতে পারলো, না নিজে শান্তিতে থাকতে পারছে। এই চিন্তাতেই তার হার্ট অ্যাটাক-এ মৃত্যু হল! আধিকারিক মারা গেলেন।" ঘটনা শুনে হাবলদার রেগে গিয়ে বললেন, "যে প্রকার বিয়ে তোমরা করাও তাতে কি ডিভোর্স হয় না?" আমি বললাম, "হয়, তবে খুব কম, যদি ডিভোর্স হয়েও যায়, তাতে কি আমাদের ২১ লাখ টাকা গেল? কিছুদিন পর আবার মেয়ের বিবাহ দেওয়া যাবে। এক টাকাও খরচ হবে না।" এই কথা শুনে তার মাথা ঠান্ডা হল। বললেন, "এই কথা ঠিকই বলেছেন। তবে এটা শুধু কথার কথা, মানা সহজ নয়। মানবে কে? মিথ্যা লোক দেখানো পরম্পরার বোঝার নীচে থেকে বেরিয়ে আসা খুব সহজ নয়!" যাই হোক

হাবলদার আমাদের জ্ঞান শুনে মনে মনে বিচার করলেন, ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন।
তিন মাস পর আমাদের সেই ভক্ত, যে তার হাবলদার আত্মীয়কে নিয়ে এসেছিল, সে জানালো যে তিনি হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। সকালে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। আমি (দাস/ লেখক) বললাম, "এটাতো আগেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।"

❖ **<u>এবার 'ভাত' রূপী পরম্পরার উপর আলোকপাত করা যাক</u> (যেসব অঞ্চলে বা সম্প্রদায়ে এই প্রথা অধিক প্রচলিত আছে) :-** ছোট থাকতে শুনতাম গ্রামের বয়স্ক লোকেরা মজার ছলে বলতেন যে, তাদের প্রিয় কন্যা সন্তানও তাদেরকে দুঃখ দেয়! যে সময় 'ভাত' প্রথার নিয়ম প্রচলিত হয়, তখন থেকেই এই কথাগুলি বেশি শুনতে পাওয়া যায়। যদিও বা এতে মন খুলে খরচ করা হত, কারণ সব সময় চাওয়া হয়, মেয়েকে যেন শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ভালো-মন্দ কথা শুনতে না হয়! এই কারণে প্রচুর খরচ করা হত। এখনো তাই হয়, তবে এই সব'ই খরচ বেকার! নগদ দেওয়া টাকা পয়সা তো কাজে লেগেও যায়, কিন্তু যেসব জামাকাপড় দেওয়া হয় সেগুলি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এমনও দেখা গেছে যে, যে বোনের দুই তিনজন ভাই, তারা অনেক কষ্টে টাকা সংগ্রহ ক'রে ভাত প্রথার জন্য ব্যবস্থা করে। মোটের উপর 'ভাত' প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে একটি বোঝার (Burden) মত মনে করা হয়। **<u>যে বোনের ভাই থাকে না, সে কিভাবে এই নিয়ম পালন করবে? কে তার ভাইয়ের তরফ থেকে 'ভাত' প্রথার আমন্ত্রণ জানাতে শশুর বাড়ি যাবে? সেই সময় মেয়েটি ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে থাকে। এই রূপ সমস্যা দেখে আমরা মনে করি যে 'ভাত' প্রথাও একটি ব্যর্থ বোঝা বহন করার মতো। এটা একেবারেই পালন করা যাবে না। বোনের সাহায্যের প্রয়োজন হলে বিপদ আপদে তার পাশে দাঁড়াও</u>**।

অনেক সময় শোনা যায় যে, কারোর ভাইয়েরা ২১ হাজার টাকা তাদের 'ভাত' প্রথায় খরচ করেছে, কারো ভাইয়েরা ৫১ হাজার টাকা 'ভাত'এর জন্য খরচ করেছে। অথচ একজন গরীব ঘরের ভাই ১১০০ টাকাও দিতে পারে না। তার বোনের মাথা লজ্জায় নত হয়ে যায়। আশে পাশের মহিলারা সারাক্ষণ তাকে এই নিয়ে কত কথা শোনাতে থাকে। মেয়েটি মনে মনে দুঃখ পেতে থাকে। 'ভাত' প্রথা বা পণ/যৌতুক দ্বারা প্রাপ্ত ধন দিয়ে সন্তানের সারা জীবন নির্বাহ সম্ভব নয়, তার নিজের আয় দ্বারা সম্ভব! এই সব কারণে উক্ত প্রথাগুলিকে বিরাম দেওয়া প্রয়োজন। সন্তান যেন কারোর উপর নির্ভরশীল না থাকে। তাকে 'জ্ঞানের আধারে' মজবুত করা হোক। যেমনটা দাস (আমি লেখক) করছে। বিবাহের পর মেয়ে নিজের বাপের বাড়িতে বেড়াতে আসলে, বৌদি মনে মনে চিন্তা করে পাঁচ থেকে দশ হাজারের খরচ চলে এল। এইরকম কথা বার্তা দাস (আমি লেখক) বহু মহিলার মুখে শুনতো, যখন ছোট ছিল।

কিন্তু, এখন আমাদের মেয়েরা সসম্মানে নিজের বাপের বাড়ি আসে, মনে আপন জনের মতো ভাব নিয়ে আসে। অতিথির মতো শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়ার খরচ টুকু হয়। মাতা-পিতা, দাদা-বৌদির সাথে দেখা করতে আসে। টাকা পয়সা বা জামাকাপড় দিতে চাইলেও স্বেচ্ছায় হাত জড়ো করে মানা ক'রে দিয়ে বলে, "আমার গুরুজীর আদেশ নেই নেওয়ার! তবে তোমরা মনে কর নাও, আমি নিয়ে নিলাম! ছোট থেকে বড় করেছো, পড়াশোনা করিয়েছো, কোনও কিছুর খামতি/ঘাটতি রাখোনি - এটাই যথেষ্ট!" বৌদি, ননদের বাড়ি আসার অপেক্ষা, সবসময় করতে থাকে, ফোন করলেই ভালোবেসে উষ্ণতার সাথে কথা বলে, "ভুলে গেলি আমাদের, বাড়ি কবে আসবি? মাঝে-মধ্যে আসতে থাকবি, আমরাও তোর আপনজন হই।" এই বলে বৌদি নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করে। এইসব কথা শুনে ননদেরও গর্বে মাথা উঁচু হয়ে যায়, সম্মান বৃদ্ধি পায়। বোনের নিজের দাদা, ভাই, ভাইপোদের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা থাকে। প্রাণের খুব কাছের মনে করে। কিন্তু টাকা পয়সা ও জিনিসপত্রের লেনদেন ভাই বোনের পবিত্র সম্পর্কে বিষ ঢেলে দেয়! সামান্য কিছু টাকা ও জিনিসপত্র দিয়ে বোনের সারা

জীবনের কাজ চলবে না, তার নিজস্ব আয় দিয়ে জীবন চলবে। আমরা ‘পরমাত্মা কবীর জীর’ শরনে আছি। আমাদের ছেলে-মেয়ে সকলেই পরমাত্মার শরনে আছে। ভক্তি, সেবা, দান ধর্ম করে। পরমাত্মা সর্বপ্রকারে তাদের সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে দেন। এই জন্মে যদি কারোর কাছ থেকে কিছু নেওয়া হয়, তবে তা পরের জন্মে শোধ করতে হবে। মনে এই বিশ্বাস রেখেই আমাদের মেয়েরা এক টাকাও নেয় না।

<u>আমাদের এক মেয়ে জানালো</u> :- নাম দীক্ষা নেওয়ার আগে যখন বাপের বাড়ি যেতাম ফেরার পথে দাদা / ভাই ১০০-২০০ টাকা হাত খরচ দিত, নিয়ে নিতাম। বৌদির হাব-ভাব ভালো ছিল না। আমার চ’লে আসার পরে দাদার সাথে এই ব্যাপার নিয়ে খুব ঝগড়া হত। মা ব’লে দিত, কিন্তু লোভ সামলাতে পারতাম না। টাকা নিয়ে নিতাম। ভাবতাম, যে ঈর্ষায় জ্বলে উঠে, সে জ্বলতেই থাকবে। (সব বৌদি এক রকম হয় না, কেউ কেউ নিজের ননদকে মায়ের থেকেও বেশি ভালবাসে, তারা ভালো বংশের হয়।) আমার নিজের ননদ আসলে, আমার স্বামীও তাকে টাকা দিত। আমারও খারাপ লাগতো। স্বামীকে বলতাম, “হাত চেপে খরচ করো, এত বেশি টাকা দিচ্ছো! ঘর সংসারের দিকেও তো নজর দিতে হবে।”

যেদিন থেকে নাম দীক্ষা নিয়েছি, কালের জাল কি, ভালোভাবে বোধগম্য হয়ে গিয়েছে। নাম দীক্ষার পর যখন বাপের বাড়ি গেলাম, ফেরার পথে ভাই ৫০০ টাকার নোট বের ক’রে দিচ্ছিল, আমি হাতে নিই নি। আগে ভাই/দাদা টাকা বার করলে, তাড়াতাড়ি নিয়ে লুকিয়ে রাখতাম, যাতে বৌদি দেখে, পরে তার সাথে ঝগড়া না করে। কিন্তু আমি ভাই/দাদাকে বললাম, “আর নেব না, অনেক নিয়েছি আর না।” আমার ভাই/দাদা ভাবলো হয়তো টাকার পরিমান কম, তাই বোন নিতে চাইছে না। সে চোখে জল নিয়ে বলল, “তোর দাদা গরিব। তাই কম টাকা দিচ্ছে, নিয়ে নাও। যেদিন ভগবান চাইবে, সেদিন ভরিয়ে দেব।” আমি বললাম, “দাদা! আমি গুরুজীর কাছে (সন্ত রামপাল জী) নাম দীক্ষা নিয়েছি। তার জ্ঞান বুঝেছি। গুরু দীক্ষার কিছু শর্ত আছে, কোনও বোন বিবাহের পর তার মা-বাবা বা দাদা-বৌদির বাড়িতে গেলে, তাদের দেওয়া টাকা পয়সা জামাকাপড় কোনও কিছুই নিতে পারবে না। পরমাত্মার উপর ভরসা করো।” আরো এক বোন সৎসঙ্গের সময় জানিয়েছিল যে, “আমি বাপের বাড়ি গেলাম, ফেরার পথে মা ৫০০০ টাকা আমার পকেটে ভরে দিয়ে বলল, এত টাকা আছে, আমিও লোভে পড়ে টাকাটা নিয়ে বাড়ি চলে এলাম। তৃতীয় দিন মহিষের বাছুরটি মারা গেল। ১২ কেজি করে দুধ দিত। মহিষটি এক লক্ষ বাইশ হাজার টাকায় কিনে আনা হয়েছিল। দুধ দেওয়া বন্ধ ক’রে দিল। এখন সেটা পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিতে হল। আমার তখনই নিজের ভুলের কথা মনে পড়ে গেল। ভুল স্বীকার করে গুরুজীর আদেশ অনুসারে নাম শুদ্ধি করালাম। তারপর থেকে বাপের বাড়ি থেকে দেওয়া টাকা, জামাকাপড় বিষের সমান মনে হতে লাগল! আর নিজের হানি ঘটে গেল, ভাইয়ের লোকসান করে ফেললাম, চুরি করার ভাব উৎপন্ন হল, মনের ভাব নষ্ট হয়ে গেল।

ঐ বোনের কথা আমাকে আঘাত করেছিল। এইজন্য ভাইয়ের/দাদার কাছ থেকে এক টাকাও নিলাম না। কিছুদিন পর ভাই আমার বাড়িতে এলো। এক হাজার টাকা দিতে চাইল। আমি সেটাও নিলাম না। তাকে জ্ঞান বোঝানোর অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু তার মনে এটাই ছিল যে “আমি গরিব তাই বোনকে খুশি করতে পারলাম না”। আমি ভাই /দাদাকে নিয়ে সৎসঙ্গে গেলাম। সেখানে সে গুরুজীর জ্ঞান শুনলো, যাদের সাথে এমন ঘটনা ঘটে গিয়েছে, তাদের কথা শুনল। তারপর এই ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলো যে “বোন আমার ওপর রাগ করেনি।” ধীরে ধীরে দাদা বৌদি দুজনেই নাম দীক্ষা নিয়ে নিল। এখন বাড়ি স্বর্গের মতো হয়ে গিয়েছে। বৌদিও খুব ভালো মনের মানুষ। কিন্তু এই ব্যর্থ প্রচলন দু:খী করে রেখেছিল! তার উপর, আমার জন্যে যে খরচ হত, সেটা তাকে বিচলিত ক’রে দিত। এখন অপেক্ষায় থাকে, কবে ননদ আসবে, বসে ভগবানের চর্চা করবে। এইভাবে পবিত্র

সম্পর্ক বিষ থেকে অমৃতে পরিণত হল।

প্রশ্ন :- কিছু ভাইয়েরা প্রশ্ন করে যে, ঢাক-ঢোল বাজানো, ঘোড়ায় চেপে বিবাহ করতে আসা - এইগুলি বহু পুরানো নিয়ম। এগুলি করলে কি বা যায় আসে? এখন তার স্থান ডি.জে. নিয়ে নিয়েছে। যুগ বদলে গিয়েছে। নাচ গান করা তো এখন সামান্য ব্যাপার। আপনি নিষেধ কেন করছেনআর শ্বশুর বাড়ি ফেরার সময় মেয়ের হাতে কিছু টাকা দিয়ে দেওয়া, তার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা বোঝায়।

উত্তর :- এর উত্তর এই রূপ :- ১. প্রথমত, এটি সম্পূর্ণ শাস্ত্রের বিপরীত কার্য, ২. ঘোড়ায় চাপার সঙ্গে বা ডি.জে. এর সঙ্গে বিয়ে তো হয় না! বিয়ে পাত্র-পাত্রীর হয়। অলিতে-গলিতে বাবা-ছেলে, মা-কাকিমা, মাসি-পিসি, ভাই, কাকা-জ্যাঠা সকলে মিলে নির্লজ্জ হয়ে অশ্লীল গানে নাচানাচি, লাফালাফি করে। এগুলি কোন সভ্যতা? এগুলি করাটা ঠিক নয়। এগুলি হিজরে ও বেশ্যারা করতো, কিন্তু বর্তমানে সাধারণ সমাজও এই নোংরা পাঁকে ডুবে গিয়েছে। এই লোকে / ভু-লোকে কখন কি ঘটনা ঘটে যাবে, তা কে জানে? এই কারণে আমরা পরমাত্মাকে ভয় ক'রে সব কুপ্রথা বাদ দিয়ে পরমাত্মার সংবিধান অনুসারে চলি ও সমস্ত ক্রিয়া করি।

<u>শুনুন! একটা দুঃখজনক ঘটনা</u> :- একদিন খবরের কাগজে বেরিয়েছিল যে, এক বিয়েতে বরযাত্রী যাচ্ছিল। যে গাড়িতে বর ছিল সেই গাড়ি দুর্ঘটনা গ্রস্থ হয়। গাড়িতে বর ও তার জামাই বাবু বসে ছিল, দুজনেই ঘটনাস্থলে মারা যায়।

এর আগের দিনই তারা পাড়ার রাস্তায় ডি.জে. বাজিয়ে নাচ গান করছিল। সেই সব ফটোও কাগজে ছাপানো হয়েছিল। দুর্ঘটনার পরে সেই ঘরেই কান্নাকাটি, হাহাকার লেগে গেল। বরের মা বোন দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়ে কাঁদছিল। ভাই-বাবা, কাকি-জেঠি সবাই কান্নায় ফেটে পড়ল। মাথা চাপড়ে হাহাকার করছিল। এখন বেজে গেল ডিজে! যদি পরমাত্মাকে ভয় পেয়ে চলা যায়, রাম কে রাম মনে করে চলা যায়, তবে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। তাই, আমি (লেখক) অকর্তব্য কর্ম করার আজ্ঞা দিই না। অসভ্যতামির একটা সীমা আছে। মেয়ে বাপের বাড়ি আসলে ফেরার পথে তাকে টাকা দেওয়া, একটা নিয়মে পরিনত হয়েছে। এটাকে শেষ করতে হবে। মেয়ে বা বোনেদের ভিখারী মনে করা উচিত নয়! ছেলেমেয়ে দুজনকে সমান মনে করা উচিত। পৃথিবীর উপর স্বর্গ তখনই হবে, যখন আমরা আমাদের মানবিকতা'কে পুনরায় উজ্জীবিত করবো।

প্রশ্ন :- আপনি আন্তর্জাতিক বা আন্তর্ধর্মীয় বিবাহের পক্ষে?

উত্তর :- আমাদের এই মিশনে জাতি ধর্ম কোনও বাধা নয়। আমরা আন্তর্জাতিক বা আন্তর্ধর্মীয় বিবাহের পক্ষে।

<u>আমরা নিম্নলিখিত নিয়ম গুলি পালন করি</u> :- নিজ গোত্রে, নিজ গ্রামে বা কাছাকাছি গ্রামে, মায়ের গোত্রে বিবাহের পক্ষে নই, একেবারেই নিষেধ। (মুসলমান যারা তারা নিজের নিয়ম অনুসারে বিবাহ করতে পারবে, আন্তর্জাতিক বা আন্তর ধর্মীয় বিবাহে যদি কোন মুসলিম হিন্দুকে বিবাহ করে থাকে , তবে সেক্ষেত্রে গোত্র বাদে উপরোক্ত সবকটি নিয়ম মানতে হবে। যদি কোন হিন্দু ছেলে কোন মুসলিম মেয়েকে বিবাহ করে থাকে, তার জন্যও গোত্র বাদে উপরোক্ত সবকটি নিয়ম মানতে হবে। একই প্রকার নিয়ম শিখ, ইসলাম বা অন্যদের ক্ষেত্রেও থাকবে। অর্থাৎ নিজের গ্রামে বা প্রতিবেশী গ্রামে বিবাহ করা যাবে না।

প্রশ্ন :- আপনারা কি প্রেম বিবাহের পক্ষে?

উত্তর :- হ্যাঁ, তবে নিম্নলিখিত কিছু শর্ত :- উপরোক্ত প্রতিবন্ধক বিন্দুগুলিকে মনে রেখেও মাতা পিতার সহমতে প্রেম বিবাহ করা যাবে।

প্রশ্ন :- আপনারা উৎসব পালনে মানা করেন। উৎসব অনুষ্ঠান আনন্দের প্রতীক মনে করা হয়। এতে দোষ কোথায়?

উত্তর :- উৎসবের অর্থ কোন এক বিশেষ দিন বোঝায়। দিনটি ধর্মীয় গরীমার সাথে যুক্ত থাকে। সেই দিন একটু ভিন্ন রকমের খাওয়া দাওয়া করা হয়, সেই ঘটনার চর্চা করা হয়, যে কারণে উৎসবটি পালন করা হচ্ছে। প্রত্যেকটি উৎসব কোন না কোন ধর্মীয় ঘটনার/কাহিনীর সাথে যুক্ত থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, <u>১. দীপাবলীর উৎসব</u> :- এই দিনের বিশেষত্ব হল এই যে, এই দিন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নিজের স্ত্রী সীতার সাথে ১৪ বছর বনবাস জীবন শেষ করেন এবং রাবন-কে বধ করে তার কবল থেকে ছাড়িয়ে অযোধ্যা নগরীতে ফিরেছিলেন। এই খুশিতেই উৎসবটি উদযাপন করা হয়। ঘরে ঘরে অনেক প্রদীপ জ্বালানো হতো, প্রথমে গরু-মহিষের ঘি দিয়ে দীপক জ্বালানো হতো। তারপর তেল দিয়ে জ্বালানো শুরু হল। তারপর মোমবাতির ব্যবহার হতে লাগল। এখন ছোট ছোট বৈদ্যুতিক বাল্ব দীপকের স্থানে লাগানো হয়। একদিন মাত্র এই সব কিছু করা হয়। তারপর না মাতা সীতাকে মনে থাকে, না রামের কথা মনে পড়ে।

<u>আপনার মনে আছে কি?</u> :- দুই বছর পরই সীতা মাতাকে এক ধোপার ব্যঙ্গ শুনে, শ্রীরামচন্দ্র তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন। সেই সময় সীতা মাতা গর্ভবতী ছিলেন। বাল্মিকী ঋষির আশ্রমে সারা জীবন কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। সাথে ছিল দুই পুত্র লব ও কুশ (ঋষির আশীর্বাদে কুশ খড় থেকে তৈরি হয়, যার কারণে তার নাম রাখা হয় কুশ)। বিচার করে দেখা যাক, যে পুরুষ তার নিজের স্ত্রী-কে ঘর থেকে বের করে দিলেন, বাচ্চাদের ও নিজের স্ত্রীর কোনও খোঁজ খবর নেই, কেমন আছে? কিভাবে কোথায় কষ্টে জীবন যাপন করছে? সেই ব্যক্তি কি স্বপ্নেও সুখে থাকতে পারবে? সে রাজাই হোক না কেন! স্বপ্নেও সুখে থাকতে পারবে না, হয়তো লজ্জার কারণে মুখ ফুটে বলতে পারবে না! রাজা রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ করার কথা ছিল। পরম্পরা অনুযায়ী ঘোড়া ছাড়া হল। ঘোড়ার উপর লেখা ছিল "অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের পরাধীনতা যে স্বীকার করবে না, সে ঘোড়া আটক করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকুক।" সেই সময় লব ও কুশ যুবক ছিল। দুজনেই বাল্মিকী ঋষির কাছে ধনুর্বিদ্যা শিখেছিল। ঘোড়ার গলায় ঝুলিয়ে রাখা চিঠি যখন তারা পড়ল, ঘোড়া আটক করে শ্রীরামচন্দ্রের দিকে লক্ষ্য করে ধনুর্বাণ তুলে ধরল। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। শ্রীরামচন্দ্র বালকদেরকে পরাজিত করতে পারলেন না, বরং বালোকেরা শ্রীরাম চন্দ্রের প্রাণ নিতে বসেছিল। মাতা সীতার দৃষ্টি পড়তেই দৌড়ে সন্তানদের কাছে গিয়ে বললেন, "ইনি তোমাদের পিতা!" শ্রী রামচন্দ্র স্ত্রী সীতাকে চিনতে পেরে গলা জড়িয়ে ধরতে গেলেন কিন্তু সীতামাতা মুখ ফিরিয়ে নিলেন ও তৎক্ষণাৎ মাটির নীচে প্রবেশ করে গেলেন। শ্রীরামচন্দ্র সীতার বিয়োগে আগে থেকেই দুঃখে কষ্টে ছিলেন কিন্তু আশায় ছিলেন যে, হয়তো কোনদিন তাকে পেয়ে যাবেন। সেই আশাও যখন শেষ হয়ে গেল, শ্রীরামচন্দ্রের ধৈর্যও শেষ হয়ে গেল। সেখান থেকে ফিরে এসে অযোধ্যা নগরীর পাশ দিয়ে বয়ে চলা সরযু নদীর ওপর জল সমাধি নিয়ে নিলেন। ডুবে মারা গেলেন।

প্রশ্ন :- আপনি আলোচনা করছেন যে শ্রীরামচন্দ্র সীতার বিয়োগেই দুঃখে থাকতেন, আপনার কাছে কি প্রমান আছে?

উত্তর :- 'রামায়ণ' গ্রন্থে প্রমান আছে। প্রত্যেক বছর রাম লীলার নাটকে দেখানো হয়, রাবণ মাতা সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার পর, শ্রী রামচন্দ্র মাথা ঠুকে কাঁদতেন। হায় সীতা! হায় সীতা! ব'লে গাছেদের জড়িয়ে ধরে কাঁদতেন। পশুদের জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করতেন, "তোমরা কি আমার প্রাণের সীতাকে দেখেছো? কেউ কি সীতাকে দেখেছো?" এখন আপনারাই ভাবুন সীতাকে ঘর থেকে

বের করে দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের মন কি কাঁদে নি? শ্রী রামচন্দ্র কি দয়াহীন ছিলেন? নাকি তার হৃদয় পাথরের মত হয়ে গিয়েছিল? তিনি মনে মনে কি কল্পনা করতেন না যে, একা গর্ভবতী স্ত্রী কোথায় কি অবস্থায় রয়েছে? যদি এই টুকুও দয়াভাব কারোর মধ্যে না থাকে, তবে সে মানুষ হিসেবে সঠিক নয়। এর থেকে প্রমাণিত হল যে, শ্রীরামচন্দ্র মহা কষ্টময় জীবন যাপন করতেন। আর সেই সময় প্রতিবছর অযোধ্যাবাসী দীপ জ্বালিয়ে, মিষ্টি মুখ ক'রে শ্রীরামচন্দ্রের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিত। শ্রীরামচন্দ্রের বুকে দুঃখের আগুন জ্বলতো!

বিচার করো :- শ্রীরামচন্দ্র ও সীতা মাতার ঘরে ফেরার আনন্দে দীপাবলীর উৎসব পালন করা শুরু হল। সীতার অযোধ্যা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর শ্রীরামচন্দ্র তার বিরহে আত্মহত্যা অর্থাৎ জল সমাধি নিয়ে নিয়েছিলেন। তবে এখন কোন আনন্দে উৎসব পালন হচ্ছে? শ্রীরামচন্দ্র ও সীতার দুঃখে কি আপনারা দুঃখী নন? তাদের বনবাস ও রাবনের সাথে হওয়া যুদ্ধে কষ্ট, বাড়ি ফেরার আনন্দ ও দুজনের আজীবন দুঃখে থাকা ইত্যাদি বিষয় গুলিকে মাথায় রেখে আমরা সারাটা বছর তাদের মনে করি। এই দৃষ্টিকোনেই আমরা দীপাবলীর উৎসব কোনও এক বিশেষ দিনে পালন করি না। তাছাড়া সাধু-সন্তদের ঘরে সব সময়ই দীপাবলী থাকে।

আমরা দীপাবলীর উৎসব কেমন ভাবে উদযাপন করি :- **প্রত্যেকদিন সকাল-সন্ধ্যা দেশি ঘি দিয়ে দীপ জ্বালাই, যা একবারে তিন থেকে চার ঘন্টা জ্বলে। বছরে ৩৬৫ দিনের হিসাবে ৭৩০ টি দীপক আমরা জ্বালাই, যা প্রায় ৭ থেকে ৮ ঘন্টা জ্বলে। এটি যজ্ঞেরও কাজ করে।**

একটি গ্রামে বা শহরে আমাদের অনুগামীরা প্রায় ৫০ থেকে ৬০ টি পরিবার বসবাস করে। প্রত্যেকটি পরিবারেই সকাল সন্ধ্যা ঘি এর প্রদীপ জ্বালানো হয়, যা যজ্ঞেরও কাজ করে এবং বাতাবরণ বিশুদ্ধ করে। মদ বিড়ি, সিগারেট, তামাক, হুঁকা ইত্যাদি সেবন করি না, যার ফলে পরিবেশ দূষণও রক্ষিত হয়।

যজ্ঞের সময় বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। 'সূক্ষ্মবেদ' এর (মন্ত্র) বাণী সকাল-সন্ধ্যা নিত্য নিয়ম ও সন্ধ্যা আরতী রূপে পাঠ করা হয়। অথবা মোবাইলে চালিয়ে শোনা হয়। মিষ্টি, পায়েস খাওয়ার ইচ্ছা হলে, যেকোনো সময় বানিয়ে খাওয়া যায়। কোনও নির্দিষ্ট দিন নেই।

জগতের লোকেরা দীপাবলী, হোলিকা ইত্যাদি দিনগুলিতে বাজি পোড়ায়, পটকা ফাটায়। এগুলি দূষণের কারণ। কারো চোখ নষ্ট হয়ে যায়, কারো হাত নষ্ট হয়ে যায়, কোন স্থানে আগুন লেগে যায়। আমরা এই সমস্ত কার্য করি না। স্পষ্ট মানা করা আছে। আমরা রাম নাম দিনরাত মনে করি। মাত্র একদিনের কথা তো বাদই দিলাম।

হোলিকা উৎসব :- ভক্ত প্রহ্লাদের রক্ষা পরমাত্মা করেছিলেন। ভক্ত প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপু চিতার মত কাঠ সাজিয়ে তাকে জীবিত পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা করেছিলেন। হোলিকা নামক পাপীনি, যে প্রহ্লাদের নিজের পিসি! নিজের গায়ে অগ্নি রোধক চাদর মুড়ে প্রহ্লাদকে আশ্বাস দিয়ে বলল, "দেখ আমি আগুনে বসে আছি, আমার কোন ক্ষতি হচ্ছে না, তুইও আয় কিছু হবে না।" এই বলে তাকে নিজের কোলে বসিয়ে নিল। পরমাত্মা ঝড়ের মত বাতাস বওয়ানো শুরু করে দিলেন। হোলিকার গা থেকে চাদর উড়ে চলে গেল। আগুন দাও দাও করে জ্বলে উঠল। হোলিকা আগুনে পুড়ে মারা গেল। ভক্ত প্রহ্লাদ সুরক্ষিত রয়ে গেল। পরমাত্মা তাকে রক্ষা করলেন। এই আনন্দেই হোলির উৎসব পালন করা হয়। 'হোলির উৎসব' উক্ত ঘটনার প্রতীক!

❖ **জগত কি করে? ওই দিন লাঠালাঠি করে, মহিলা পুরুষদের চাবুক মারে। পুরুষরা 'সরে যাও', 'সরে যাও' বলে আত্মরক্ষা করে। এদিক ওদিক পালিয়ে বেড়ায়। একে অপরকে রং মাখাতে থাকে, দামী জামা কাপড় নষ্ট করে, এটা বিশেষত মথুরা, যেখানে হোলি খেলা শুরু হয়, সেখানে প্রচলিত।**

পরমাত্মার সাথে এইসবের কি সম্পর্ক! যিনি একজন ভক্তের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন ? কেউ কেউ আবার বলেন যে, আমরা রং ব্যবহার করি না, কেবল আবির ব্যবহার করি।

বিচার করো :- রং লাগিয়ে হনুমানের মত মুখ বানিয়ে, একে অপরকে জ্বালাতন করতে থাকে, একে অপরকে সমস্যার মুখে ফেলে। আবির লাগানোর ব্যাপারটাকে কি তোমরা পরমাত্মার আরতী করা হয় বলে মনে করো? দীপাবলীর উৎসব ত্রেতা যুগের শেষে অর্থাৎ রাবণ বধ করে সীতার সাথে শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরেছিলেন, তারপর থেকে উদযাপন করা শুরু হয়। তার আগে কি দীপাবলী পালন করা হত? কেবল ধর্মীয় যজ্ঞ-এর অনুষ্ঠান করা হতো।

হোলির উৎসব সত্য যুগের শেষের দিকে অর্থাৎ নরসিংহ রূপ ধারণ করে পরমাত্মা যখন ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করেছিলেন, তারপর থেকে আরম্ভ হয়। ততো দিনে সত্যযুগের প্রায় ১৬ লক্ষ বছর পার হয়ে গিয়েছিল। পরমাত্মার নরসিংহ রূপে অবতারকালে হিরণ্যকশিপুকে বধ করার আগে তো হোলির উৎসব পালন করা হতো না। তখন কেবল শাস্ত্র অনুসারে ধর্মীয় যজ্ঞ করা হতো। বর্তমানে যেমন আমরা করে থাকি। **আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল, যেন সারা বিশ্ব শাস্ত্রবিধি মেনে সামাজিক ও ধার্মিক ক্রিয়া করে, যাতে কলিযুগে সত্যযুগের মতো পরিবেশ তৈরি হয়। সবাই সুখে জীবন যাপন করে**।

আমরা কি করি? :- আমরা প্রতিদিন কয়েকবার পরমাত্মাকে ধন্যবাদ জানাই। বছরে একদিনের নাটক করি না! শাস্ত্রমতে ধর্ম-কর্ম করি, ধর্ম-যজ্ঞ করি।

আজব কথা :- একজন দীক্ষা নিয়ে ভক্ত হল। সে জানালো যে, তার কাকা জ্যাঠা মিলে পরিবারে মোট ১১ জন ভাই বোন। সবাই বিবাহিত। আজ ১১ বছর হয়ে গেল, আমরা কোনও উৎসব পালন করতে পারিনি। কারণ প্রত্যেক বছরে কেউ না কেউ মারা যেত আর এত কাছাকাছি সময়ে মারা যেত যে, কোনও বছর কোন উৎসব পালন করতে পারতাম না!

পাঠকগণ বিচার করুন :- যাদের পরিবারে কেউ মারা যায়, তারা কত দুঃখে থাকে আর পাড়ার লোকেরা আনন্দে উৎসব পালন করতে থাকে! এরপর যখন পাড়ার লোকেদের সময় আসে, তখন তারাও কান্নাকাটি করে, মুখ ভার করে থাকে। বাকিরা তখন উৎসবের ড্রামা করে বেড়ায়!

আর আমরা কি করি :- কারো আত্মা যাতে কষ্ট না পায়, তার জন্যে আমরা ব্যর্থ লোক দেখানো কিছু করি না। রাতদিন রামকে স্মরনে রাখি। ধার্মিক অনুষ্ঠানগুলিকেই উৎসব রূপে পালন করি। কোনো প্রকারের গান-বাজনা হয় না। কেবল সৎসঙ্গ করে, পাঠ করে পরমাত্মার গুণগান করা হয়। এইভাবে ধর্ম-যজ্ঞ করা হয়। এই সময় হালুয়া পায়েস, মিষ্টি, লাড্ডু জিলাপি ইত্যাদি বানানো হয়, খাওয়া হয়। এইভাবে আমরা উৎসব পালন করি।

পৃথিবীর উপর স্বর্গ কিভাবে নেমে এলো?:-

আমাদের নিয়ম হল :- ১.আমরা কোন প্রকারের নেশা জাতীয় দ্রব্যের সেবন করি না। ২.তামাক জাতীয় পদার্থের সেবন করি না। ৩.পণ/যৌতুক দেওয়া-নেওয়াও হয় না। ৪. বিবাহে এক টাকাও খরচ করা হয় না। ৫. চুরি, জারি (পরস্ত্রী গমন), লোক ঠকানো ইত্যাদি করতে পরিহার করি, কোনরকম ঘুষ নিই না। ৬. পরমাত্মার নাম জপ করি। ৭.গুরুজীর আজ্ঞা মেনেই ধার্মিক অনুষ্ঠান করা হয়। এই ভাবেই তৈরি হবে পৃথিবীর উপর স্বর্গ। কলিযুগে সত্যযুগ তৈরি হবে।

এক বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি আমাদের ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে বুঝে বললেন :- আপনারা মদ পান করেন না, বিড়ি সিগারেট সেবন করেন না, হুঁকা সেবন করেন না, কোনও দেওয়া নেওয়া করেন না। যা আয় করেন, তার পুরোটা সঞ্চিত থেকে যায়। যে, সন্ত রামপালজীর কাছ থেকে দীক্ষা নেয়, তার

একজন ছেলে চাকরি পেয়ে গেল, এমনটা মনে করা চলে। কারন, অনেক টাকা সঞ্চয় হয়ে যায়। সে বলল, "আমার এক পিসির ছেলে আছে। সরকারী চাকরি ক'রে মাসে ৬০,০০০ টাকা ইনকাম করে। কিন্তু মদ, সিগারেট পান করে ঘরের বিনাশ করে রেখেছিল! একদিন আমি সকাল সকাল তাদের বাড়ি গেলাম। ছেলে কাজে গিয়ে সেই দিন বাড়িতেই ফেরেনি। সারারাত মদ পান ক'রে কোথাও পড়েছিল হয়তো! এরকম নাকি বহুবার করেছে। তার স্ত্রী চা বানানোর জন্যে উনুন জ্বালিয়ে উনুনের উপর হাঁড়ি চাপিয়েছিল। আমি অন্য কক্ষে বসে ছিলাম। উঠে গিয়ে দেখলাম যে, সে এখনও উনুনের কাছেই বসে আছে। প্রায় এক ঘন্টা হয়ে গিয়েছিল, তখনও পর্যন্ত চা এলো না। আমার পিসি অর্থাৎ মাতাল ছেলেটির মা তার আরেক ছেলের সাথে থাকতেন। তিনি এসে আমাকে বললেন, "ওঠ! আর কত চা পান করবি। না আছে চিনি, না আছে দুধ, না আছে চা পাতা। ঘরের বিনাশ করে রেখেছে ছেলেটা!" আমার অন্য এক পিসির বাড়িতে গিয়ে আমি চা পান করলাম। কিছু জিনিস দোকান থেকে কিনে তাদের বাড়িতে দিয়ে এলাম। ছেলের স্ত্রী খুব কাঁদছিল। আমি চলে এলাম। ছয় মাস পর আবার পিসির বাড়ি গিয়ে যা দেখলাম, তাতে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এত সুন্দর বাড়ি ঘর মেরামত ক'রে সাদা চুন কাম করিয়ে, সব ঠিকঠাক করে রেখেছে। ঘরে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল। আমার পিসিমার ছেলেও সেখানে উপস্থিত ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ছয় মাসে নরক স্বর্গে পরিণত হল কিভাবে?" ভাই বলল যে, সন্ত রামপাল জী মহারাজ সৎসঙ্গ করতে এই গ্রামে এসেছিলেন। একদিন আমি রাত ন'টার সময় ডিউটি থেকে বাড়ি ফিরে এসে দেখলাম, বাড়িতে কেউ নেই; জানতে পারলাম সবাই সৎসঙ্গে গিয়েছে। আমি স্ত্রীকে ডাকতে গেলাম, সে বাচ্চাদেরকে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল। সেদিন কোথাও মদের জোগাড় করতে পারিনি। তাই, আমিও সৎসঙ্গে বসে পড়লাম। সৎসঙ্গ শুনে মনে হল যেন সম্পূর্ণ সৎসঙ্গ আমাকে নিয়েই ছিল। গুরুজী এটাও জানতেন না যে, আমি কে? আমি সেই দিনই নাম দীক্ষা নিয়ে নিলাম। মদ বিড়ি ইত্যাদি সমস্ত ফালতু খরচ বন্ধ করে দিলাম, যা আয় করি সম্পূর্ণ সঞ্চিত থাকে। ঘুষ নেয়ারও দরকার নেই, কোম্পানিতে ওভারটাইম করারও প্রয়োজন নেই। ওভারটাইম করা টাকাও নেশায় চলে যেত। সেই জায়গায় অন্য ভাই-বোনেরা রোজগার পেল। ঋষির মতো জীবন তৈরি হল।" আমি বললাম, "খরচ করার জায়গা নেই। সব ফালতু জিনিস বাদ হয়ে গিয়েছে।" আমার পিসির ছেলের ঘর নরক থেকে স্বর্গে পরিণত হল, আমার চোখের সামনেই!"

প্রশ্ন :- আপনি সাজগোজ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। আভুষণ দ্বারা নারী শোভা পায়। উচ্চ সম্মানপ্রাপ্ত ও ধনী বা ভালো বাড়ির মেয়ে-বৌ'দের আভিজাত্য আভূষন বা সাজগোজ দ্বারাই প্রকাশ পায়। আপনাদের এই নিয়মটা ঠিক মানতে পারলাম না।

উত্তর :- এতে লাভ কিছুই হয় না, তবে ভয়ংকর লোকসান আছে। আমরা শাস্ত্রের আধারে সমস্ত ক্রিয়া করি, যেমনটা পূর্বেও বলা হয়েছে। আরো শুনুন!

মহাভারতের একটি কাহিনী যা এই প্রকারে বলা আছে :- রাজা পরীক্ষিতের সময়কালে তাঁর রাজ্যে বহু অপ্রিয় ঘটনা ঘটতে লাগল। রাজা জ্যোতিষীদের কাছে কারণ জানতে চাইলেন। তাঁরা জানালেন যে কলিযুগের সূচনা হয়ে গিয়েছে, যার কারণে এমন ঘটনা ঘটছে! রাজা পন্ডিত ব্রাহ্মণদের কাছে এর সমাধান জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা বললেন, "আমরা কলি যুগকে কিল দেওয়ার (বেঁধে দেওয়ার) অনুষ্ঠান জানি।" রাজা পরীক্ষিত সমস্ত সামগ্রী আনলেন ও কলি যুগকে সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যে একটি অনুষ্ঠান করলেন। কলিযুগ অস্বস্তি ও সমস্যায় পড়ে গেল! রাজার কাছে হাত জড়ো করে প্রাণভিক্ষে চাইতে লাগল। কলিযুগ বলল, "আমাকে কোথাও একটা স্থান দিয়ে দিন।" রাজা পরীক্ষিত কিছু শর্তে তাকে ছেড়ে দিতে রাজি হলেন। তিনি বললেন, "তুই এই কয়টি স্থানে বাস করবি- ১. মদ সেবন করে

যারা তাদের কাছে, ২.স্বর্ণে, ৩.জুয়া খেলায় ও ৪.বেশ্যাদের কাছে।" একদিন রাজা পরীক্ষিত শিকার করতে বনে গেলেন, জঙ্গলের এতো গভীরে প্রবেশ করলেন যে, ফেরার রাস্তা ভুলেই গেলেন! রাজা যে সোনার মুকুট পরেছিলেন, কলিযুগ তার উপর মাছি হয়ে বসে পড়ল। এক ঋষি বসে সাধনা করছিলেন। রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ঋষিজী আমি পথ ভুলে গিয়েছি, আমাকে পথ বলে দিন।" ঋষি সাধনায় ব্যস্ত থাকায় কোনো উত্তর দিলেন না। একই রকম বহুবার জিজ্ঞাসা করার পরেও কোন উত্তর মিলল না। তখন কলিযুগ রাজার বুদ্ধি ভ্রষ্ট করে দিল! রাজার অভিমান হলো যে, এই সামান্য এক ঋষি তাঁর মত রাজার অনাদর করছে, অপমান করছে! এই ভেবে কলিযুগের প্রভাব বশে রাজা একটা মৃত সর্প যেটা ঋষির কুটিরে আসার সময়, কুটিরের সামান্য দূরত্বে দেখেছিলেন, সেটি নিজের তীরের মধ্যে ঝুলিয়ে নিয়ে এসে ঋষির গলায় ঝুলিয়ে দিলেন এবং সেখান থেকে চলে গেলেন। সেই ঋষির সন্তান দূরে অন্যান্য ঋষির বাচ্চাদের সাথে খেলছিল। তাকে বলা হল যে, তার পিতার গলায় রাজা পরীক্ষিত একটা মৃত সর্প ঝুলিয়ে দিয়েছেন! ছেলেটি বাড়ি এসে পিতার গলা থেকে সাপটি সরিয়ে দিল। এবং রাজাকে অভিশাপ দিল! "রাজা পরীক্ষিত! আজ থেকে ঠিক সাত দিন পর তক্ষক সাপের কামড়ে তোর যেন মৃত্যু হবে।" সাত দিন পর রাজা পরীক্ষিতকে তক্ষক সাপ কামড়ায় ও তার মৃত্যু হয়। এর থেকে স্পষ্ট হল যে, যার ঘরে বা শরীরে সোনা আছে, তার ওপর কলিযুগের দুষ্প্রভাব থাকে। এটি সব সময় সমস্যার কারণ রূপে থাকে।

<u>সোনার গহনা ব্যবহারে অন্যান্য ক্ষতি</u> :- 1. চুরির ভয় :- খবরের কাগজে পড়ে থাকি :-

এক বোন গলায় মোটা সোনার চেন পরেছিল। তাতে একটা মোটা লকেট লাগানো ছিল। শহর থেকে বাড়ি ফিরছিল। দুই জন ব্যক্তি মোটর সাইকেলে চেপে এলো। তাদের মধ্যে একজন চেন (মালা) ধরে টান মারল। চেন মোটা থাকায় ছিঁড়লো না, গলায় গেঁথে গিয়ে ক্ষত হয়ে গেল। দ্বিতীয় জন বলল, "লে চাকু, গলা কেটে দে।" এই শুনে ওই বোন হাত জড়ো করে কাঁদতে লাগল ও তাদের সামনে প্রাণ ভিক্ষা চাইলো। নিজে থেকে চেন বার করে দিল এবং তারা পালিয়ে গেল। বোনটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল, লোক জড়ো হল, তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হল। পুলিশ ডাকা হল। যখন বোনের জ্ঞান ফিরে এলো চিৎকার ক'রে বলল, "আমাকে মেরো না, চেন নিয়ে নাও!" পুনরায় অজ্ঞান হয়ে গেল, সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর সমস্ত ঘটনা নিজের মুখে বলল। এবার লোক দেখাও।

যে সোনার অলংকারকে ধনী ঘরের বৌ-ঝি'রা নিজেদের গর্ব ও আভিজাত্যের প্রকাশ মনে করে; তারা আসলে নরকেই বয়ে বেড়ায়। সেই স্বর্ণালঙ্কার'ই তাদের প্রাণ নাশকারী শত্রু হয়ে ওঠে। আভিজাত্য রাস্তার ধারে মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে। লোকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যায়, তা না হলে গলা থেকে রক্তপাত হতেই থাকতো, মারা যেত।

❖ ৩০ বছর বয়সী আর এক বোন কানে বড় বড় দুল পড়েছিল। দুল দুটি তো ছিল নকল সোনার কিন্তু দেখে আসল মনে হচ্ছিল। সে ট্রেনের অপেক্ষায় স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল। দুই ছিনতাইকারীর নজর তার উপর ছিল। গাড়ি স্টেশনে আসতেই প্রবেশ করার জন্য লোকের ভিড় জমে গেল। ছিনতাই কারীরা দুজনেই সেই মহিলার কাছে চলে এল যেখানে মহিলাটি ওঠার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। মহিলাটি প্রবেশ করে গেল। খুব ভিড় থাকায় লোকজন দরজার সিঁড়ি পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিল। দু মিনিটে গাড়ি চলতে শুরু করল। সেই দুষ্টু ব্যক্তিরা দুজনে এক একটি কানের দুল ধরে টান মারলো, দুই কান ছিঁড়ে গেল এবং ছিনতাই কারীরা লাফ দিয়ে নেমে গেল। ট্রেনের স্পিড বেড়ে গেল। বোনটি জোরে জোরে চিৎকার করতে লাগল! কিন্তু ততক্ষণে ট্রেন স্টেশন ছেড়ে বহুদূর চলে গিয়েছিল। ট্রেনের কামরায়

জনৈক যাত্রী ট্রেনের চেন টানল। লুঠেরা তো পালিয়ে গিয়েছিল। ট্রেন থামলে ঐ বোনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল, চিকিৎসা করানো হল। তখন সেই বোন জানালো যে, তার কানের দুলটি নকল সোনার ছিল। এই মিথ্যে লোক দেখানো বা মিথ্যা আভিজাত্যের প্রদর্শন দুঃখের মূলমন্ত্র।

স্বর্ণ ত্যাগের লাভ :- না চুরির ভয়, না ছিনতাই কারীর ভয়। যদি সকলে আমাদের মতো সরল জীবন যাপন করে তবে ঘর স্বর্গের মতো অবশ্যই হবে এবং ভারত বর্ষ বিশ্বের ধনী দেশ গুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে থাকবে।

কারণ :- বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশের (G.D.P.) স্বর্ণের দ্বারাই নির্ণয় হয়। যে দেশের কোষাগারে স্বর্ণের পরিমাণ যত বেশি, সেই দেশের (G.D.P.) ততই বেশি। ভারতে ইংরেজদের শাসন ছিল। তারা প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ সস্তায় এখান থেকে নিয়ে যায়, যা তাদের (G.D.P.) এখনো শীর্ষে ধরে রেখেছে। ভারতের মন্দির গুলিতে কয়েক হাজার কুইন্টাল স্বর্ণ রাখা আছে। সেগুলি কোনও কাজে লাগে না। অন্ধ শ্রদ্ধার কারণে সেগুলি রাখা আছে। ওগুলি সরকারের কোষাগারে জমা করিয়ে দেওয়া হোক। এগুলি সরকার ঋণে নেয়। ভারতের টাকা (রূপি) আমেরিকার ডলারের সমান হয়ে যাবে। সোনার প্রাপ্ত মূল্য দিয়ে ধার্মিক অনুষ্ঠান করানো হোক। গরীবদের সাহায্য করা হোক যাতে দানকর্তাদেরও পুণ্য হবে।

"পুহলো বাঈ এর উপদেশ"

এক রাজা, ভক্তিমতি পুহলো বাঙ্গৈর জ্ঞান বিচার শুনে প্রভাবিত হলেন। ঐ রাজার তিন রানী ছিল। রাজা রাণীদেরকে পুহলো বাঈ এর বিষয়ে বলেছিলেন। রাজা প্রায়ই নিজের রাণীদের সামনে পুহলো বাঙ্গৈর প্রশংসা করতেন। নিজের স্বামীর মুখে পরস্ত্রীর প্রশংসা শুনতে রানীদের মোটেই ভালো লাগতো না, কিন্তু কিছু বলতে পারতেন না। তাঁরা ভক্তিমতি পুহলো বাঈকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রাজা পুহলো বাঈকে নিজের ঘরে সৎসঙ্গ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি রাজাকে সৎসঙ্গের তিথি এবং সময় জানিয়ে দিলেন। সৎসঙ্গের দিন রানীরা সুন্দর দামী বস্ত্র ও আভূষন পরলেন। নিজেদের রূপ-সৌন্দর্যের ঝলক দেখানোতে কোন ক্রুটি রাখলেন না। রানীরা ভেবেছিলেন যে পুহলো নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী হবে। ভক্তিমতি পুহলো রাজার ঘরে এলেন। তিনি খদ্দরের অতি স্বল্প মূল্যের একটা ময়লা শাড়ি পরেছিলেন! তার উপর মুখের রংও পরিষ্কার ছিল না, হাতে জপের মালা নিয়েছিলেন। তাকে দেখে তিন রাণী পরিহাসের ছলে জোরে জোরে হাসতে লাগলেন আর বললেন, "এই সেই পুহলো, আমরা তো ভেবেছিলাম সে খুব সুন্দরী হবে।" তাঁদের কথা শুনে ভক্তিমতি পুহলো বললেন -

"বস্ত্র-আভূষণ তন কী শোভা, য়হ তন কাচ্চো ভান্ডো।
ভক্তি বিনা বনেগী কুতিয়া, রাম ভজো না রান্ডো।।"

ভাবার্থ :- সুন্দর বস্ত্র বা আভূষন শরীরের শোভা বৃদ্ধি করে। এই শরীর যেমন কাঁচা মাটির ঘোড়া। এই শরীর ক্ষণভঙ্গুর। কে জানে কিভাবে, কোন বয়সে, কোন সময় কষ্ট চলে আসে, কুষ্ঠ রোগ হয়ে যায়। ভক্তি না করলে পরবর্তী জন্মে কুকুরের জন্ম পাবে। তারপর নি:বস্ত্র হয়ে ঘুরে বেড়াবে। এইজন্যে বলা হয়েছে 'রান্ডো' অর্থাৎ নারীগণ ভক্তি করো। 'রান্ডো' শব্দটি বিধবাদের জন্য ব্যবহার করা হয় কিন্তু সাধারণভাবে নারীরা তাদের প্রিয় বান্ধবীদের কে ভালোবাসার সঙ্গে সম্বোধন করার জন্য প্রয়োগ করে (ভালোবাসা পূর্ণ গালি)। শিক্ষিত হওয়ার পর বর্তমানে এই শব্দ ব্যবহৃত হয় না। ভক্তিমতি পুহলো সৎসঙ্গ শোনালেন।

কবীর পরমেশ্বরের সাখি শোনালেন :-

কবীর, হরি কে নাম বিনা, নারী কুতিয়া হোয়। গলী-গলী ভৌঁকত ফিরে, টুক না ডালে কোয়।।
কবীর, রাম রটত্ কোঢ়ী ভলো, চু-চু পড়ে জো চাম। সুন্দর দেহি কিস কাম কী, জা মুখ নাহিঁ নাম।।
কবীর, নহীঁ ভরোসা দেহি কা, বিনাশ জায়ে ছিন মাহীঁ। শ্বাঁস-উশ্বাঁস মেঁ নাম জপো, ঔর যত্ন কুছ নাহীঁ।।
কবীর, শ্বাস-উশ্বাস মেঁ নাম জপো, ব্যর্থ শ্বাস মত খোও। না জানে ইস শ্বাঁস কা, আবন হো কে না হোয়।।
গরীব, সর্ব সোনে কী লঙ্কা থী, রাবণ সে রণধীরম্। এক পলক মেঁ রাজ্য গয়া, জম কে পড়ে জঞ্জীরম্।।
গরীব, মর্দ-গর্দ মেঁ মিল গয়ে, রাবণ সে রণধীরম্। কংস, কেসি, চাণুর সে, হিরণাকুশ বলবীরম্।।
গরীব, তেরী ক্যা বুনিয়াদ হৈ, জীব জন্ম ধরি লেত। দাস গরীব হরি নাম বিন, খালী রহ জা খেত।।

❖ **শব্দার্থ :-** কবীর পরমেশ্বর জী অধ্যাত্মিকতার বিধানে (যা, যে নারী ভক্তি করবে না, সে আগামী জন্মে কুকুরের জীবন প্রাপ্ত করে গলিতে-গলিতে ঘেউ ঘেউ করে বেড়াবে। কেউ তাকে ভোজনের গ্রাসও দিবে না। মানব জীবনে সব ভোজন ঠিক সময়ে পাওয়া যাচ্ছিল। ভক্তি না করলে এই দশা হবে।

❖ কুষ্ঠ রোগী (যার শরীরের চামড়া কেটে কেটে পড়ছে, তার থেকে রক্ত ঝরছে) যদি পরমাত্মার ভক্তি করে, তাহলে খুব উপকার হয়। ভক্তি করলে তার কুষ্ঠ রোগও ঠিক হয়ে যাবে। ভবিষ্যতও উজ্জ্বল হবে। যে ভক্তি করে না, সে সুন্দর শরীরধারী হলেও তার সুন্দর শরীর কোনো কাজের নয়!

❖ এই মানব শরীরের কোন বিশ্বাস নেই, কখন কি কারনে নষ্ট হয়ে যাবে। এটাকে বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে না। এর একটা উপায় আছে, ভক্তি করো। এত বেশি বেশি স্মরণ (জপ) করো, যেন একটা শ্বাসও নামের জপ ছাড়া খালি না যায়।

❖ শ্বাস ছাড়ার সময় এবং নেওয়ার সময়, প্রত্যেক শ্বাসে নাম জপ করো। নামের জপ ছাড়া শ্বাস ব্যর্থ খরচ করো না। এই শ্বাসের কোনো বিশ্বাস নেই, এটা ভিতরে গেলে বেরিয়ে আসবে, কী আসবে না! এই জন্য অবহেলা না করে ভক্তিতে লেগে পড়ো।

❖ যদি আপনার নিকট ধন থাকে এবং অন্যান্য সুবিধাও থাকে, তার কারণে ভক্তি করা ভুলবেন না। শ্রীলঙ্কার রাজা রাবণের নিকট অত্যধিক ধন ছিল। তিনি স্বর্ণের বিল্ডিং নির্মাণ করে রেখেছিলেন এবং নিজেও যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু শ্রী রামচন্দ্রের সাথে যুদ্ধ হয়েছিল। তিনি মারা গিয়েছিলেন এবং স্বর্ণ লুট হয়ে গিয়েছিল। রাজ্যও গেল। এইসব এক পলকে হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের তীরে বিদ্ধ হয়ে মারা গেলেন! কিছু সময়ের মধ্যে সবকিছু নষ্ট হয়ে গেল এবং যমের দূত অর্থাৎ মৃত্যুর দেবতার চাকর ঐ রাবনকে শিকলে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল এবং নরকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

❖ রাবণের মত শূরবীর মাটিতে মিশে গিয়েছে এবং মথুরার রাজা কংস, তার প্রসিদ্ধ পালোয়ান চানুর, কংসের চাকর কেসি রূপধারী রাক্ষস, হিরণ্যকশিপুর মত বলবানও ভক্তি বিনা জীবন ব্যর্থ করে গিয়েছেন। হে সাধারণ প্রাণী! তোমার কি যোগ্যতা আছে অর্থাৎ তুমি কিসের ভিত্তিতে বাঁচবে? তুমি কর্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন জীবের শরীর ধারণ করবে। সন্ত গরীব দাস জী পরমেশ্বর কবীর জীর বলা জ্ঞান থেকে বলেছেন যে, ভক্তি না করলে তোমার এমন ক্ষতি হবে যেমন কৃষক জমিতে বীজ বপন না করলে ক্ষুধাতে মারা যায়। তার কোন লাভ হয় না।

ভক্ত মতি পুহলো এই সংসারের বাস্তবিকতা সম্পর্কে বললেন তথা ভক্তি বিনা আসন্ন কষ্ট সম্পর্কে বললেন। এক টুকরো ছোট রাজ্য প্রাপ্ত করে আপনি এত গর্ব করছেন, এটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। লঙ্কার রাজা রাবণ সোনার বিল্ডিং তৈরি করে রেখেছিলেন। সত্যভক্তি না করার জন্যে রাজ্যও গেল, স্বর্ণ এখানেই থেকে গেল, নরকের ভাগী হলেন। রাজা রানীরা উপদেশ নিয়ে ভক্তি ক'রে জীবন ধন্য করলেন।

❖ **<u>মহাকষ্ট রূপি ঋন নিতে হয়</u>** :- এক ব্যক্তি দীক্ষা নেয়ার পর জানালো যে তার শালার মেয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছিল। প্রায় ১০ লাখ টাকার সোনার গয়না তৈরি করিয়েছিল। দামী জিনিসপত্র, কাপড়, ফ্রিজ, A.C., মোটরসাইকেল, সেলাই মেশিন ইত্যাদি নিয়ে এসে রেখেছিল। আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্য বিবাহের এক মাস আগেই সমস্ত কিছু ছেলের বাড়িতে পৌঁছে দিতে হত, কারণ বিবাহের সময় লেনদেন করা আইনি অপরাধ। যেদিন পাঠানোর কথা ছিল, সেই দিন চার চাকা গাড়িতে করে ১০-১২ জন ব্যক্তি এল। সমস্ত কিছু গাড়িতে বোঝাই করে নিয়ে চলে গেল। ঘরের লোকেরা মনে করল মঙ্গতরাম (শ্যালকের নাম) সব জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে হয়তো। সবাই শুয়েছিল। সকালে মঙ্গতরাম যখন উঠল ঘর খালি ছিল। যখন বুঝতে পারল পেট ধরে বসে পড়ল। কোন সন্দেহই হয় নি। (বাড়িটি গ্রামের বাইরের দিকে ছিল, গ্রামের শেষ বাড়ি ছিল।) ধার নিল। সমস্ত জিনিসপত্র পুনরায় নিয়ে এল। হাতে হাতে পৌঁছে দিয়ে এল। এই ভুল রীতি-রেওয়াজের কারণে মহা কষ্ট রূপী ঋণ নিয়ে রাখা হয়েছে। এই প্রকারের বহু ঘটনা ঘটতে থাকে।

এই সমস্ত দুঃখ পুরানো রীতি-রেওয়াজ, পরম্পরার ফল, যেগুলি আমরা নিজেরা চাপিয়ে রেখেছি। আমরা (সন্ত রামপাল জী মহারাজের অনুগামীরা) এইগুলি চাপাই না। পরমাত্মার উপর পুত্রী/কন্যার বিশ্বাস দৃঢ় করা হয়, যা সত্য। আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে পরমাত্মার সংবিধানের পূর্ণ পরিচিতি আছে। সন্ত গরীব দাস জী (গ্রাম-ছুরানী, জেলা-ঝজ্জর) বলেছেন :-

তুমনে উস দরগহ কা মহল নহী দেখা। ধর্মরায় কে তিল-তিল কা লেখা।।

অর্থাৎ সন্ত গরীব দাস জী বলেছেন, আপনি ধর্মরাজ (পরমাত্মার ন্যায়ধীশ বা বিচারক) এর মহল (ন্যায়ালয় বা আদালত) দেখেন নি, যেখানে এক-এক তিল অর্থাৎ দানা দানা, এক-এক পয়সার হিসাব হয়।

একটি কাহিনী যা সমস্ত শঙ্কার সমাধান করে দেবে :-

দয়া করে কাহিনীটি পড়ুন :-

❖ **"এক লেবা এক দেবা দূতম। কোঙ্গ কিসী কা পিতা ন পূতম।"**

এক কৃষকের ঘরে তার পুত্র সন্তান জন্ম হল। পুত্রের আট বছর বয়সে তার স্ত্রী মারা গেল। কৃষকের কাছে প্রায় ১৬ একর জমি ছিল। কয়েক বছর পরে কৃষক দ্বিতীয় বিবাহ করল। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভেও এক পুত্র সন্তান হল। কয়েক বছর পর সেই স্ত্রীও মারা গেল। ঐ কৃষকের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর একমাত্র পুত্রের বয়স যখন ১৬ বছর পূর্ণ হলো, তখন তার বিবাহ দেওয়া হলো। (ঐ সময় বাল্য বিবাহের রীতি প্রচলিত ছিল)। পরে কৃষকও মারা গেল। ছোট ছেলে ১০-১২ বছর বয়সে রোগ গ্রস্ত হয়ে পড়ল। কিছুদিন চিকিৎসা করানোর পর বড় ভাই (মাসির ছেলে) ও তার স্ত্রী ভাবলো, "চিকিৎসা ক'রে টাকা নষ্ট করবো কেন? সে মারা গেলে তার ভাগের আট একর জমিও আমাদের কাছে রয়ে যাবে।" এই চিন্তা-ভাবনা করে তারা পাশের গ্রামের যে বৈদ্য চিকিৎসা করতে আসতো তাকে বলল, "ছেলেটাকে ওষুধে বিষ মিশিয়ে দিন। আমরা আপনাকে ৫০০ টাকা দেবো।" ৫০০ টাকার লোভে পড়ে বৈদ্য (চিকিৎসক) ঔষধে বিষ মিশিয়ে ছেলেটাকে মেরে ফেলল! গ্রামের লোককে বলা হল রোগের কারণে মারা গিয়েছে। কারো কোনো সন্দেহ হল না! ছেলেটার মৃত্যু রোগের কারণে হয়েছে, ব'লে সকলে মেনে নিল।

ঐ মাসির ছেলের মৃত্যুর ১ বছর পরে বড়ো ভাইয়ের পুত্র সন্তান হল। তাদের খুশির কোন সীমা থাকলো না। পুত্র প্রাপ্তির খুশিতে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করলো, সারা গ্রামে মিষ্টি বিতরণ করলো। তারপর আর কোনও সন্তান হয় নি। একমাত্র পুত্রকে স্নেহ-ভালবাসা, আদর-যত্নের সঙ্গে লালন-

পালন করছিল। ভালো ঘি-দুধ, দই খাইয়ে হৃষ্ট-পুষ্ট ক'রে তুললো। ১৬ বছর বয়সে পুত্রের বিবাহ দিল। সে সময় বাল্য বিবাহকে গর্বের ব্যাপার ব'লে মনে করা হত। তারপর হঠাৎ ছেলেটি রোগ গ্রস্ত হয়ে পড়লো। একে একে সব ডাক্তার ডাকা হলো। দামী দামী ওষুধ খাওয়ানো হল। কিন্তু সবই ব্যর্থ। ঐ সময় প্রতিমাসে এক হাজার টাকার ওষুধ খাওয়ানো হতো। হীরা ও মুক্তা ভস্ম ঔষধের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো হলো, যার কারনে ৮ একর জমি বিক্রি হয়ে গেলো। কিন্তু রোগ ঠিক হওয়ার পরিবর্তে আরও বেড়েই চললো। এই করে করে অবশেষে অন্তিম দিন চলে এলো। পিতা চিন্তিত অবস্থায় পুত্রের কাছে বসে ছিল, সেই সময় ছেলে বলে উঠল, "দাদা! এক কাজ কর।" পিতা বললো, "বেটা! আমি তোর পিতা।" ছেলেটি বললো, "আমি তোর সেই ভাই, যাকে তুই বিষ দিয়ে মেরেছিলি। আমি তার প্রতিশোধ নিতে তোমারই পুত্ররূপে জন্ম নিয়েছি।" ছেলের মা সেখানেই উপস্থিত ছিল। ছেলেটি বলল, "৮ একর জমি আদায় করে নিয়েছি, এখন শুধু কাফন এবং কাঠের হিসাব বাকি রইল, সেটার ব্যবস্থা কর।" এই কথা শুনে পিতা ওরফে ভাইয়ের মুখ হা হয়ে থেকে গেল! তারা যা করেছে, তার জন্য তাদের (স্বামী-স্ত্রী) অনুশোচনা হতে লাগলো। পরমাত্মার বিধান অটল। পুত্ররূপে জন্ম নেওয়া ছোট ভাইকে তার বড় ভাই প্রশ্ন করল, "আমরা লোভে পড়ে যে পাপ করেছি পরমাত্মা তার ফল আমাদেরকে দিয়েছেন এবং যে উদ্দেশ্যে তোমার প্রাণ নেওয়া হয়েছিল, সেই আট একর জমিও চলে গেল। আমাদের দ্বিতীয় কোন সন্তান নেই, এই বাকী জমিটুকু অন্য কেউ নিয়ে নেবে। আমাদের তো যা সর্বনাশ হওয়ার তা হল, এটা হবারই কথা। পরমাত্মা বিচার করে রেখেছেন কিন্তু যে মেয়েটি তোমার স্ত্রী হয়ে এসেছে সে কি দোষ করেছে, যে কারণে তাকে এখন সতী দাহ প্রথা অনুসারে তোমার সাথে চিতায় জীবিত জ্বালানো হবে। তার সাথে ভগবান অন্যায় করলেন।" ছোট ভাই (বর্তমানে পুত্র) বলল, "আমার মৃত্যুর দুই বছর পর সেই বৈদ্য মারা যায় যে ৫০০ টাকার লোভে পড়ে আমাকে বিষ দিয়ে মেরেছিল। এই স্ত্রী সেই বৈদ্যের (ডাক্তার) আত্মা। সে তার ফল ভোগ করবে, তাকে জীবিত জ্বালানো হবে।" সেই সময় সতীদাহ প্রথা চরমে ছিল, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে জীবিত অবস্থায় একই চিতায় জ্বালানো হত।

প্রিয় পাঠকগণ! বিচার করুন, পরমাত্মার নজরে / দৃষ্টিতে কোনো কিছুই লুকিয়ে নেই। যেমন কর্ম করবে তেমন ফল পেতে হবে, প্রত্যেকটি পরিবার এইভাবে সংস্কারের কারণেই একে অপরের সাথে যুক্ত। কেউ পূর্বজন্মের ঋণ শোধ করার জন্য জন্ম নিয়েছে, কেউ পূর্ব জন্মের ঋণ শোধ নেওয়ার জন্যে জন্ম নিয়েছে।

অনেক উদাহরণ :- 1.পিতা তার পুত্রকে লেখাপড়া শেখালো, বিবাহের দুইদিন আগেই পুত্র দুর্ঘটনা গ্রস্থ হয়ে মারা গেল। সে নিজের ঋণ পিতার কাছে থেকে নিতে এসেছিল। 2.পুত্র বড় হল, কাজ করে নির্বাহ করতে লাগলো। পিতা রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ল, লাখ লাখ টাকা খরচ করেও ব্যর্থ হল, পিতা মারা গল। এক্ষেত্রে পিতা পূর্ব জন্মের ঋণ কিছু নিতে এসেছিল, কিছু দিতে এসেছিল। 3.মেয়ের বিবাহ দিলো তার দুই বছর পর মেয়েটি মারা গেল। প্রচুর পরিমাণে যৌতুক দিয়েছিল, সেই জামাই পূর্ব জন্মের ঋণ এর পরিবর্তে মেয়ে কে নিয়ে গেল এবং ধনও নিয়ে গেল। বর্তমানে যারা প্রতারণা ক'রে কারোর ধন-সম্পত্তি দখল করে নিচ্ছ, ভবিষ্যতে তাদের জামাই হয়ে সেই ধন আদায় করবে। পরমাত্মার অটল বিধান। বুদ্ধিমানদের কাছে সংকেতই যথেষ্ট।

উপরোক্ত ঘটনা কেবল গল্প নয়, এটা বাস্তব। কেউ কেউ বলেন যে ভয় দেখানোর জন্য গল্প তৈরি করা হয়েছে। কে দেখছে, কি হবে? যেমন চোরকে ভদ্রলোকেরা বলেন যে ভাই! চুরি করিস না, ধরা পড়লে লোকজন ধরে পেটাবে। তারপর আবার পুলিশে পেটাবে? জেলে পুরে দেবে। সেখানেও

কষ্ট করতে হবে। যদি কেউ বলে যে এইসব চোরকে ভয় দেখানোর জন্য বলা হচ্ছে। ভবিষ্যতে কি হবে, কে দেখেছে? বিচার করুন, চোরকে সত্যতার সাথে অবগত করানো হচ্ছে, যা বাস্তব। চোর যদি বাস্তবিকতা ভেবে, ভয় পেয়ে চুরি করা ছেড়ে দেয়, এতে তারই মঙ্গল। সে যদি বলে, ভবিষ্যতে কি হবে, কে দেখেছে? যা হবে, দেখা যাবে। তাহলে চোরের সাথে সেই সব ঘটনা ঘটবে যেগুলি তাকে বলা হয়েছিল। ঠিক এই প্রকার যে ব্যক্তি বলবে যে, এই ঘটনাগুলো শুধু ভয় দেখানোর জন্য, বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে। তবে সেটা তারই দুর্ভাগ্য। ঘটনাগুলি ঠিক ততটাই বাস্তব যেমনটা চোরকে সতর্ক করার জন্য বলা হয়েছে।

❖ কৃষকের দুই পুত্রের উপরোক্ত গল্প লেখক ১৯৭৮ সালে একজন পশু ডাক্তারের কাছে শুনেছিলেন। তিনি এই গল্পটি তার নিজের পাশে বসে থাকা সকল ব্যক্তিকেই শোনাতেন কিন্তু কখনোই তিনি অনুসরণ করতেন না। ১০ টাকার ওষুধ দিয়ে চার ডিস্টিলড্ ওয়াটারের ইনজেকশন লাগিয়ে ২০০-৩০০ টাকা আদায় করতেন। তারপর সন্ধ্যা বেলা তার কীর্তির কথা বলতেন,"যদি কম টাকা নিই, তাহলে মহিষ পালক এটা বুঝবে যে, ভালো ঔষধ দিই নি।" মহিষের স্বাস্থ্য তো দশ টাকার ওষুধেই ঠিক হয়ে যেত। বিচার করুন! এই রকম ব্যক্তির কথা এবং কাজের মধ্যে এত পার্থক্য, তাহলে তার দ্বারা শোনানো গল্পের প্রভাব অন্যের উপর কিভাবে পড়বে?

গরীব, করনী তজ কথনী কথেঁ, অজ্ঞানী দিন রাত। কুত্তে জ্যুঁ ভৌঁকত ফিরেঁ, সুনী সুনাঈ বাত।।

সন্ত গরীব দাস জী বলেছেন যে, যে জ্ঞান দেয় কিন্তু সেই জ্ঞান অনুসারে ক্রিয়া করে না, যা অপরকে শোনাতে থাকে, সে অজ্ঞানী। কুকুরের মত শোনা কথায় বেকার বকবক করতে থাকে। এইসব কথা বলা-শোনার জন্য নয়, প্রত্যেকের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্য অর্থাৎ বাস্তবায়িত করা উচিত। পরমাত্মার বিধানকে বুঝে নির্মল জীবন যাপন করুন। জীবনে চলার পথ কাঁটা মুক্ত করুন। পরম্পরার বোঝা কম করুন, বোঝা চাপিয়ে যাত্রা নির্ধারণ করা যায় না।

"সৎসঙ্গ দ্বারা ঘরের ঝগড়া-অশান্তি দূর হয়"

এক মাতাজী নিজের পুত্রবধূর ওপর সব সময় প্রত্যেকটি কথায় রেগে যেত। ছোট খাটো ভুল করলে সেগুলি ছেলের কাছে বাড়িয়ে বলত! ছেলেও তার স্ত্রীকে ধমক দিত। এইভাবে ঘর যেন নরকের সমান হয়ে গিয়েছিল। পুত্রবধূ শাশুড়ি মা কে মাঝে মাঝে বলত, "মা! আপনি সৎসঙ্গে চলুন। পাশের বাড়ির প্রতিবেশিনীও যায়।" শাশুড়ি মা বলতেন, "যা-তা মহিলা অর্থাৎ চরিত্রহীন মহিলারা, যাদের সমাজে কোন মান সম্মান নেই, যারা ভালো বংশের নয়, তারা যায় সৎসঙ্গে। আমরা ভদ্র পরিবারের সন্তান, আমাদের সৎসঙ্গে কি কাজ?" এমনি ভাবে পুত্রবধূ কয়েকবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু মাতাজী মানতে নারাজ। একদিন কোন কারণবশতঃ গ্রামের কয়েকজন মহিলা তাদের বাড়িতে এসেছিল, তখন শাশুড়ি তার পুত্রবধূকে গালাগালি দিচ্ছিলেন, ধমক দিয়ে বলছিলেন, "আসতে দে তোর স্বামীকে, তাকে দিয়ে আজ তোর গায়ের চামড়া ছাড়াবো।" কারণ কি ছিল, পুত্রবধূ শাশুড়ি মায়ের জন্য চা বানিয়ে গ্লাসে ঢেলে রাখছিল, ওই সময় ঘরের ভিতরে বাচ্চা ঘুম থেকে উঠে কাঁদতে শুরু করেছিল এবং বাচ্চাকে আনার জন্য পুত্রবধূ ঘরে গিয়েছিল। ইতি মধ্যে কুকুর এসে চায়ের গ্লাস জিভ দিয়ে চাটতে লাগলো, গ্লাসটি প'ড়ে গিয়ে মাটিতে চা ছড়িয়ে পড়ল। শাশুড়ি মা উঠানে ওই গ্লাস থেকে মাত্র কুড়ি ফুট দূরে খাটের উপর বসে ছিল। শাশুড়ি মার মোটা তাজা শরীর ছিল। মাঠে ঘুরতে

বেড়িয়ে বাড়ি আসতো, কিন্তু একটা কাজেও হাত দিত না। এই নিয়ে ঝগড়া করছিল। গ্রামের অন্য পাড়া থেকে আসা মহিলা সৎসঙ্গে যেতেন। সব কথা শুনে তিনি ভতেরী (ওই শাশুড়ির নাম ভতেরী) কে বললেন, "আপনি সৎসঙ্গে চলুন।" তখনও একই উত্তর দিল। সৎসঙ্গে যাওয়া ওই ভক্তিমতি সৎসঙ্গে শোনা কথা অনেকক্ষণ ধরে শোনালেন কিন্তু ভতেরী মানতে রাজী হলেন না। ঘটনাক্রমে ভতেরীর অন্য বোনের বিয়ে ওই গ্রামের অন্য পাড়াতে হয়েছিল, যে পাড়ায় ওই সৎসঙ্গী মাতাজি জানকী বাস করতেন। ভতেরীর বোনের নাম ছিল দয়াকৌর। জানকী গিয়ে দয়াকৌর কে বললেন, "তোর বোন ভতেরী তো ঘরকে নরক বানিয়ে রেখেছে। অকারণে ঝগড়া করছে। আমি কোনও কারণবশত: তাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। একটা চায়ের গ্লাস কুকুরে ফেলে দেওয়া নিয়ে মহাভারত তৈরি করল। জানকীর বলাতে দয়াকৌরও সৎসঙ্গ শুনতে গিয়েছিল এবং দীক্ষা নিয়েছিল। জানকী বললেন, "যেমন করেই হোক ওকে একবার সৎসঙ্গে নিয়ে চল। যতক্ষণ পর্যন্ত সাধু-সন্তের বিচারধারা না শুনবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি ব্যর্থ চিন্তা (টেনশন) নিজেও করবে এবং ঘরের সদস্যদেরও চিন্তার মধ্যে রেখে দিবে।" দয়াকৌর পরের দিন তার বোনের বাড়ি গেলেন। কোন এক উপলক্ষ (বাহানা) কে কেন্দ্র ক'রে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। ওখানে অন্য কয়েকজন মহিলা সতসঙ্গে যাওয়ার জন্যে জানকীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দয়াকৌর কে সৎসঙ্গে যেতে বলার জন্য তারা সকলে তার বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে তার বোন ভতেরীকে দেখে তাকেও সৎসঙ্গে যাওয়ার জন্য বললেন এবং ভতেরীও সতসঙ্গে যাওয়ার জন্য রাজী হলেন। ভতেরী জীবনে প্রথম সৎসঙ্গ শুনলেন। আশ্রমে স্ত্রী-পুরুষ কেমন ভাবে থাকে, তা চাক্ষুষ দেখে তার খুব ভালো লাগল। যেসব আজেবাজে কথা শুনতেন, আশ্রমে সে-রকম কিছুই দেখতে পেলেন না। সৎসঙ্গে বলা হল যে, কিছু ব্যক্তি নিজের বোন, বৌ-বেটি তথা অন্য মহিলাগণকে সৎসঙ্গে পাঠায় না এবং নিজেও যায় না। তারা বলেন যে, সৎসঙ্গে গেলে তাদের ঘরের ইজ্জত নষ্ট হয়ে যাবে, তাদের বৌ-বেটি বদনাম হয়ে যাবে। তাদের বিচার করা উচিত, সৎসঙ্গে না গেলে পরমাত্মার বিধান সম্পর্কে জ্ঞান হয় না। ভক্তি না করা স্ত্রী-পুরুষ আগামী জন্মে মহা কষ্ট ভোগ করে।

❖ সূক্ষ্ম বেদে বলা হয়েছে, মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত ক'রে, যে ভক্তি করে না, তার কি ক্ষতি হয়?

কবীর, হরি কে নাম বিনা, নারী কুতিয়া হোয়।
গলী-গলী ভৌকত ফিরৈ, টুক না ডালৈ কোয়।।

সন্ত গরীব দাস জীর বাণী থেকে :-

বীবী পড়দৈ রহে থী, ডয়োড়ী লগতী বাহর। অব গাত উধাড়ৈ ফিরতী হৈঁ, বন কুতিয়া বাজার।
বে পড়দে কী সুন্দরী, সুনোঁ সন্দেশ মোর। গাত উধাড়ৈ ফিরতী হৈ করেঁ সরাযোঁ শোর।।
নক বেসর নক পর বনি, পহরে থী হার হমেল। সুন্দরী সে কুতিয়া বনী, সুন সাহেব (প্রভু) কে খেল।।

ভাবার্থ :- মনুষ্য জীবন প্রাপ্ত প্রাণী যদি ভক্তি না করে, তবে সে মৃত্যুর পর পশুপাখি ইত্যাদি যোনি প্রাপ্ত করে, পরমাত্মার নাম জপ ছাড়া নারী পরের জন্মে কুকুরের জীবন প্রাপ্ত করে। তারপর নি:বস্ত্র হ'য়ে উলঙ্গ শরীরে গলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়ায়, ক্ষুধাতে বেহাল অবস্থা হয়, তাকে কেউ রুটির এক টুকরোও দেয় না। যে সময় ওই আত্মা নারীরূপে কোনও রাজা, রানা অথবা উচ্চ আধিকারিক এর স্ত্রী হয়েছিলেন, সেটা তার পূর্ব জন্মের পুণ্যের ফল ছিল যা কখনো কোন এক জন্মে ভক্তিধর্ম করেছিলেন। সেই সব ভক্তি, সব পুণ্য স্ত্রী রূপে প্রাপ্ত করে, সেই আত্মা উঁচু ঘরের বৌ-বেটি রূপে জন্ম নিয়ে পর্দার ভিতরে থাকতেন, কাজু-কিসমিস দিয়ে হালুয়া খেতেন। তাদের ফেলে রাখা এঁটো ঝিয়েরা খেতো। তাদের সৎসঙ্গে যেতে দেওয়া হত না কারণ তারা উঁচু ঘরের বৌ-বেটি ছিলেন।

ঘরের বাইরে যাওয়াকে তাঁরা অসম্মান মনে করতেন। এতেই বড় ঘরের ইজ্জত ব'লে মনে করা হত, ঘরে পর্দার আড়ালে বৌ-বেটিদের থাকা উচিত। এই সব কুসংস্কারের কারণে, সেই সব পুণ্যাত্মা নারীগণ সৎসঙ্গ-র বিচার না শোনার ফলে ভক্তি থেকে বঞ্চিত রয়ে যেত। এই মানব শরীরে সেই স্ত্রী, গলায় ন লাখ টাকার বহুমূল্য হার পরতেন, নাকে সোনার নোলক পরতেন। এইভাবে সোনার গহনার-সাজগোজেই জীবন ধন্য ব'লে মনে করতেন। ভক্তি না করার ফলে এবার কুকুরের জীবন প্রাপ্ত ক'রে উলঙ্গ শরীরে গলিতে গলিতে এক এক টুকরো রুটির জন্য লালায়িত হয়ে থাকে। আগে শহরের মধ্যে সরাই (ধর্মশালা) থাকত। যাত্রীরা রাত্রিবেলা সেখানে থাকত, সকালে ভোজন করে প্রস্থান করত। সেই পর্দার আড়ালে থাকা সুন্দরী নারী কুকুর হয়ে ধর্মশালায় থাকা যাত্রীদের দেওয়া এক টুকরো খাবার খাওয়ার জন্য ধর্মশালায় ঘেউ ঘেউ ক'রে বেড়াত। রুটির টুকরো ভূমির উপর দেওয়া হলে, তার সাথে কিছু বালি মাটিও লেগে যায়, সেই সুন্দরী রমণী যে কাজু কিসমিস যুক্ত হালুয়া, ক্ষীর খেত, ভক্তি করতো না। এখন এই মাটি-বালি যুক্ত রুটির টুকরোই খাচ্ছে। মনুষ্য শরীর থাকতে যদি পূর্ণ সন্তের কাছে নাম দীক্ষা নিয়ে ভক্তি করতো, তবে আজ এই অভিশপ্ত দিন দেখতে হত না।

কবীর, হরি কে নাম বিন, রাজা রষভ হোয়। মিট্টি লদে কুম্হার কে, ঘাস ন নীরৈ কোয়।।

ভগবানের ভক্তি না করায় রাজা গাধার শরীর প্রাপ্ত করে। কুমোরের ঘরে মাটি বহে বেড়ায়, জঙ্গলে গিয়ে ঘাস খেয়ে আসতে হয়।

ফির পীছে তু পশুআ কিজৈ, দীজৈ বৈল বনায়। চার পহর জঙ্গল মেঁ ডোলে, তো নহীঁ উদর ভরায়।।
সির পর সিঙ্গ দিয়ে মন বৌরে, দুমসে মচ্ছর উড়ায়। কান্ধে জুআ জোতৈ কূআ, কোঁদোঁ কা ভুস খায়।।

ভাবার্থ :- গাধার শরীর সমাপ্ত হওয়ার পর, সেই প্রাণী বলদের যোনি প্রাপ্ত হয়। মানব শরীরে এই জীবের কত সুবিধা উপলব্ধ ছিল। খিদে পেলেই খাবার খাও, দুধ পান কর, চা পান কর, পিপাসা পেলে জল পান কর। ভক্তি না করায়, সেই প্রাণী বলদ হয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চার প্রহর অর্থাৎ 12 ঘন্টা পর্যন্ত জঙ্গলে ঘোরাফেরা ক'রে বেড়ায়, জমি চষার জন্য লাঙ্গলে জোতা হয়। দিনে কেবল দু-বার খাবার খেতে দেওয়া হয়, দুপুর ১২ টা এবং রাত্রিতে। এর মাঝে যদি তার খিদে পায়, চারিদিকে খাবার পড়ে থাকে তবুও খেতে পারে না, চাষী তাকে ঘাস খেতে দেয় না। জলও সময়মতো দিনে দুইবার বা তিনবার দেওয়া হয়। মাথায় শিং ও পিছনে একটি লেজ লাগানো থাকে। যখন মানব শরীরে ছিল তখন ওই জীব কুলার, পাখা ব্যবহার করত অথবা এ.সি ঘরে থাকত। এখন একটি লেজ আছে, এটিকে চাইলে, হয় কুলারের জায়গায় ব্যবহার করো অথবা পাখার জায়গায় ব্যবহার করো। আর ঐ লেজ দিয়েই মশা তাড়ায়।

❖ সৎসঙ্গে এটাও বলা হয়েছে যে, ঘরে কলহের কারণ পরমাত্মার বিধানকে না বুঝে সংসারের ভাবে চলা। ঘরের কোনও সদস্য ঘরের ক্ষতি করতে চায় না।

কোনও কারনে যদি কারো দ্বারা কোনও ক্ষতি হয়ে যায়, তা নিয়ে ঝগড়া-অশান্তি করা উচিত নয়। যে ক্ষতি হওয়ার ছিল, তা তো হয়ে গিয়েছে, তা তো আর ঠিক হবে না। বৃথা কলহ করা বুদ্ধিমত্তা নয়। ভুল করে কারো দ্বারা যদি কোন ক্ষতি হয়ে থাকে, তো তাকে বলা উচিত 'হে বেটা-বেটি, মাতা-পিতা, শাশুড়ি-বৌমা! এটা যা হয়ে গিয়েছে, আমাদের ভাগ্যে ছিল। তুমি ইচ্ছাকৃত করো নি'। এই কথায় ঘরে

শান্তি বজায় থাকবে। ঝগড়াতে কাল নি বাস করে। ওই ঘরে ভূত-প্রেতের আশ্রয় হয়। যারা কলহ করে না তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করে। যে ঘরে নামের সুমিরন তথা পরমাত্মার ভক্তি (আরতী-স্তুতি, জ্যোতি যজ্ঞ) হয়, সেই ঘরে পরমাত্মর আদেশে দেবতাদের নিবাস হয়।

সৎসঙ্গ শুনে সকলে নিজের নিজের বাড়ি চলে গেলে। সৎসঙ্গ দুপুর ১২ টা থেকে ২ টো পর্যন্ত হয়েছিল। পুত্রবধূ জানতো না যে, শাশুড়ি-মা সৎসঙ্গে গিয়েছিলেন। পরের দিন সকালে গরুর দুধ দুইয়ে পুত্রবধূ দুধের ভরা বালতি ছাতে লেগে থাকা হুকের আংটাতে টাঙাতে লাগল। সে মনে করল, বালতি হয়তো টাঙানো হয়ে গিয়েছে কিন্তু আংটার বিপরীত দিকে বালতির কড়া লেগেছিল। ঠিকঠাক লেগে গিয়েছে ভেবে পুত্রবধূ বালতিটি ছেড়ে দিল। বালতি ভূমির উপর পড়ে গিয়ে সমস্ত দুধ ছড়িয়ে গেল। শব্দ শুনে ভতেরী এল। পুত্রবধূ দুধের পরিবর্তে শাশুড়িমা-র দিকে হতাশায় তাকিয়ে থাকল। কিছু বলা উচিত হবে না মনে করল কারণ পুত্রবধু জানত যে শাশুড়ি মা কোনও কৈফিয়তের কথা শোনেন না। ভাবছিল "আজ সারাদিন অশান্তির মধ্য দিয়ে যাবে। সন্ধ্যাবেলায় স্বামী আসবে,তাকে দিয়েও পেটাই করাবে। হে পরমাত্মা! এটা কি হল? এমন ভুল তো আগে কখনো হয় নি। হে সদগুরু! একটু তো দয়া করো। আমি আপনার ভক্তিও ভুলতে বসেছি। সারাদিন শুধু শাশুড়িমা-র শ্লোক গুলিই মনে থাকে।" ভতেরী বলল, "বেটী! যা হওয়ার ছিল তা হয়ে গিয়েছে, আজ আমাদের ভাগ্যে দুধ নেই। চিন্তা করিস না। এই দুধটাকে উপর উপর হাত দিয়ে তুলে বালতিতে ভরে মহিষকে খাইয়ে দে।" এই ব'লে দীক্ষা মন্ত্র জপ করতে লাগল। পুত্রবধূ তার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ভাবছিল, কি জানি মাতাজি আজ কোন স্টেশন (রেডিও আকাশবাণী) ধরল! এই শীতল বচন ভতেরীর ঝুলিতে ছিল না। এতে ছল কপট ভরা ছিল। আশপাশ দিয়ে যখন যেতেন, তখনও বিড়-বিড় এর ফোয়ারা বের হত। পুত্রবধূর নাম ছিল নিশা।

সে ভাবছিল, 'নিশা আজ নিশিতে (রাতে) তোর ভয়ংকর দশা হবে।'

নিশার ভাবনা ছিল যে, তার স্বামীকে শাশুড়ী মাতা সমস্তটা বলে দেবে! মায়ের কথা শুনে সে তার স্ত্রীর কোনও কথাই শোনে না। গালাগালি করবে। সারাদিন আর রাত্রি কেঁদে কেঁদে কাটবে। নিশা মাটিতে পড়ে থাকা দুধ বালতিতে ভরে মহিষকে খাইয়ে দিলো। বালতি ধুইয়ে রেখে দিল। ভতেরী এলেন আর বললেন, "বেটি! রুটি খেয়ে নে। চিন্তা করিস না। বেটি! কাল আমি আমার বোন দয়াকৌরের সাথে 'সৎসঙ্গে' গিয়েছিলাম। আমার তো চোখ খুলে গেল। আমি তো খুব ঝগড়ুটে হয়ে উঠেছিলাম। বেটি, পারলে ক্ষমা করে দিস। পূর্বে যা হওয়ার তা হয়েছে, এখন থেকে নিজের মেয়েকে চোখের পাতায় রাখব। আমার আসল বেটি তো তু-ই। জন্ম দেওয়া বেটি তো অন্যের ছিল, সে চলে গিয়েছে। নিজের সুখ-দু:খ পূর্ব নির্ধারিত (ভাগ) হয়ে আছে। আমার তো একদিনের সৎসঙ্গেই চোখ খুলে গিয়েছে। বেটি! আগামী রবিবার তুও চল, আমিও যাব। ধীরে ধীরে বেটা (নিশার স্বামী)কেও নিয়ে যাব।" ছেলেও দীক্ষা নিয়ে নিল। ঘর স্বর্গে পরিণত হল।

বিবেচনা :- এই পুস্তিকাতে সর্বপ্রথম বলা হয়েছে যে কর্মের দ্বারাই সুখ হয় এবং কর্মের দ্বারাই দুঃখ হয়। পূর্ব জন্মে কৃত ভালো-মন্দ কর্মের কারণ সুখ (স্বর্গ) তথা দুঃখ (নরক) প্রাপ্তি হয়। দুঃখের কারণ পাপ। যেমন পায়ে কাঁটা ঢুকে গেলে যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা কাঁটার কারণে হয়, যদি কাঁটা বের করে দেওয়া হয় তবে যন্ত্রণা বন্ধ হয়ে যায়। কারণ দুঃখ কাঁটার কারণে হচ্ছিল। একই প্রকারে পূর্ণ পরমাত্মা কবীর জীর ভক্তি করলে পাপ নাশ (সমাপ্ত) হয়ে যায়। জীব সুখী হয়ে ওঠে। সেই ভক্তি করার বিধি এবং মন্ত্র দাসের নিকটে আছে, যার দ্বারা পরমাত্মা আপনাকে সুখী করে দেবেন। সাধকের পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। ঘর স্বর্গে পরিণত হবে।

<u>বেদের মধ্যে প্রমাণ</u> :- বেদও এই কথার সাক্ষী। প্রমাণের জন্য পড়ুন যজুর্বেদ অধ্যায় ৮ মন্ত্র ১৩-এর ফটোকপি যার অনুবাদ আর্য সমাজের প্রবর্তক মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী জী দ্বারা করা হয়েছে। অনুবাদক পরমাত্মাকে সকলের উপকারী মিত্র বলেছেন। বাস্তবে সত্যিকারের সাথী পরমাত্মাই। জীবিত থাকতেও সাথী, মৃত্যুর পরও মিত্র থাকে। এই সংসারের সমস্ত সম্পর্ক এই পর্যন্তই। এই বেদ মন্ত্রে স্পষ্ট আছে যে নিজের ভক্ত/ভক্তিমতির (এনসঃ এনসঃ) ঘোর পাপকেও পরমাত্মা নাশ (শেষ) করে দেন যার দ্বারা সুখ প্রাপ্ত হয়। :-

देवकृतस्यैनसोऽवयजनमसि मनुष्यकृतस्यैनसोऽवयजनमसि पितृकृतस्यैनसोऽवयजनमस्यात्मकृतस्यैनसोऽवयजनमस्येनसऽएनसोऽवयजनमसि । यच्चाहमेनो विद्वाँश्चकार यच्चाविद्वाँस्तस्य सर्वस्यैनसोऽवयजनमसि ॥१३॥

पदार्थ:—हे सब के उपकार करने वाले मित्र ! आप (**देवकृतस्य**) दान देने वाले के (**एनस:**) अपराध के (**अवयजनम्**) विनाश करने वाले (**असि**) हो (**मनुष्यकृतस्य**) साधारण मनुष्यों के किये हुए (**एनस:**) अपराध के (**अवयजनम्**) विनाश करने वाले (**असि**) हो (**पितृकृतस्य**) पिता के किये हुए (**एनस:**) विरोध आचरण के (**अवयजनम्**) अच्छे प्रकार हरने वाले (**असि**) हो (**आत्मकृतस्य**) अपने किये हुए (**एनस:**) पाप के (**अवयजनम्**) दूर करने वाले (**असि**) हो (**एनस: एनस:**) अधर्म्म के अधर्म्म के (**अवयजनम्**) नाश करने हारे (**असि**) हो (**विद्वान्**) जानता हुआ मैं (**यत्**) जो (**च**) कुछ भी (**एन:**) अधर्म्माचरण (**चकार**) किया, करता हूं वा करूं (**अविद्वान्**) अनजान मैं (**यत्**) जो (**च**) कुछ भी किया करता हूं वा करूं (**तस्य**) उस (**सर्वस्य**) सब (**एनस:**) दुष्ट आचरण के (**अवयजनम्**) दूर करने वाले आप (**असि**) हैं ॥१३॥

ভক্তি করলে দুঃখ সমাপ্ত হয়, কার্য সিদ্ধি হয়। যেমন আগেকার সময়ে (৩০ - ৪০ বছর আগে) হাত দিয়ে যাঁতা চালাতো, হাত দিয়ে পশুদের খাবার (সানি) কাটতো। এখন বিদ্যুৎ চালিত যাঁতা (চাকি) তথা বিদ্যুৎ চালিত মেশিন দ্বারা সানি (পশুদের খাবার) কাটা হয়। কত সহজ হয়ে গিয়েছে। একই প্রকারে পরমাত্মা কবীর জীর (পরম অক্ষর ব্রহ্ম) ভক্তি করলে ভক্ত/ভক্তিমতিদের সব কাজ সহজ হয়ে যায়। ঘর স্বর্গে পরিণত হয়। জন্ম মৃত্যুর চক্র চিরকালের জন্য সমাপ্ত হয়ে যায়।

প্রশ্ন :- মৃত্যু ভোজের বিষয়ে আপনাদের বিচার কি?

উত্তর :- এটা ব্যর্থ। আমরা করি না। এখন তো বুদ্ধিমান মানব সমাজ তারাও নিষেধাজ্ঞা লাগাতে শুরু করেছে। কবীর সাহেব জীর বাণীতে বলা হয়েছে যে :-

কবীর, জীবিত বাপ গেল লঠ্ঠম লঠ্ঠা, মূয়ে গঙ্গ পহুঁচাবৈঁ।

অর্থাৎ, নিজের মাতা পিতা জীবিত থাকতে, তাদের সঙ্গে উল্টাপাল্টা আচরন করে (সবাই নয়,

বেশির ভাগ)। মৃত্যুর পরে তাদের পুড়ে যাওয়া অস্থি গুলিকে ছাই সমেত তুলে পুরোহিতের মাধ্যমে গঙ্গার জলে প্রবাহ করতে যায়। তারপর তার কাজ (মৃত্যুভোজ) করে। সেটা ব্যর্থ নিজের মাতা পিতাকে জীবিত থাকতে খাওয়া-দাওয়া করাও, ভালো কাপড় পরাও, ভালোবাসা দাও। যদি ধর্মযজ্ঞ করতে হয়, তাহলে জীবিত থাকা কালীন শাস্ত্র অনুসারে করাও। গুরু বানাও। মানব জীবন সফল হবে।

কবীর, গুরু বিন মালা ফেরতে, গুরু বিন দেতে দান। গুরু বিন দোনোঁ নিষ্ফল হৈঁ, পুছো বেদ পুরাণ।।
কবীর, রাম-কৃষ্ণ সে কৌন বড়া, উন্হোঁনে ভী গুরু কীন্হ। তিন লোক কে বে ধনী, গুরু আগে আধীন।।

অর্থাৎ, গুরু না বানিয়ে দান করা, নাম জপ করা ব্যর্থ।

আপনারা হিন্দু লোকেরা তো শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্রের চেয়ে বড় কাউকে মানেন না। তারাও গুরু বানিয়ে ছিলেন। শ্রীরাম চন্দ্র জী বশিষ্ঠ ঋষিকে গুরু বানিয়েছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ জী দূর্বাসা ঋষিকে গুরু বানিয়ে ছিলেন। (ঋষি সন্দীপন জী শ্রীকৃষ্ণ জীর অক্ষর গুরু অর্থাৎ শিক্ষক ছিলেন। ঋষি দুর্বাসা আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন।) আপনি কি রাম বা কৃষ্ণজীর থেকে বড়, যে গুরু বানান নি। গুরু পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। তারপর দান, ধর্ম করা লাভদায়ক।

ধরিত্রীর উপর স্বর্গ- এর প্রসঙ্গ চলছে :-

➠ আপনার নিকট নিবেদন, যে এই পুস্তকটি মন শক্ত ক'রে শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ে বুঝে আমি দাস (লেখক) এর আশ্রমে বা নামদান কেন্দ্রে আসুন এবং শাস্ত্রোক্ত সাধনা জেনে নিয়ে নিজের এবং পরিবারের নিশুল্ক কল্যাণ করান। পৃথিবীর উপরই স্বর্গের অনুভব করুন। এই পুস্তকটি পড়ার পরেও যদি লোক লজ্জার কারণে এই পাঁকে আটকে থাকেন, তবে তা বুদ্ধিমত্তা নয়। যেমন সতীদাহ প্রথা ছিল। স্বামী মারা গেলে লোকলজ্জা বা কুপ্রথার কারণে যুবতী স্ত্রীকেও জীবন্ত জ্বলে পুড়ে মরতে হত। রাজাও এই প্রথার মার থেকে বাঁচতো না। মহাভারত গ্রন্থে প্রকরণ (উল্লেখ) আছে যে, রাজা পান্ডুর মৃত্যুর পর রানী মাদ্রী তার সাথে সতী হয়েছিলেন অর্থাৎ জীবন্ত জ্বলে মরেছিলেন। (রাজা পান্ডুর দুই পত্নী ছিল :- কুন্তী এবং মাদ্রী) এই প্রথা সমাপ্ত করার জন্যেও তো কোনো বুদ্ধিমান পুরুষ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেই সময় তারও প্রচুর বিরোধিতা হয়েছিল কিন্তু ধীরে ধীরে সবাই মেনে নিল। সকলে সুখী হল। এই প্রকার সমস্ত কুপ্রথা সমাপ্ত করতে হবে। পৃথিবীর উপর স্বর্গ তৈরি করতে হবে। বুদ্ধিজীবী মানুষ সহযোগিতা করুন।

প্রশ্ন :- ভক্তি এবং ধর্ম-কর্ম তো প্রায় সবাই করে। আপনি এবং আপনার অনুগামীরা করে না। আপনি কি বলতে চান? আপনার কথা থেকে মনে হচ্ছে যে আপনি ছাড়া কেউ ঠিকভাবে ভক্তি করে না।

উত্তর :- এটা সত্য, দাস (রামপাল দাস) এটাই বলেন, "বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে আমি ছাড়া কোনও গুরু শাস্ত্রোক্ত সাধনা করায় না, নিজেও করে না, কারণ ওনাদের নিজের নিজের শাস্ত্রের সঠিক জ্ঞানই

নেই। আপনি নীচের কথাগুলি নোট করুন এবং বলুন :-

আপনি কি বলতে পারবেন? :- গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২তে গীতা জ্ঞানদাতা প্রভু নিজের থেকে অন্য কোন পরমেশ্বরের শরণে যাওয়ার জন্য বলেছেন?

পড়ুন এই ফটোকপি, গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ যা জয়দয়াল গোয়েন্দকা দ্বারা অনুবাদিত তথা ভারতে প্রসিদ্ধ গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত :-

তম্, এব, শরণম্, গচ্ছ, সর্বভাবেন, ভারত,
তৎপ্রসাদাৎ, পরাম, শান্তিম্, স্থানম্, প্রাপ্স্যসি, শাশ্বতম্॥ ৬২॥

এইজন্য –

ভারত	= হে ভারত (অর্জুন)!	পরাম্	= পরম
সর্বভাবেন	= সর্ব প্রকারে (তুমি)	শান্তিম্	= শান্তি (ও)
তম্	= সেই পরমেশ্বরের	শাশ্বতম্	= সনাতন
এব	= ই	স্থানম্	= পরমধাম
শরণম্	= অনন্যভাবে শরণ	প্রাপ্স্যসি	= প্রাপ্ত হবে।
গচ্ছ	= গ্রহণ করো		
তৎপ্রসাদাৎ	= সেই পরমাত্মার কৃপাতে (ই)		

আপনি কি জানেন ? :- গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৯-এ গীতা জ্ঞানদাতা প্রভু বলেছেন যে, যে সাধক কেবল (জরা) বৃদ্ধাবস্থার দুঃখ থেকে তথা মরণ (মৃত্যু)-এর দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য চেষ্টা অর্থাৎ সাধনা করেন, তিনি (তৎ ব্রহ্ম) ওই ব্রহ্ম অর্থাৎ গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তে বর্ণিত পরমেশ্বরকে তথা সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানকে তথা সম্পূর্ণ কর্ম কে জানেন অর্থাৎ **"এক লেবা এক দেবা দূতম"** গল্পটির তত্ত্ব জানেন।

❖ গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১-এ অর্জুন গীতা জ্ঞানদাতা কে প্রশ্ন করেছেন যে (কিম্ তৎ ব্রহ্ম) তৎ ব্রহ্ম কি - যে বিষয়ে আপনি গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৯-এ বলেছেন। এর উত্তর গীতা জ্ঞানদাতা প্রভু (আপনার মত অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ জী) গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩ এ দিয়েছেন। বলেছেন যে "তিনি পরম অক্ষর ব্রহ্ম।"

তারপর, এই প্রসঙ্গ কে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে গীতা জ্ঞানদাতা এই ৮ অধ্যায়ের শ্লোক ৫-৭ তথা শ্লোক ৮-৯-১০ এ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে :-

(শ্লোক ৫ থেকে ৭) :- যে পুরুষ অন্তিমকালে আমাকেই স্মরণ করতে করতে শরীর ত্যাগ করে, সে আমার সাক্ষাৎ রূপ কে প্রাপ্ত করে। এতে কিছু সংশয় নেই। (গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৫)

হে কুন্তী পুত্র অর্জুন! অন্তিম কালে মনুষ্য অর্থাৎ সাধক যে-যে ভাবকে অর্থাৎ ইষ্টকে স্মরণ করতে করতে শরীর ত্যাগ করে, সেই-সেই ভাব কে-ই প্রাপ্ত হয়, কারণ সে সর্বদা ওই ভাব দ্বারাই ভাবিত থাকে। (গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৬)

❖ এইজন্যে হে অর্জুন! তুমি নিরন্তর আমার স্মরণ করো আর যুদ্ধও করো। এই প্রকার আমাতে সমর্পিত ভাব দ্বারা যুক্ত হয়ে তুমি নিঃসন্দেহে আমাকে-ই প্রাপ্ত করবে। (গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৭)

হে ভদ্র পুরুষ! এই উপরোক্ত শ্লোকে তো গীতা জ্ঞানদাতা নিজের ভক্তি করার জন্য বলেছেন যার

দ্বারা ওনাকে প্রাপ্তি হয়। তারপর গীতা অধ্যায় ৮ এর শ্লোক ৮-৯-১০ এ ওই 'পরম অক্ষর ব্রহ্ম' এর ভক্তি করতে বলেছেন, যে বিষয়ে উপরে বলা হয়েছে।

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৮-৯-১০ :-

❖ হে পার্থ! কেবল মাত্র পরমেশ্বর (পরম অক্ষর ব্রহ্ম) এর অভ্যাস রূপ যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অন্যন্য চিত্তে নিরন্তর চিন্তন করতে করতে মানুষ পরম দিব্য পরমেশ্বর অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। (গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৮)

শ্রীমান জী, লক্ষ্য কর! শ্লোক ৯-এ গীতা জ্ঞানদাতা প্রভু (আপনার মতে শ্রীকৃষ্ণ জী) এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তিনিই (সর্বস্ব ধাতারম) সকলের ধারন-পোষণ কারী যা এই প্রকার :-

যিনি অনাদি, সকলের নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম থেকে অতি সূক্ষ্ম, সকলের ধারণ-পোষণকারী, অচিন্ত্যস্বরূপ, সূর্যের মতো প্রকাশমান, অজ্ঞান থেকে অতি উর্ধ্বে, শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ঘন পরমেশ্বর এর স্মরণ করেন। (গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৯)

সেই ভক্তি যুক্ত পুরুষ অন্তিম কালে যোগ বল দ্বারা অর্থাৎ ভক্তির শক্তির দ্বারা প্রাণ (শ্বাস) কে ভ্রুকুটীর মধ্যে দৃঢ় ভাবে স্থাপিত করে অনন্য ভাবে ওই (আমার থেকে অন্য) দিব্য পুরুষ অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্ম (পরমেশ্বর) কে-ই প্রাপ্ত করে।

{হে জেন্টলম্যান! আপনি এবং আপনার ধর্ম গুরু কি ঐ পরমেশ্বর (পরম অক্ষর ব্রহ্ম) কে জানেন? তিনি কে? যার স্মরণে গেলে পরম শান্তি তথা সনাতন পরমধাম (সত্যলোক) প্রাপ্ত হয়? জেন্টালম্যান বললেন, "কখনো শুনিই নি। গীতা প্রতিদিন পড়ি। আজ চোখ খুলে গেল।}

উপরোক্ত গীতার সমস্ত শ্লোকের ফটোকপি পড়ুন :-

(গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৯- র ফটোকপি)

জরামরণমোক্ষায়, মাম্, আশ্রিত্য, যতন্তি, যে
তে, ব্রহ্ম, তৎ, বিদুঃ, কৃৎস্নম্, অধ্যাত্মম্, কর্ম, চ, অখিলম্॥ ২৯॥

– এবং

যে	= যারা		ব্রহ্ম	= ব্রহ্মকে
মাম্	= আমাকে		চ	= তথা
আশ্রিত্য	= আশ্রয় করে		কৃৎস্নম্	= সম্পূর্ণ
জরামরণ-মোক্ষায়	= জরা এবং মরণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য		অধ্যাত্মম্	= অধ্যাত্মকে, (আর)
যতন্তি	= যত্ন করে,		অখিলম্	= সমুদয়
তে	= তারা		কর্ম	= কর্মকে
তৎ	= সেই		বিদুঃ	= জানে।

(গীতা অধ্যায় ৮, শ্লোক ১-এর ফটোকপি)

কিম, তৎ, ব্রহ্ম,কিম, অধ্যাত্মম, কিম্, কর্ম, পুরুষোত্তম
অধিভূতম্, চ, কিম্, প্রোক্তম্, অধিদৈবম্, কিম, উচ্যতে ॥ ১ ॥

—এইপ্রকার ভগবানের কথা বুঝতে না পারায় অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন

পুরুষোত্তম	=	হে পুরুষোত্তম!	কিম্	=	কী
তৎ	=	(যা আপনি বর্ণনা করলেন) সেই	চ	=	ও
			অধিভূতম্	=	অধিভূত (নামে)
ব্রহ্ম	=	ব্রহ্ম	কিম্	=	কী (কাকে)
কিম্	=	কী (এবং)	প্রোক্তম্	=	বলা হয়েছে (তথা)
অধ্যাত্মম্	=	অধ্যাত্ম	অধিদৈবম্	=	অধিদৈব (নামে)
কিম্	=	কী, (আর)	কিম্	=	কী
কর্ম	=	কর্ম	উচ্যতে	=	কথিত হয়েছে?

(গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩-এর ফটোকপি)

অক্ষরম্, ব্রহ্ম, পরমম, স্বভাবঃ, অধ্যাত্মম্, উচ্যতে
ভূতভাবোদ্ভবকরঃ, বিসর্গঃ, কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

–!এইপ্রকার অর্জুন প্রশ্ন করলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন

পরমম্	=	পরম	অধ্যাত্মম্	=	'অধ্যাত্ম' (নামে)
অক্ষরম্	=	অক্ষর অর্থাৎ যার কখনও নাশ নেই–এইরূপ সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা হলেন	উচ্যতে	=	কথিত হয়েছে, (আর)
			ভূতভাবো–দ্ভবকরঃ	=	প্রাণীগণের ভাবের উৎপন্নকারী
			বিসর্গঃ	=	যে ত্যাগ তা
ব্রহ্ম	=	'ব্রহ্ম' (এবং)	কর্মসংজ্ঞিতঃ	=	'কর্ম' নামে কথিত হয়েছে
স্বভাবঃ	=	নিজের স্বরূপ অর্থাৎ জীবাত্মা			

(গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৫ -এর ফটোকপি)

অন্তকালে, চ, মাম্, এব, স্মরন্, মুক্ত্বা, কলেবরম্।
যঃ, প্রয়াতি, সঃ, মদ্ভাবম্, যাতি, ন, অস্তি, অত্র, সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

– তথা

চ	=	এবং	প্রয়াতি	=	যায়,
যঃ	=	যে পুরুষ	সঃ	=	সে
অন্তকালে	=	মৃত্যুকালে	মদ্ভাবম্	=	আমার (সাক্ষাৎ) স্বরূপকে
মাম্	=	আমাকে			
এব	=	ই	যাতি	=	প্রাপ্ত হয়
স্মরন্	=	স্মরণ করে	অত্র	=	এতে (কোনই)
কলেবরম্	=	শরীর	সংশয়ঃ	=	সংশয় (সন্দেহ)
মুক্ত্বা	=	ত্যাগ করে	ন, অস্তি	=	নেই।

(গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৬ এর ফটোকপি)

যম্, যম্, বা, অপি, স্মরন্, ভাবম্, ত্যজতি, অন্তে, কলেবরম্
তম্, তম্, এব, এতি, কৌন্তেয়, সদা, তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

– এর কারণ হ'ল

কৌন্তেয়	= হে কুন্তীপুত্র অর্জুন! (এই মানুষ)	তম্	= সেই
		তম্	= সেই
অন্তে	= মৃত্যুকালে	এব	= (ভাবকে) ই
যম্	= যে	এতি	= প্রাপ্ত হয়, (কেননা সে)
যম্	= যে		
বা, অপিভাবম্	= ভাবকেই	সদা	= সর্বদা
স্মরন্	= স্মরণ করে	তদ্ভাবভাবিত	= সেই ভাব দ্বারাই ভাবিত থাকে।
কলেবরম্	= শরীর		
ত্যজতি	= ত্যাগ করে,		

(গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৭ এর ফটোকপি)

তস্মাৎ, সর্বেষু, কালেষু, মাম্, অনুস্মর, যুধ্য, চ
ময়ি, অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ, মাম্, এব, এষ্যসি, অসংশয়ম্ ॥ ৭ ॥

এবং

তস্মাৎ	= সেইজন্য (হে অর্জুন! তুমি)		(এইরকম)
		ময়ি	= আমাতে
সর্বেষু	= সকল	অর্পিত–মনোবুদ্ধিঃ	= মন ও বুদ্ধি অর্পণ করে
কালেষু	= কালে (সময়ে) (নিরন্তর)		
মাম্	= আমাকে	অসংশয়ম্	= নিঃসন্দেহে (তুমি)
অনুস্মর	= স্মরণ করো	মাম্	= আমাকে
চ	= এবং	এব	= ই
যুধ্য	= যুদ্ধও করো,	এষ্যসি	= লাভ করবে।

(গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৮ ফটোকপি)

অভ্যাসযোগযুক্তেন, চেতসা, নান্যগামিনা
পরমম্, পুরুষম্, দিব্যম্, যাতি, পার্থ, অনুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

এবং

পার্থ	= হে পার্থ! (এটাই নিয়ম যে মানুষ)	চিন্তয়ন্	
অভ্যাস–যোগযুক্তেন	= পরমেশ্বরের ধ্যানের অভ্যাস রূপ যোগযুক্ত	পরমম্	= পরম (প্রকাশ স্বরূপ)
		দিব্যম্	= দিব্য
নান্যগামিনাঃ	= অনন্যগামী	পুরুষম্	= পুরুষকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকেই
চেতসা	= চিত্ত দ্বারা		
অনু-	= নিরন্তর চিন্তা করতঃ	যাতি	= প্রাপ্ত হয়।

(গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৯ এর ফটোকপি)

কবিম্, পুরাণম্, অনুশাসিতারম্, অণোঃ, অণীয়াংসম, অনুস্মরেৎ, যঃ
সর্বস্য, ধাতারম্, অচিন্ত্যরূপম্, আদিত্যবর্ণম্, তমসঃ, পরস্তাৎ॥ ৯॥

– এইজন্য

যঃ	=	যে পুরুষ	অচিন্ত্যরূপম	=	অচিন্ত্যস্বরূপ,
কবিম্	=	সর্বজ্ঞ,	আদিত্যবর্ণম্	=	সূর্যের মত নিত্য চেতন প্রকাশরূপ
পুরাণম্	=	অনাদি,			
অনুশাসিতারম্	=	সকলের নিয়ন্তা	তমসঃ	=	অবিদ্যার অতীত
অণোঃ	=	সূক্ষ্ম থেকেও	পরস্তাৎ	=	সচ্চিদানন্দ ঘন পরমাত্মাকে
অণীয়াংসম্		অতি সূক্ষ্ম,			
সর্বস্য	=	সকলের	অনুস্মরেৎ	=	স্মরণ করে,
ধাতারম্	=	ধারণপোষণকারী,			

(গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১০ এর ফটোকপি)

প্রয়াণকালে, মনসা, অচলেন, ভক্ত্যা, যুক্তঃ, যোগবলেন, চ, এব, ভ্রুবোঃ
মধ্যে, প্রাণম্, আবেশ্য, সম্যক্, সঃ, তম্ পরম্, পুরুষম্, উপৈতি, দিব্যম্॥ ১০॥

সঃ	=	সেই	অচলেন	=	নিশ্চল
ভক্ত্যা, যুক্তঃ	=	ভক্তিযুক্ত পুরুষ	মনসা	=	মন দ্বারা
প্রয়াণকালে	=	মৃত্যুকালে (ও)	(স্মরণ্)	=	স্মরণ করে
যোগবলেন	=	যোগবল দ্বারা	তম্	=	সেই
ভ্রুবোঃ	=	ভ্রুযুগলের	দিব্যম্	=	দিব্যস্বরূপ
মধ্যে	=	মধ্যে	পরম্	=	পরম পুরুষ
প্রাণম্	=	প্রাণকে	পুরুষম্	=	পরমাত্মাকে
সম্যক্	=	উত্তমরূপে	এব	=	ই
আবেশ্য	=	স্থাপন করে,	উপৈতি	=	প্রাপ্ত হয়।
চ	=	তারপর			

গীতার বক্তা নশ্বর। পরম অক্ষর ব্রহ্ম অবিনাশী :- প্রমাণের জন্য গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫,অধ্যায় ২ শ্লোক ১২, অধ্যায় ১০ শ্লোক ২-এ পড়ুন, যেখানে গীতা জ্ঞানদাতা নিজের জন্ম-মৃত্যু হওয়া স্বীকার করেছেন তথা গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১৭ তে তথা অধ্যায় ১৫ এর শ্লোক ১৭ তে নিজের থেকে আলাদা অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্ম (পরমেশ্বর) কে অবিনাশী বলেছেন।

গীতা বক্তা (আপনার মত অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ জী) গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২-তে উনার-ই শরণে যেতে বলেছেন। সেই পরমেশ্বর অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মা কে? কেমন? ওনার শরণ কিভাবে পাওয়া যায়? জানার জন্য পৃষ্ঠা নং ৪৮ এ লেখা ফোন নম্বরে এস.এম.এস করে পুস্তক আনিয়ে পড়ুন।

উপরোক্ত শ্লোকের ফটোকপি দয়া করে পড়ুন :-

(গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২-র ফটোকপি)

ন, তু, এব, অহম্, জাতু, ন, আসম্, ন, ত্বম্, ন, ইমে, জনাধিপাঃ
ন, চ, এব, ন, ভবিষ্যামঃ, সর্বে, বয়ম্, অতঃ, পরম্॥ ১২॥

ন	=	না	জনাধিপাঃ	=	রাজারা
তু	=	তো	ন (আসন্)	=	ছিলেন না।
(এবম্)	=	এইরূপ	চ	=	আর
এব	=	ই (হয়) (যে)	ন (এবম্)	=	এও নয়
অহম্	=	আমি	এব	=	যে
জাতু	=	কোনও কালে	অতঃ	=	এর
ন, আসম্	=	ছিলাম না	পরম্	=	পরে
(অথবা)			বয়ম্	=	আমরা
ত্বম্	=	তুমি	সর্বে	=	সকলে
ন (আসীঃ)	=	ছিলে না (অথবা)	ন, ভবিষ্যামঃ	=	থাকব না।
ইমে	=	এই			

(গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫ এর ফটোকপি)

বহূনি, মে, ব্যতীতানি, জন্মানি, তব, চ, অর্জুন
তানি, অহম্, বেদ, সর্বাণি, ন, ত্বম্, বেত্থ, পরন্তপ॥ ৫॥
– এর উত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন

পরন্তপ	=	হে পরন্তপ	তানি	=	ঐ
অর্জুন	=	হে অর্জুন!	সর্বাণি	=	সকল (জন্মের কথা)
মে	=	আমার	ত্বম্	=	তুমি
চ	=	এবং	ন, বেত্থ	=	জানো না, (কিন্তু)
তব	=	তোমার	অহম্	=	আমি
বহূনি	=	অনেক	বেদ	=	জানি।
জন্মানি	=	জন্ম			
ব্যতীতানি	=	অতীত হয়ে গেছে (কিন্তু)			

(গীতা অধ্যায় ১০ লোক ২ এর ফটোকপি)

ন, মে, বিদুঃ, সুরগণাঃ, প্রভবম্, ন, মহর্ষয়ঃ
অহম্, আদিঃ, হি, দেবানাম্, মহর্ষীণাম্, চ, সর্বশঃ॥ ২॥
হে অর্জুন

মে	= আমার	মহর্ষয়ঃ	= মহর্ষীগণ (ই)
প্রভবম্	= উৎপত্তি অর্থাৎ বিভূতিসহ লীলা–দ্বারা প্রকাশ হওয়া	বিদুঃ	= জানেন;
		হি	= কেননা
		অহম্	= আমি
		সর্বশঃ	= সকল প্রকারেই
ন	= না	দেবানাম্	= দেবতাদের
সুরগণাঃ	= দেবতারাই	চ	= ও
	= (জানেন এবং)	মহর্ষীণাম্	= মহর্ষিগণের
ন	= না	আদিঃ	= আদি কারণ।

(গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১৭-র ফটোকপি)

অবিনাশি, তু, তৎ, বিদ্ধি, যেন, সর্বম্, ইদম, ততম্, বিনাশম্
অব্যয়স্য, অস্য, ন, কশ্চিৎ, কর্তুম্, অর্হতি ॥ ১৭॥

–এই ন্যায়ানুসারে

অবিনাশি	= নাশ রহিত	অস্য	= এই
তু	= তো	অব্যয়স্য	= অবিনাশীর
তৎ	= তাকে	বিনাশম্	= বিনাশ
বিদ্ধি	= জানো,	কর্তুম	= করতে
যেন	= যার দ্বারা	কশ্চিৎ	= কেউই
ইদম্	= এই	ন, অর্হতি	= সমর্থ হয় না।
সর্বম্	= সম্পূর্ণ (জগৎ)		
ততম্	= ব্যাপ্ত রয়েছে (কেননা)		

(গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭-র ফটোকপি)

উত্তমঃ, পুরুষঃ, তু, অন্যঃ, পরমাত্মা, ইতি, উদাহৃতঃ
যঃ, লোকত্রয়ম্, আবিশ্য, বিভর্তি, অব্যয়ঃ, ঈশ্বরঃ ॥ ১৭॥

– এবং এই দুটি হতে

উত্তমঃ	= উত্তম	অব্যয়ঃ	= অবিনাশী,
পুরুষঃ	= পুরুষ	ঈশ্বরঃ	= পরমেশ্বর (ও)
তু	= তো	পরমাত্মা	= পরমাত্মা
অন্যঃ	= ভিন্ন (ই) (হন)	ইতি	= এইরূপ
যঃ	= যিনি	উদাহৃতঃ	= বলা হয়েছে।
লোকত্রয়ম্	= লোকত্রয়ে		
আবিশ্য	= প্রবেশ করে		
বিভর্তি	= সকলকে ধারণ পোষণ করেন (এবং) যাকে		

❖ **গীতার গোপন রহস্য :-** হে রুচিবান ভদ্রপুরুষ! হিন্দু ধর্মের ধর্ম গুরুদের (আদি ও বর্তমান) বেদ এবং শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার ক-খ জ্ঞানও নেই। ঋষি মহর্ষিদেরও জ্ঞান ছিল না। সর্ব ধর্মের ধর্ম গ্রন্থের জ্ঞান আমার গুরুদেব স্বামী রামদেবানন্দ জী মহারাজের আশীর্বাদে আমার আছে। গুরুদেবের কৃপায় গীতার গোপন রহস্য ঠিকভাবে বুঝেছি। আমি মূল জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) প্রাপ্ত করেছি যাকে সূক্ষ্ম বেদও বলা হয়। যে কারণে সর্ব ধর্ম শাস্ত্রের যথার্থ রূপ জানা সহজ হয়ে গিয়েছে। হিন্দু ধর্মগুরুদের তত্ত্বজ্ঞান ছিল না। এই জন্য অর্থের অনর্থ করে রেখেছেন।

প্রমাণ দিচ্ছি, মনোযোগ এবং ধৈর্যের সঙ্গে শুনুন এবং দেখুন :-

গীতা বক্তা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২-এ বলেছেন :-

প্রথমে গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত তথা মুদ্রিত শ্রী জয়দয়াল গোয়ন্দকা জী দ্বারা অনুবাদিত গীতাতে দেখাচ্ছি, যেখানে তিনি উল্টাপাল্টা অনুবাদ করেছেন।

দয়া করে গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২ এর ফটোকপি পড়ুন :-

এবম্, বহুবিধাঃ, যজ্ঞাঃ, বিততাঃ, ব্রহ্মণঃ, মুখে
কর্মজান্, বিদ্ধি, তান্ সর্বান্, এবম্, জ্ঞাত্বা, বিমোক্ষ্যসে॥ ৩২॥

এবম্	= এইরূপ
বহুবিধাঃ	= বহুবিধ
যজ্ঞাঃ	= যজ্ঞ
ব্রহ্মণঃ	= বেদের
মুখে	= বাণীতে
বিততাঃ	= বিস্তারিত বলা আছে
তান্	= সেই
সর্বান্	= সবকে
কর্মজান্	= শরীর, মন এবং ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া দ্বারাই নিষ্পন্ন
বিদ্ধি	= জানো
এবম্	= এই প্রকার (তত্ত্বতঃ)
জ্ঞাত্বা	= (তত্ত্বতঃ) জেনে (তুমি)
বিমোক্ষ্যসে	= সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হবে।

এই অনুবাদে অনেক শব্দের ভুল অর্থ করেছেন। ব্রহ্মণঃ এর অর্থ 'বেদ-এর' করেছেন তথা মুখে এর অর্থ 'বাণীতে' করেছেন যা ভুল। গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩-এর মধ্যেও "ব্রহ্মণঃ" শব্দ আছে। ওখানে এই অনুবাদক ঠিক অর্থ করেছেন। ব্রহ্মণ এর অর্থ সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম করেছেন। যদি গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২-এ 'ব্রহ্মণঃ' এর অর্থ 'সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম' করা যায় তাহলে সঠিক সরলার্থ হয়ে যায়, যা এই প্রকার গঠিত হয় :-

পরমেশ্বর সব থেকে উপরের লোকে নিবাস করেন। সেখান থেকে অবতরন করে পৃথিবীর উপর আসেন। যথার্থ অধ্যাত্ম জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) নিজের শ্রীমুখ কমল দ্বারা কবিতার বাণীতে বলেন। (এবম্) এই প্রকার (বহুবিধাঃ) অনেক রকম (যজ্ঞ:) ধার্মিক অনুষ্ঠান অর্থাৎ যজ্ঞ (পূজা) এর জ্ঞান (ব্রহ্মণঃ) সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মের (মুখে) মুখ থেকে উচ্চারিত বাণীতে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানে বিস্তারিতভাবে বলেছেন। ওইসব ক্রিয়া, কার্য করতে-করতে করা যেতে পারে। এই রকম জানো। ওইসব ক্রিয়াগুলিকে জেনে তুমি সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হবে অর্থাৎ ঐ তত্ত্বজ্ঞান এর আধারে সাধনা

পূজা করে পূর্ণ মোক্ষ (কখনো জন্ম-মৃত্যু হবে না, এইরকম মোক্ষ) প্রাপ্ত করবে।

বিঃ দ্রঃ :- এই সমস্ত অনুবাদকগনই গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ১- এ 'যজ্ঞ'র অর্থ প্রসঙ্গবশতঃ ধার্মিক পূজা বা ধার্মিক অনুষ্ঠান করেছেন। গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২-এও 'যজ্ঞ'-র অর্থ পূজা করা হলে সরলার্থ সঠিক হত। কিন্তু অনুবাদকগন 'যজ্ঞ'-র অর্থ 'যজ্ঞ' করেছেন। এখানে এর অর্থ ধার্মিক পূজা বা অনুষ্ঠান করা উচিত ছিল।

এই অনুবাদকগনই গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪ এর অনুবাদ সঠিক করেছেন, যার মধ্যে বলেছেন যে "ওই তত্ত্বজ্ঞান তুই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর কাছে গিয়ে বোঝ"। উনাকে ভালোভাবে দণ্ডবৎ প্রণাম করলে, তাঁর সেবা করলে ও কপট ত্যাগ ক'রে সরলতা পূর্বক প্রশ্ন করলে, সেই পরমাত্ম তত্ত্ব-র সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত জ্ঞানী মহত্মা তোকে ওই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেবেন। (গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪)

দয়া করে পড়ুন, গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ এর ফটোকপি যার মধ্যে "ব্রহ্মণ" এর অর্থ "সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম" করেছেন :-

[ওঁ তৎ সৎ -এর মহিমা।]

ওঁ তৎ, সৎ, ইতি, নির্দেশঃ, ব্রহ্মণঃ, ত্রিবিধঃ, স্মৃতঃ
ব্রাহ্মণাঃ, তেন, বেদাঃ, চ, যজ্ঞাঃ, চ, বিহিতাঃ, পুরা ॥ ২৩ ॥

– !এবং হে অর্জুন

ওঁ	=	ওঁ,	তেন	=	তাঁর দ্বারা
তৎ	=	তৎ,	পুরা	=	সৃষ্টির আদি কালে
সৎ	=	সৎ–	ব্রাহ্মণাঃ	=	ব্রাহ্মণ
ইতি	=	এইরূপ	চ	=	আর
ত্রিবিধঃ	=	তিন প্রকারের	বেদাঃ	=	বেদ
ব্রহ্মণঃ	=	সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের	চ	=	ও
নির্দেশঃ	=	নাম	যজ্ঞাঃ	=	যজ্ঞাদি
স্মৃতঃ	=	কথিত হয়েছে।	বিহিতাঃ	=	রচিত হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ :- এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে ঐ তত্ত্বজ্ঞান শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে নেই। যদি থাকত তবে গীতা জ্ঞানদাতা বলে দিতেন যে, ঐ অধ্যায়ে বলা আছে, ওখান থেকে পড়ে নে। দ্বিতীয়তঃ এই ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে ওই তত্ত্বজ্ঞান (সূক্ষ্মবেদ) স্বয়ং পরম অক্ষর ব্রহ্ম (পরমেশ্বর) নিজ মুখ কমলের দ্বারা বলেন। ঐ তত্ত্বজ্ঞানের বক্তা তত্ত্বদর্শী মহাত্মার পরিচয় গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১-এ বলা হয়েছে। বলেছেন যে :-

আদিপুরুষ পরমেশ্বর হলেন মূল , উপরে ওই মূল এবং নীচে সংসাররূপী শাখা ধারণকারী অশ্বথ বৃক্ষকে অবিনাশী বলা হয় (মানা হয়)। এই বৃক্ষের সমস্ত ভাগকে যিনি তত্ত্ব দ্বারা জানেন, তিনি বেদের তাৎপর্যের জ্ঞাতা (বেদ বিত্) তত্ত্বদর্শী সন্ত। পরমেশ্বর কবীর জী সব থেকে উপরের লোক সতলাক থেকে পৃথিবীর উপর সশরীর চলে আসেন। নিজের মুখ দিয়ে বাণী বলেন যাকে সূক্ষ্ম বেদ (তত্ত্বজ্ঞান) বলা হয়। তাতে বলেছেন :-

কবীর,অক্ষর এক পেড় হৈঁ, ক্ষরপুরুষ (নিরঞ্জন) বাকী ডার। তিন দেবা শাখা হৈঁ, পাত রূপ সংসার।।

অর্থাৎ এই সংসাররূপী বৃক্ষের কান্ড (যে অংশটি মাটির ঠিক উপরে থাকে) হল অক্ষর পুরুষ।

তার একটি ডাল ক্ষরপুরুষ। ওই ক্ষর পুরুষ রুপী ডালে লেগে আছে তিন দেবতা অর্থাৎ রজগণ ব্রহ্মা,সতগুণ বিষ্ণু এবং তমগুন শিব। তার শাখার উপর লেগে থাকা পাতা হল সংসারের প্রাণী।

এটা হল গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১-৩ এর সারাংশ।

এর দ্বারা এটা স্বতঃসিদ্ধ হয় যে, কবীর জী সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্ম। তাঁর দ্বারা বলা জ্ঞান হল তত্ত্বজ্ঞান (সূক্ষ্ম বেদ)। অসম্পূর্ণ জ্ঞানের কারণে আপনাদের এটাও মনে শঙ্কা হতে পারে শিকড় (মূল) কে? তথা অক্ষর পুরুষ, ক্ষর পুরুষ এর প্রমাণ কোথায় আছে?

তার জন্য শুনুন :- এই সংসার রূপী বৃক্ষের মূল হল 'পরম অক্ষর ব্রহ্ম' যার প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩, ৮ থেকে ১০ এ বর্ণিত যা এই পুস্তকে পূর্বে বলা হয়েছে।

বলেছেন যে (গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৯-এ) যে কবীর দেব অনাদি, সবার নিয়ন্ত্রণকারী সূক্ষ্ম থেকে অতি সূক্ষ্ম অর্থাৎ সর্বশক্তিমান। (সর্বস্ব ধাতারম্) সকলের ধারন-পোষণকারী, অচিন্ত্য স্বরূপ সূর্যের মতো স্বপ্রকাশমান। যে তাঁকে স্মরণ করে, সে তাঁকেই প্রাপ্ত হয়।

এর দ্বারা স্পষ্ট হল যে 'পরম অক্ষর ব্রহ্ম' হলেন সংসার রূপী বৃক্ষের শিকড় (মূল), কারণ মূলের দ্বারাই গাছের ধারণ-পোষণ হয়। এবার পরবর্তী অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬ থেকে ১৭ তে তিন পুরুষের (প্রভুদের) প্রমাণ আছে। এই দুই শ্লোকের ফটোকপি তে পড়ুন যেখানে বলা হয়েছে যে অক্ষর পুরুষ এবং ক্ষরপুরুষ তথা এনাদের লোকের প্রানীরা নাশবান! (গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬)

এই দুইজনের থেকে আলাদা পরম অক্ষর ব্রহ্ম আছেন যিনি অবিনাশী পরমেশ্বর, যাকে 'পরমাত্মা' বলা হয়। সকলের ধারন-পোষণকারী। (গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭)

(গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ এর ফটোকপি)

ঊর্ধ্বমূলম্, অধঃশাখম্, অশ্বত্থম্, প্রাহুঃ, অব্যয়ম্
ছন্দাংসি, যস্য, পর্ণানি, যঃ, তম্, বেদ, সঃ, বেদবিৎ॥ ১॥

– !তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বললেন হে অর্জুন

ঊর্ধ্বমূলম্	= আদিপুরুষ পরমেশ্বর রূপ মূল বিশিষ্ট (এবং)	ছন্দাংসি	= বেদ
		যস্য	= যার
অধঃশাখম্	= বৃক্ষরূপ মূখ্যশাখা বিশিষ্ট (যে)	পর্ণানি	= পাতা (কথিত হয়েছে)
		তম্	= সেই সংসাররূপ বৃক্ষকে
অশ্বত্থম্	= সংসার রূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে	যঃ	= যে পুরুষ (মূলসহ)
		বেদ	= তত্ত্বতঃ জানে
অব্যয়ম্	= অবিনাশী	সঃ	= সে
প্রাহুঃ	= বলা হয়ে থাকে (এবং)	বেদবিৎ	= বেদের তাৎপর্যের জ্ঞাতা

বিঃ দ্রঃ :- এই ফটোকপির অনুবাদেও ভুল রয়েছে, তবুও সারাংশ স্পষ্ট।

ভুল :- অধ: শাখম্ এর অর্থ ব্রহ্মা রূপ মুখ্য শাখাওয়ালা করা হয়েছে, যেখানে অধ: = নীচে, শাখা = শাখা, অর্থটি সরল। ওনাদের অজ্ঞানতার প্রতিফলন।

(গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬-র ফটোকপি)

দ্বৌ, ইমৌ, পুরুষৌ, লোকে, ক্ষরঃ, চ, অক্ষরঃ, এব, চ
ক্ষরঃ, সর্বাণি, ভূতানি, কূটস্থঃ, অক্ষরঃ, উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

– !এবং হে অর্জুন

লোকে	= এই সংসারে	সর্বাণি	= সমস্ত
ক্ষরঃ	= বিনাশশীল	ভূতানি	= প্রাণীদের শরীর
চ	= ও	ক্ষরঃ	= বিনাশশীল
অক্ষরঃ	= অবিনাশী	চ	= আর
এব	= ই	কূটস্থঃ	= জীবাত্মাকে
ইমৌ	= এই	অক্ষরঃ	= অবিনাশী
দ্বৌ	= দুই প্রকারের	উচ্যতে	= বলা হয়
পুরুষৌ	= পুরুষ আছেন। (তাঁদের মধ্যে)		

(গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ এর ফটোকপি)

উত্তমঃ, পুরুষঃ, তু, অন্যঃ, পরমাত্মা, ইতি, উদাহৃতঃ
যঃ, লোকত্রয়ম্, আবিশ্য, বিভর্তি, অব্যয়ঃ, ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

– এবং এই দুটি হতে

উত্তমঃ	= উত্তম		(এবং) যাকে
পুরুষঃ	= পুরুষ	অব্যয়ঃ	= অবিনাশী,
তু	= তো	ঈশ্বরঃ	= পরমেশ্বর (ও)
অন্যঃ	= ভিন্ন (ই) (হন)	পরমাত্মা	= পরমাত্মা
যঃ	= যিনি	ইতি	= এইরূপ
লোকত্রয়ম্	= লোকত্রয়ে	উদাহৃতঃ	= বলা হয়েছে
আবিশ্য	= প্রবেশ করে		
বিভর্তি	= সকলকে ধারণ পোষণ করেন		

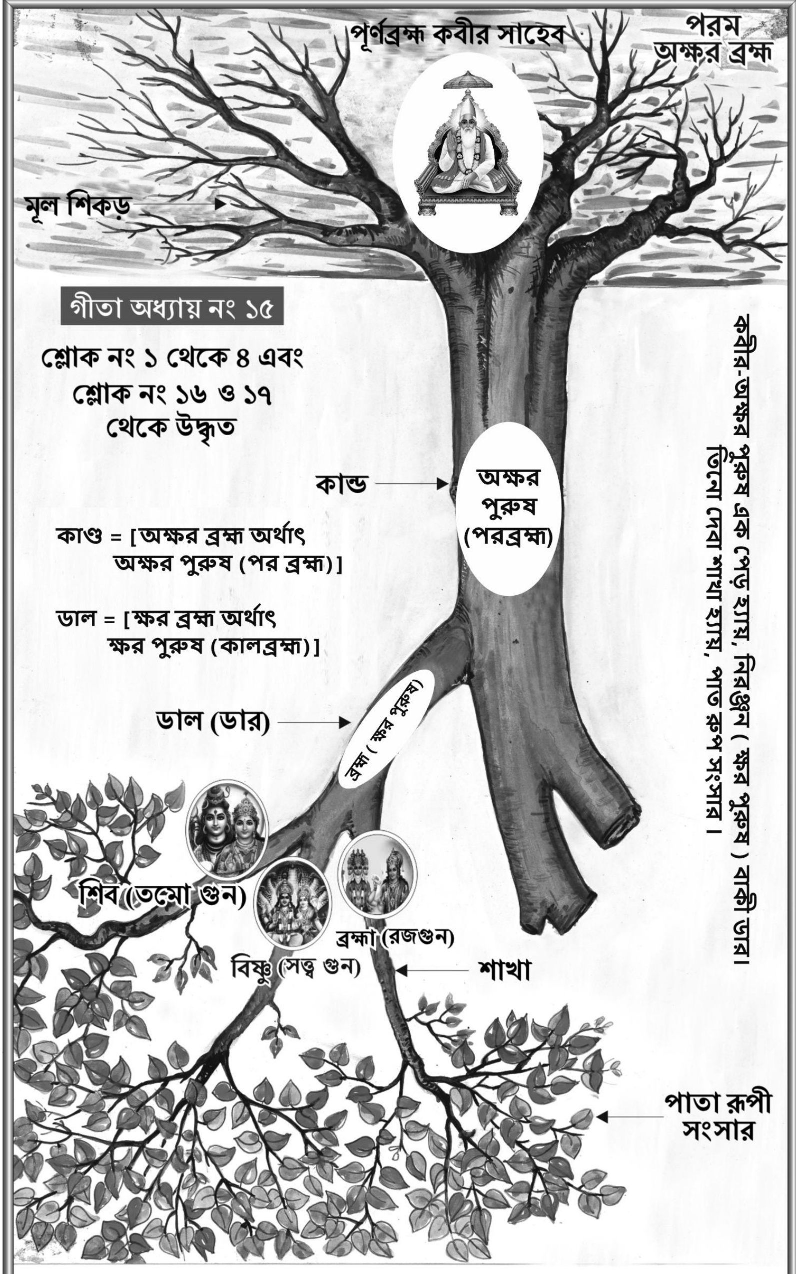

এই সংসার হল, উল্টো বৃক্ষের মত যেমন – উপরে মূল (শিকড়)
নীচে শাখা (ডাল বা পাতা) রূপী বৃক্ষের চিত্র

প্রশ্ন :- সাধারণ হিন্দুদের মনে এই ধারণা রয়েছে যে সন্ত রামপাল জী শ্রী ব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু এবং শ্রী শিবের ভক্তি ছাড়িয়ে দেন। আপনি কি বলবেন এই বিষয়ে?

উত্তর:- এই পুস্তিকার প্রারম্ভেই বলা হয়েছে যে আমরা (আমি এবং আমার অনুগামীরা সমস্ত ধার্মিক বা সামাজিক ক্রিয়া গুলি শাস্ত্র বিহিত ভাবে (শাস্ত্র অনুসারে) করে থাকি। গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩ - ২৪ এ বলা হয়েছে যে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় যে মনমর্জি আচরণ ক'রে সাধনা করে, তাদের না সুখ প্রাপ্তি হয়, না কার্য সিদ্ধ হয়, না গতি (মোক্ষ) প্রাপ্তি হয়। এইজন্য শাস্ত্রোক্ত (শাস্ত্র নির্দেশ মতো) কর্ম করো। যেমন গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১-৩ এবং ১৬-১৭ তে সংসার রুপি বৃক্ষের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এই বৃক্ষের মূল হল পরম অক্ষর ব্রহ্ম, কান্ড হল অক্ষর পুরুষ (অক্ষর ব্রহ্ম), মোটা শাখা (মোটা ডাল) হল ক্ষরপুরুষ (ক্ষর ব্রহ্ম)। তিন দেবতা (রজগুন ব্রহ্ম, সত্ত্ব গুণ বিষ্ণু, তমো গুন শংকর) হলেন প্রশাখা এবং পাতাগুলি হল সংসারের সমস্ত প্রাণী।

দাস (রামপাল দাস) ব্রহ্মা-বিষ্ণু তথা শিব জী এবং দেবী দেবতাদের সম্মান করে তথা শাস্ত্রোক্ত ধার্মিক কর্ম করে এবং করায়। এই কর্মে ভক্তিবিধি শাস্ত্র অনুসারে করা হয়। যেমন কোনও আম বা অশ্বথ ইত্যাদির চারাগাছ নার্সারি থেকে নিয়ে আসার পর তাকে রোপন করার জন্য নিজের বাড়ির উঠোনে, মাঠে, বাগানে কোথাও গর্ত খোঁড়া হয়। গর্তের মধ্যে গাছের মূল অংশটি রেখে চারদিকে মাটি ভরে দেওয়া হয়, তারপর জল সেচ দেওয়া হয়। চারাগাছ যখন বড়ো গাছে পরিণত হয়, তখন লাভ পাওয়া যায়। যদি কোনও অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ঐ চারা গাছের শাখার দিক গর্তের মধ্যে রেখে মাটি ভরে জল দেয়, তাহলে কি সেটা গাছে পরিণত হবে? কখনোই নয়, নষ্ট হয়ে যাবে।

ঠিক এই প্রকার, শাস্ত্রে উল্লেখিত বিধি বা পদ্ধতি অনুসারে যদি আমরা ভক্তি রুপী চারা গাছ রোপন করি, তাহলে লাভদায়ক হবে অর্থাৎ গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১৪-১৫ তে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, অবিনাশী পরমাত্মা (পরম অক্ষর ব্রহ্ম) যিনি ধার্মিক অনুষ্ঠানে অর্থাৎ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং ওনাকে ইষ্ট মেনে, ধার্মিক অনুষ্ঠান পূজা (যজ্ঞ ইত্যাদি) করা উচিত।

দয়া করে দেখুন সোজা এবং উল্টা রোপন করা ভক্তি রুপী চারা গাছের চিত্র এবং পড়ুন গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১৪-১৫-র ফটোকপি :-

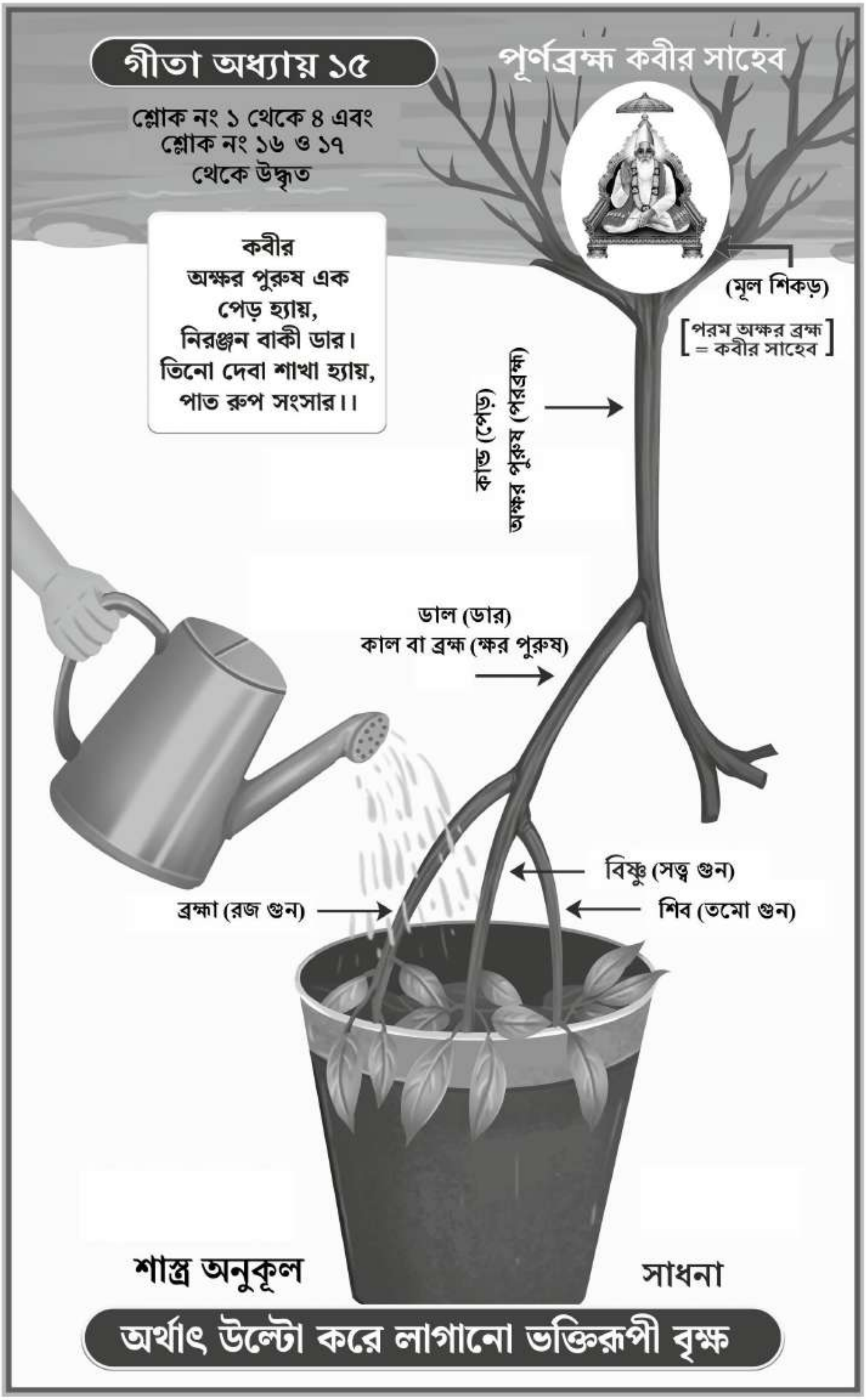
গীতা অধ্যায় ১৫
শ্লোক নং ১ থেকে ৪ এবং
শ্লোক নং ১৬ ও ১৭
থেকে উদ্ধৃত
পূর্ণব্রহ্ম কবীর সাহেব
কবীর
অক্ষর পুরুষ এক
পেড় হ্যায়,
নিরঞ্জন বাকী ডার।
তিনো দেবা শাখা হ্যায়,
পাত রুপ সংসার।।
(মূল শিকড়)
[পরম অক্ষর ব্রহ্ম = কবীর সাহেব]
কান্ড (পেড়)
অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম)
ডাল (ডার)
কাল বা ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ)
বিষ্ণু (সত্ত্ব গুন)
ব্রহ্মা (রজ গুন)
শিব (তমো গুন)
শাস্ত্র অনুকূল
সাধনা
অর্থাৎ উল্টো করে লাগানো ভক্তিরূপী বৃক্ষ

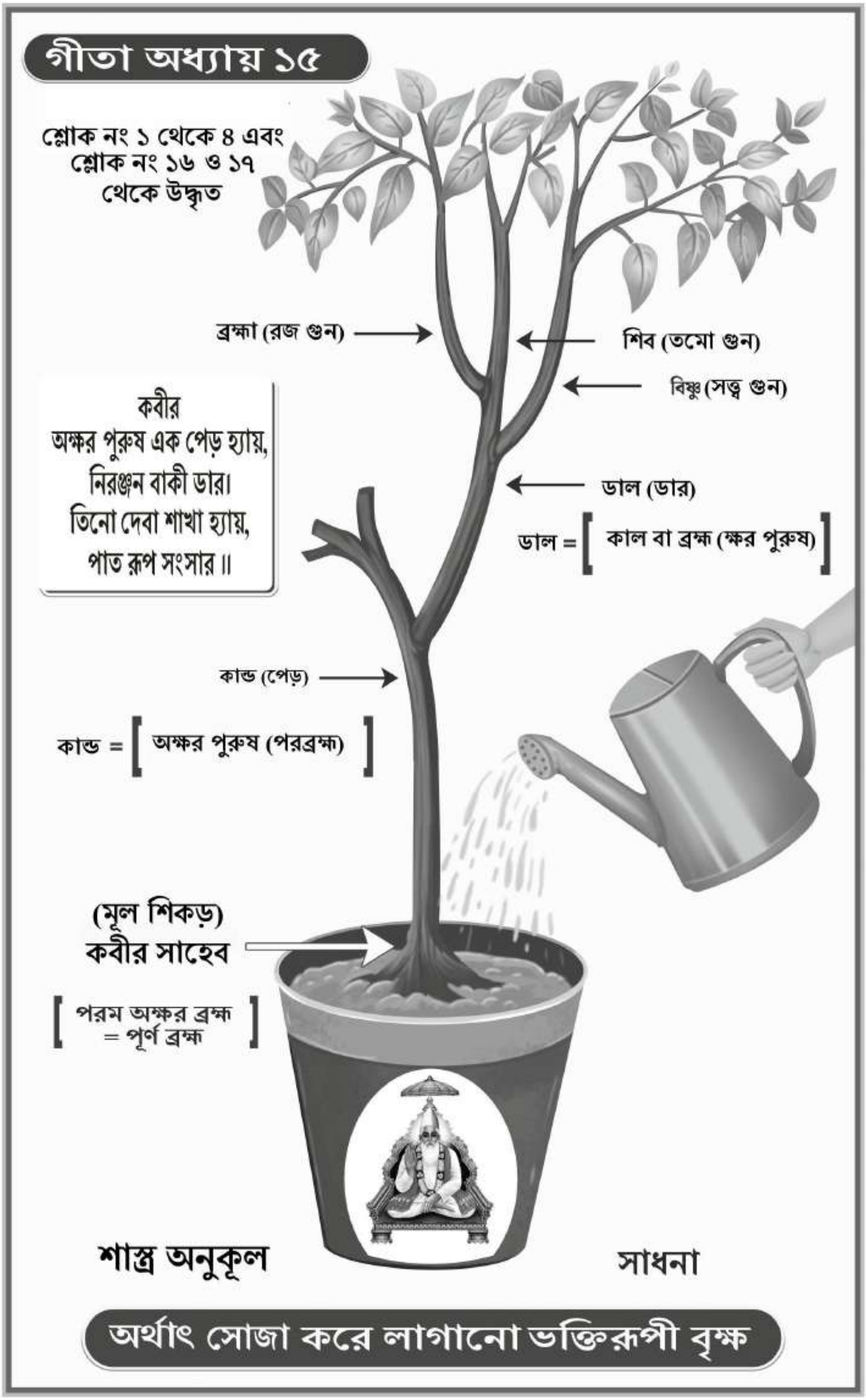
গীতা অধ্যায় ১৫
শ্লোক নং ১ থেকে ৪ এবং শ্লোক নং ১৬ ও ১৭ থেকে উদ্ধৃত
ব্রহ্মা (রজ গুন)
শিব (তমো গুন)
বিষ্ণু (সত্ত্ব গুন)
কবীর
অক্ষর পুরুষ এক পেড় হ্যায়,
নিরঞ্জন বাকী ডার।
তিনো দেবা শাখা হ্যায়,
পাত রূপ সংসার ॥
ডাল (ডার)
ডাল = [কাল বা ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ)]
কান্ড (পেড়)
কান্ড = [অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম)]
(মূল শিকড়)
কবীর সাহেব
[পরম অক্ষর ব্রহ্ম = পূর্ণ ব্রহ্ম]
শাস্ত্র অনুকূল
সাধনা
অর্থাৎ সোজা করে লাগানো ভক্তিরূপী বৃক্ষ

(গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১৪-১৫ এর ফটোকপি)

অন্নাৎ, ভবন্তি, ভূতানি, পর্জন্যাৎ, অন্নসম্ভবঃ,
যজ্ঞাৎ, ভবতি, পর্জন্যঃ, যজ্ঞঃ, কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥
কর্ম, ব্রহ্মোদ্ভবম্, বিদ্ধি, ব্রহ্ম, অক্ষরসমুদ্ভবম্,
তস্মাৎ, সর্বগতম্, ব্রহ্ম, নিত্যম্, যজ্ঞে, প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

যেহেতু –

ভূতানি	=	প্রাণীসকল
অন্নাৎ	=	অন্ন থেকে
ভবন্তি	=	উৎপন্ন হয় (এবং)
অন্নসম্ভবঃ	=	অন্নের উৎপত্তি
পর্জন্যাৎ	=	হয় বৃষ্টি থেকে (আর)
পর্জন্যঃ	=	বৃষ্টি
ভবতি	=	হয়
যজ্ঞাৎ	=	যজ্ঞ দ্বারা (এবং)
যজ্ঞঃ	=	যজ্ঞ
কর্মসমুদ্ভবঃ	=	কর্ম দ্বারা নিষ্পন্ন হয়ে থাকে।
কর্ম	=	কর্মকে (তুমি)
ব্রহ্মোদ্ভবম্	=	বেদ থেকে উৎপন্ন 'বলে'

বিদ্ধি	=	জানবে (আর)
ব্রহ্ম	=	বেদ
অক্ষর–সমুদ্ভবম্	=	অবিনাশী (পরমাত্মা) থেকে উৎপন্ন (বলে জানবে)
তস্মাৎ	=	সেইজন্য
সর্বগতম্	=	সর্বব্যাপী
ব্রহ্ম	=	পরম অক্ষর (পরমাত্মা)
নিত্যম্	=	সর্বদাই (নিত্য)
যজ্ঞে	=	যজ্ঞে
প্রতিষ্ঠিতম্	=	প্রতিষ্ঠিত।

বিঃ দ্রঃ :- গীতা অনুবাদকগণ এই উপরোক্ত শ্লোক গুলির অনুবাদে "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ "বেদ" করেছেন যা ভুল, এখানে 'ব্রহ্ম' এর অর্থ 'ব্রহ্ম' থাকা উচিত। যার ভাবার্থ হল যে, সমস্ত প্রাণী অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়, অন্ন বর্ষা থেকে উৎপন্ন হয়, বর্ষা শাস্ত্র বিধি অনুসারে করা ধার্মিক যজ্ঞ (ধার্মিক পূজা) থেকে হয়। কর্ম উৎপন্ন হয়েছে কাল ব্রহ্ম জ্যোতি নিরঞ্জন (ক্ষরপুরুষ) থেকে। কাল ব্রহ্ম জ্যোতি নিরঞ্জন উৎপন্ন হয়েছে অবিনাশী পরমাত্মা (পরম অক্ষর ব্রহ্ম) থেকে যার বর্ণনা গীতা ২শ্লোক ১৭, গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩, ৮-১০ এবং গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তে রয়েছে। ঐ পরম অক্ষর পরমাত্মা বা পরম অক্ষর ব্রহ্ম যিনি সর্ব ব্যাপক, তিনি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ইষ্ট রূপ মূল রূপে পূজ্য।

কবীর পরমেশ্বর জী সূক্ষ্ম বেদ (তত্ত্বজ্ঞান) এ বলেছেন :-

কবীর, এঁকৈ সাধে সব সধৈ, সব সাধে সব জায়।
মালী সীচে মূল কো, ফুলে ফলে অধায়।।

অর্থাৎ চারা গাছের মূলকে মাটিতে পুঁতে সেচ দিলে চারা গাছের সব অংশ কাণ্ড শাখা-প্রশাখা ও পাতা বিকশিত হবে। একজনের সাধনা করলে সবার সাধনা হয়ে যাবে।

আর যদি চারা গাছটিকে উল্টো রোপন করে শাখা গুলিতে সেচ দেওয়া হয়, তাহলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ এই বিধি সম্পূর্ণ ভুল। একই প্রকারে 'পরম অক্ষর ব্রহ্ম' রূপ শিকড় কে ইষ্ট রূপে পূজা করলে সমস্ত দেবতারা প্রফুল্লিত হবেন অর্থাৎ তাদের কাছে আমাদের শাস্ত্র প্রমাণিত ধর্ম-কর্ম সংগৃহীত (জমা) হয়ে যাবে। তারা আবার আমাদের কর্মের ফল দিতে থাকবেন। না চাইতেই দেবেন।

গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১০-১৫ তে বিস্তারপূর্বক এটাই বলা হয়েছে যে, শাস্ত্র অনুসারে সাধনা-ভক্তি ক'রে দেবতাদের (বৃক্ষের প্রশাখা রূপী দেবতাদের) কে বৃদ্ধি কর। শাস্ত্রীয় বিধি দ্বারা সম্প্রসারিত দেবতা তোমাকে না চাইতেই ফল দেবেন। যেমন একটি চারাগাছ পূর্ণ গাছে পরিণত হলে তার কান্ড, শাখা-প্রশাখা সব বৃদ্ধি হয়, বিকশিত হয়। তারপর শাখায় ফল ধরবে, না চাইতেও ফল ধরবে অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি অনুসারে সাধনা করলে আমাদের ধর্ম-কর্ম গ'ড়ে উঠবে, যা দেবতাদের(ব্রহ্মা,বিষ্ণু, শিব জী) কাছে জমা হতে থাকবে। তাঁরা কর্মফলই দেন। সততার সঙ্গে ফল দেন। না চাইতেইও দেন। কারণ আমাদের শাস্ত্র অনুসারে ভক্তি-কর্ম বা পুণ্য আছে। অন্য যারা শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে মন মতো আচরণ করে, তাদের কোনও ধর্ম-কর্ম পুণ্য তৈরি হয় না। তাদের কোনও লাভ হয় না। এইজন্যে আমরা পরম অক্ষর ব্রহ্মকে ইষ্ট রূপে প্রতিষ্ঠিত ক'রে শাস্ত্রোক্ত ভক্তি করি, যার দ্বারা সুখ ও পাওয়া যায়। সিদ্ধির প্রাপ্তিও হয় যার দ্বারা কার্য সিদ্ধ হয় এবং গতি অর্থাৎ মুক্তিও হয়। আমি শাস্ত্র বিধি অনুসারে ভক্তি করতে বলি, ভক্তি ছাড়াই না।

(গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১০ এর ফটোকপি)

সহজ্ঞাঃ, প্রজাঃ, সৃষ্ট্বা, পুরা, উবাচ, প্রজাপতিঃ,
অনেন, প্রসবিষ্যধ্বম্, এষঃ, বঃ, অস্তু, ইষ্টকামধুক্ ॥ ১০॥

প্রজাপতিঃ	=	প্রজাপতি (ব্রহ্মা)	প্রসবিষ্যধ্বম্	=	(তোমরা) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও (এবং)
পুরা	=	সৃষ্টি কালে			
সহযজ্ঞাঃ	=	যজ্ঞের সঙ্গেই	এষঃ	=	এই যজ্ঞ
প্রজাঃ	=	প্রজা সকল	বঃ	=	তোমাদের
সৃষ্ট্বা	=	সৃষ্টি করে	ইষ্টাকামধুক্	=	ঈপ্সিত কাম্যবস্তু প্রদানকারী
উবাচ	=	বলছেন যে,			
অনেন	=	এই যজ্ঞ দ্বারা	অস্তু	=	হোক।

(গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১১ এর ফটোকপি)

দেবান্, ভাবয়ত, অনেন, তে, দেবাঃ, ভাবয়ন্তু, বঃ,
পরস্পরম্, ভাবয়ন্তঃ, শ্রেয়ঃ, পরম্, অবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

এবং তোমরা –

অনেন	=	এই যজ্ঞদ্বারা			(নিঃস্বার্থভাবে)
দেবান্	=	দেবতাদের	পরস্পরম্	=	পরস্পর (একে অপরকে)
ভাবয়ত	=	সংবর্ধন করো (আর)			
তে	=	ঐ	ভাবয়ন্তঃ	=	উন্নত করে (তোমরা)
দেবাঃ	=	দেবতারা	পরম্	=	পরম
বঃ	=	তোমাদের	শ্রেয়ঃ	=	কল্যাণ
ভাবয়ন্তু	=	সংবর্ধিত করুন।	অবাপ্স্যথ	=	লাভ করবে।
(এবম্)	=	এই প্রকার			

(গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১২ এর ফটোকপি)

ইষ্টান্, ভোগান্, হি, বঃ, দেবাঃ, দাস্যন্তে, যজ্ঞভাবিতাঃ,
তৈঃ, দত্তান্, অপ্রদায়, এভ্যঃ, যঃ, ভুঙ্‌ক্তে, স্তেনঃ, এব, সঃ ॥ ১২ ॥

যজ্ঞভাবিতাঃ	=	যজ্ঞদ্বারা সংবর্ধিত	এভ্যঃ	=	তাঁদের
দেবাঃ	=	দেবতাগণ	অপ্রদায়	=	উৎসর্গ না করে
বঃ	=	তোমাদের (বিনা যাচনাতেই)	হি	=	ই
			যঃ	=	যে
ইষ্টান্	=	ইষ্ট (আকাঙ্খিত)	ভুঙ্‌ক্তে	=	ভোগ করে,
ভোগান্	=	ভোগসমূহ	সঃ	=	সেই ব্যক্তি
দাস্যন্তে	=	প্রদান করবেন	এব	=	নিশ্চয়ই
তৈঃ	=	তাঁদের দ্বারা	স্তেনঃ	=	চোর।
দত্তান্	=	প্রদত্ত ভোগ সমূহ			

(গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১৩ এর ফটোকপি)

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ, সন্তঃ, মুচ্যন্তে, সর্বকিল্বিষৈঃ,
ভুঞ্জতে, তে, তু অঘম্, পাপাঃ, যে, পচন্তি, আত্মকারণাৎ॥ ১৩॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ	=	যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নের ভোক্তা	পচন্তি	=	পাক করে
সন্তঃ	=	শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ	তে	=	তারা
সর্বকিল্বিষৈঃ	=	সকল পাপ থেকে	তু	=	তো
মুচ্যন্তে	=	মুক্ত হন (এবং)	অঘম্	=	পাপকেই
যে	=	যে সকল	ভুঞ্জতে	=	ভক্ষণ করে।
পাপাঃ	=	পাপী			
আত্মকারণাৎ	=	নিজেদের (শরীর পোষণের) জন্যই			

হে জেন্টলম্যান! আমি ব্যতিত এই প্রকার গীতা জ্ঞানকে আর কেউ বোঝান নি, কারণ কারোরই সেই জ্ঞান নেই। এই কারণেই আমি বলি যে, আমার অতিরিক্ত কেউ সঠিক সাধনা করে না বা করায় না। আমরা অবিনাশী পরমেশ্বর (পরম অক্ষর ব্রহ্ম) কে ইষ্ট মেনে ভক্তি করি, যিনি সকলের ধারণ-পোষণকারী! যিনি গীতার বক্তা থেকে আলাদা, যিনি পাপ মুক্ত করে সকলকে সুখী করেন।

উল্টো ঝুলে থাকা সংসার রূপী বৃক্ষের চিত্রটিকে এবং উল্টো-সোজা ভক্তি রূপী চারা গাছটিকে মনোযোগ দিয়ে দেখো, সহজেই সব বুঝতে পারবে। বিশ্বের সকল (জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে) মানুষের কাছে অনুরোধ সমস্ত জগৎ এই পরমেশ্বরের শরণে আসুন এবং পরম শান্তি অর্থাৎ পূর্ণমোক্ষ তথা সনাতন পরম ধাম অর্থাৎ সতলোক প্রাপ্ত করে সর্বদা সুখী হোন।

অধিক তথ্যের জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। এই পুস্তকাটি অথবা অন্য পুস্তক ‘জ্ঞান গঙ্গা’ ‘গীতা তোমার জ্ঞান অমৃত’ এবং ‘জীবনের পথ’ ইত্যাদি বিনামূল্যে চেয়ে পাঠান। এস.এম. এস.-এ নিজের পুরা ঠিকানা, ফোন নাম্বার লিখুন, পুস্তকটি আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাবে। একবারে একটি মাত্র পুস্তকের জন্য এস.এম.এস. করতে হবে। একের বেশি পুস্তকের জন্য এসএমএস করলে তা পাঠানো হবে না। একটি পড়ুন, তারপর বিনামূল্যে দ্বিতীয়টির জন্য এস.এম.এস. করুন।

প্রচার প্রসার সমিতি, বরবালা, যোগাযোগ :- (7496801825, 7496801823)

ধন্যবাদ।

সর্ব মানব সমাজের শুভাকাঙ্খী
রামপাল দাস
সতলোক আশ্রম, বরবালা,
হিসার, হরিয়ানা (ভারত)।